মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন

এর হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট

নিরীক্ষা বছরঃ ২০২৫-২০২৬

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	অংশ-১	
১	এনটিটির নাম	৫
২	নিরীক্ষার সময়	৫
৩	অর্থবছর	৫
৪	এনটিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৫
৫	নিরীক্ষার আওতা	৫
৬	নির্ণায়ক	৬
৭	স্ট্যান্ডার্ড	৭
৮	নিরীক্ষা দলের পরিচিতি	৭
৯	নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের অবস্থান	৮
১০	এনটিটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের ভ্রমণ	৮
১১	নিরীক্ষা দল কর্তৃক চাহিদাকৃত রেকর্ড, ডকুমেন্ট, তথ্যাদি	৮-১০
১২	এনটিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদি	১১-১২
১৩	এনটিটি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি এমন রেকর্ড/তথ্যাদি	১২-১৩
১৪	এনটিটির কর্মকর্তাদের সাথে সভার সংখ্যা ও তারিখ	১৩
১৫	নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষানিযুক্তি দল কর্তৃক এনটিটি বরাবর জারিকৃত অডিট কোয়েরীর মোট সংখ্যা	১৩
১৬	জবাব দেওয়া হয়েছে এমন অডিট কোয়েরীর সংখ্যা	১৩
১৭	নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষা দল কর্তৃক এনটিটির বরাবর জারিকৃত নিরীক্ষা অবজারভেশন এর মোট সংখ্যা	১৩
১৮	জবাব দেয়া হয়েছে এমন অডিট মেমোর সংখ্যা	১৩
১৯	নিরীক্ষা দল কর্তৃক জমা দেওয়া খসড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন নিরীক্ষা অবজারবেশনের সংখ্যা	১৩
২০	কোন ফাইন্ডিং বা অবজারবেশন যা নিরীক্ষা চলাকালে উত্থাপিত হয়নি কিন্তু নতুন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা দল/সিএজি কার্যালয় এর নজরে আসার কারণে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (হা/না অনুচ্ছেদ নম্বর সহ)	১৪
	অংশ-২(ক)	

২১	SFI অনুচ্ছেদসমূহ	১৫-৩৬
অংশ-২(খ)		
২২	NON-SFI অনুচ্ছেদসমূহ	৩৭-৭৫
পরিশিষ্টসমূহ		
২৩	SFI পরিশিষ্ট	৭৬-১০১
২৪	NON-SFI পরিশিষ্ট	১০২-১৮৫

অংশ-১

(১) এনটিটির নামঃ মৎস্য অধিদপ্তর

(২) নিরীক্ষার সময় (দিন/মাস/বছর) হতে (দিন/মাস/বছর): ২০২৫-২০২৬

(৩) অর্থবছরঃ ২০২৫-২০২৬

(৪) এনটিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

স্বাধীনতা উত্তর বন, মৎস্য ও পশুপালন নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ ছিল। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিজ ও মৎস্য জাতীয় সম্পদের সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে নতুন একটি মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে আবার ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিভাগে পরিণত হয়। আলাদা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে পূর্ণগঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের নাম আংশিক সংশোধন করে নামকরণ করা হয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় নামটি পরিবর্তন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়।

বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আটটি অধিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হলো মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, রাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিড়ন, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, মেরিন ফিসারিজ একাডেমি। তন্মধ্যে অন্যতম বৃহৎ অধিদপ্তর হলো মৎস্য অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর এর কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

মৎস্য অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তর বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ নিয়ে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

(৫) নিরীক্ষার আওতাঃ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট, ক্রয়, আয়-ব্যয়, হিসাব ও নির্মাণ সংক্রান্ত বিষায়াবলী

(৬) নির্ণায়ক হিসেবে ব্যবহৃত অথরিটিঃ

১ বাংলাদেশের সংবিধান।

২. দি পাবলিক মানি এন্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৯

৩. জেনারেল ফিন্যানসিয়াল রুলস্ (GFR)

৪. ট্রেজারী রুলস্

৫. পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮

৬. বাজেট ডকুমেন্টস

৭. সিটিজেন চার্টার

৮. এপ্রোপ্রিয়েশন এ্যাক্ট এবং ফিন্যান্স এ্যাক্ট

৯. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন

১০. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

১১. ডেলিগেশন অব ফিন্যানসিয়াল পাওয়ার

১২. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি

১৩. উন্নয়ন প্রকল্পের ফান্ড রিলিজ অর্ডার

১৪. আয়কর অধ্যাদেশ এবং আয়কর বিধি ১৯৮৪

১৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট এসআরও এবং জিও

১৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য অথরিটি।

(৭) অনুসরণকৃত স্ট্যান্ডার্ডঃ

গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অব বাংলাদেশ এবং কমপ্লায়েন্স অডিট গাইডলাইন্স

(৮) নিরীক্ষা দলের পরিচিতিঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	নিরীক্ষা দলে অবস্থান	মোবাইল নং
১	জনাব কামরুন নাহার	এএন্ডএও	উপ দলনেতা	০১৯৪১৩৫৫২৯৬
২	জনাব ম. ম. মাসউদুল হক মাসুদ	এএন্ডএও	উপ দলনেতা	০১৭১৫০০৪৯৭৯
৩	জনাব মো: সোহেল রানা	এএন্ডএও	উপ দলনেতা	০১৭৩১৯১২৩৬৪
৪	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	এএন্ডএও	দলনেতা	০১৭২৭৭২৬০৬২
৫	জনাব আশরাফ উদ্দিন	এসএএস সুপার	সদস্য	০১৭৩১৭৪১৪৪৪
৬	জনাব দুলাল সমদ্দার	এসএএস সুপার	সদস্য	০১৭২৪১৭১৪১৮
৭	জনাব মো. এনামুল হক	এসএএস সুপার (শিক্ষানবিশ)	সদস্য	০১৭৫২১৮২৯৮২
৮	জনাব মো: এনামুল হক	এসএএস সুপার	সদস্য	০১৭১১৬১৫৫২২
৯	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম উজ্জ্বল	এসএএস সুপার	উপ দলনেতা	০১৭৪৫২২৩২৫২
১০	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	এসএএস সুপার	সদস্য	০১৬৮১৫২৫৪৫৮
১১	জনাব শংকর কুমার মিস্ত্রী	এসএএস সুপার	উপ দলনেতা	০১৮৪৯৬১২৯২০
১২	জনাব মিজানুর রহমান	অডিটর	সদস্য	০১৯১১১৯৬৮৬৩
১৩	জনাব মো. শাহারুল আলম	অডিটর	সদস্য	০১৭২৮৬০৩৪২১
১৪	জনাব মোঃ আবু সাঈম	অডিটর	সদস্য	০১৬৭৩২৬৬৮৯৮
১৫	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম	অডিটর	সদস্য	০১৫১৫২০৪৪৬৯
১৬	জনাব মোঃ ফারুক ইসলাম	অডিটর	সদস্য	০১৫৩৭১১৭৭৪১
১৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অডিটর	সদস্য	০১৭২২৫৩১৪০৬

(৯) নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের অবস্থানঃ

প্রযোজ্য নয়।

(১০) এনটিটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের ভ্রমণঃ

প্রযোজ্য নয়।

(১১) নিরীক্ষা দল কর্তৃক চাহিদাকৃত রেকর্ড, ডক্যুমেন্ট এবং তথ্যের তালিকাঃ

০১। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী।

০২। ক্যাশ বই ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

০৩। এপিপি/ডিপিপি/আরডিপিপি

০৫। টেন্ডার সংক্রান্ত সকল নথি।

০৪। কোড ভিত্তিক সকল বিল ভাউচার।

০৬। স্টক রেজিষ্টার।

০৭। বাৎসরিক স্টক ভেরিফিকেশন রেজিষ্টার।

০৮। কস্ট সেন্টার এর বরাদ্দ, কস্ট সেন্টার ভিত্তিক ব্যয় বিবরণী (ক্যাশ বুকসহ) এবং প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক ব্যয় বিভাজনের নথি।

০৯। যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রেজিষ্টার।

১০। গাড়ী ও যন্ত্রপাতি মেরামত রেজিষ্টার এবং লগ বই।

১১। টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর তালকিা এবং ব্যবহারকারীর নাম ও পদবী।

১২। তৈল/জ্বালানী হিসাব রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি।

১৩। ইনকাম ট্যাক্স ও ভ্যাট রেজিষ্টার।

১৪। নিয়োগ বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নথি।

১৫। অফসি সরঞ্জামাদি ক্রয় সংক্রান্ত নথি।

১৬। ক্রয় সংক্রান্ত নথি ও রেজিস্টার সমূহ।

১৭। বিগত বছর সমূহের পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নথি সমূহ।

১৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

১৯। বাৎসরিক প্রগ্রেসীভরিপোর্ট

(১২) এনটিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড, ডক্যুমেন্ট এবং তথ্যের তালিকাঃ

০১। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী।

০২। ক্যাশ বই ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

০৩। এপিপি/ডিপিপি/আরডিপিপি

০৫। টেন্ডার সংক্রান্ত সকল নথি।

০৪। কোড ভিত্তিক সকল বিল ভাউচার।

০৬। স্টক রেজিষ্টার।

০৭। বাৎসরিক স্টক ভেরিফিকেশন রেজিষ্টার।

০৮। কষ্ট সেন্টার এর বরাদ্দ, কস্ট সেন্টার ভিত্তিক ব্যয় বিবরণী (ক্যাশ বুকসহ) এবং প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক ব্যয় বিভাজনের নথি।।

০৯। যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রেজিষ্টার।

১০। গাড়ী ও যন্ত্রপাতি মেরামত রেজিষ্টার এবং লগ বই।

১১। টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর তালকিা এবং ব্যবহারকারীর নাম ও পদবী।

১২। তৈল/জালানী হিসাব রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি।

১৩। ইনকাম ট্যাক্স ও ভ্যাট রেজিষ্টার।

১৪। নিয়োগ বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নথি।

১৫। অফসি সরঞ্জামাদি ক্রয় সংক্রান্ত নথি।

১৬। ক্রয় সংক্রান্ত নথি ও রেজিস্টার সমূহ।

১৭। বিগত বছর সমূহের পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নথি সমূহ।

১৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

১৯। বাৎসরিক প্রগ্রেসীভ রিপোর্ট

(১৩) এনটিটি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি এমন রেকর্ড, ডক্যুমেন্ট এবং তথ্যের তালিকাঃ

প্রযোজ্য নয়।

(১৪) এনটিটির কর্মকর্তাদের সাথে সভার সংখ্যা : ২০ টি

(১৫) নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষানিযুক্তি দল কর্তৃক এনটিটি বরাবর জারিকৃত অডিট কোয়েরীর মোট সংখ্যাঃ ১০ টি

(১৬) জবাব দেওয়া হয়েছে এমন অডিট কোয়েরীর সংখ্যাঃ ১০ টি

(১৭) নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষা দল কর্তৃক এনটিটির বরাবর জারিকৃত নিরীক্ষা অবজারভেশন এর মোট সংখ্যাঃ ৫৪ টি

(১৮) জবাব দেয়া হয়েছে এমন অডিট মেমোর সংখ্যাঃ ৫৪ টি

(১৯) নিরীক্ষা দল কর্তৃক জমা দেওয়া খসড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন নিরীক্ষা অবজারবেশনের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নয়।

(২০) কোন ফাইন্ডিং বা অবজারবেশন যা নিরীক্ষা চলাকালে উত্থাপিত হয়নি কিন্তু নতুন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা দল/সিএজি কার্যালয় এর নজরে আসার কারণে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (হা/না অনুচ্ছেদ নম্বর সহ):

প্রযোজ্য নয়।

অংশ-২(ক)

SFI অনুচ্ছেদ সমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	চিংড়ি প্লট এবং ট্রলারের ইজারা মূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৬০,৩১,৩৮০/-(দুই কোটি ষাট লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত আশি) টাকা।	২,৬০,৩১,৩৮০
২	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৫০,২৬,৬৮২/-(এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয় শত বিরাশি) টাকা।	১,৫০,২৬,৬৮২
৩	নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে একাধিক প্লট (প্রতি প্লট ১০ একর) ইজারা প্রদান/ নবায়ন করায় অনিয়ম।	০
৪	নন রেসপনসিভ সরবরাহকারীকে রেসপনসিভ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২২,৩৪,৬৯৯/-(বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয় শত নিরানব্বই) টাকা। ।	২২,৩৪,৬৯৯
৫	আরএফকিউ পদ্ধতিতে এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় করা হলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ডিডিও কর্তৃক অনিয়মিতভাবে উত্তোলন ৯৫,০৮,৪০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ আট হাজার চারশত) টাকা।	৯৫,০৮,৪০০
৬	অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনে জ্বালানী বাবদ বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ৬,২৮,৯৩৪/- (ছয় লক্ষ আটাশ হাজার নয়শত চৌত্রিশ) টাকা।	৬,২৮,৯৩৪
৭	অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত Guide Wall এবং Yard (Infront Office) এর কাজ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৭৩,৯০২/- (ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত দুই) টাকা।	৬,৭৩,৯০২
৮	ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,৭৬,২৯৩/- (চার লক্ষ ছেয়াত্তর হাজার দুইশত তিরানব্বই) টাকা।	৪,৭৬,২৯৩
৯	খননকৃত স্থান হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ৩,১১,৯৭৪/- (তিন লক্ষ এগার হাজার নয়শত চুয়াত্তর) টাকা।	৩,১১,৯৭৪
১০	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না করায় অনিয়ম ।	০
১১	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে নিলামযোগ্য যানবাহন নিলামে বিক্রি না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	০
	সর্বমোট	৫,৪৮,৯২,২৬৪

কথায় :পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুই শত চৌষট্টি

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১

শিরোনাম : চিংড়ি প্লট এবং ট্রলারের ইজারা মূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৬০,৩১,৩৮০/-(দুই কোটি ষাট লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত আশি) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চিংড়ি প্লট এবং ট্রলারের ইজারামূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় না করায় সরকারের **২,৬০,৩১,৩৮০/-** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চলের কার্যালয়ের চিংড়ি প্লট লিজ সংক্রান্ত নথি, খামারের হিসাব এবং ভূমির হিসাব যাচাই করে দেখা যায় যে, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাস্থ রামপুর মৌজায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৫০০০ একর ভূমিকে ১০ একর বিশিষ্ট ৪৬৮টি প্লট ৩৭৫জন চিংড়ি চাষী/প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৪২১ বঙ্গাব্দে চিংড়ি প্লট ইজারা/নবায়ন করা হয়। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী চুক্তিপত্র সম্পাদনের প্রথম বছর হতে পঞ্চম বছর পর্যন্ত বার্ষিক ইজারা মূল্য হবে একর প্রতি ২০০০/- টাকা। পরবর্তীতে প্রতি ৫(পাঁচ) বছর পর পর ইজারামূল্য ২% হারে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রতি বছর ৩০ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধ করতে অপারগ হলে ইজারামূল্যের ওপর ৫% হারে(বিলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করতে হবে। সে মোতাবেক ৩০ শে চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (১৩/০৪/২০২৫ খ্রি.) পর্যন্ত ইজারা মূল্য প্রাপ্য রয়েছে মোট ১১,১৪,০৯,২০৮/- এবং বিলম্ব মাশুল প্রাপ্য রয়েছে মোট ৯০,৯৫,৫৯১/-। ৩০ শে চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (১৩/০৪/২০২৫ খ্রি.) পর্যন্ত ইজারা মূল্য আদায় হয়েছে মোট ৯,১৬,৮২,৫৯২/- এবং বিলম্ব মাশুল আদায় হয়েছে মোট ৩৭,০৮,৫৫৬/-। অবশিষ্ট ইজারা মূল্য ও বিলম্ব মাশুল বকেয়া রয়েছে যথাক্রমে ১,৯৭,২৬,৬১৬/- ও ৫৩,৮৭,০৩৫/- টাকা।

অপরদিকে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর এম.ভি. জালুয়া ট্রলারটির লিজ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, মেসার্স পাওয়ার সোর্স, দক্ষিণ আগ্রাবাদ, হালিশর রোড, চট্রগ্রাম এর সাথে ১৬/০৪/১৯৯৭ খ্রি. তারিখে ২৫(পঁচিশ) বছর মেয়াদী বার্ষিক ৯,১৭,৭২৯/- টাকা হারে ইজারার চুক্তি সম্পন্ন হয়, যার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৫/০৪/২০২২খ্রি.। কিন্তু পরবর্তীতে আরো ২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মেয়াদ শেষের সময় ০১/০৩/২০২৫খ্রি.তারিখে। চুক্তিপত্র অনুযায়ী বার্ষিক ৯,১৭,৭২৯/- টাকা করে মোট ২৫(পঁচিশ) কিস্তি সরকারি কোষাগরে জমা করার অঙ্গীকার থাকলেও ২৫ তম কিস্তি জমার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ ও জিএফআর-৩০ মোতাবেক পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোনো পাওনা বকেয়া রাখা যাবেনা এবং কোনো ক্ষেত্রে পাওনা আদায়যোগ্য না হলে তা সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সরকারি কার্যভবন-০১, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ৮৯৮; তারিখ:০৮/১০/২০২৩ খ্রি. অনুসরণ করার নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা, বিধি ও স্মারক লঙ্ঘন করে দুটি কার্যালয়ের ইজারাকৃত মূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় না হওয়ায় পরিশিষ্টে বর্ণিত সরকারের (১,৯৭,২৬,৬১৬ + ৫৩,৮৭,০৩৫+ ৯,১৭,৭২৯) = **২,৬০,৩১,৩৮০** /- আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত **পরিশিষ্টে সংযুক্ত**]।

অনিয়মের কারণ :

ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ ও জিএফআর-৩০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ৮৯৮; তারিখ:০৮/১০/২০২৩ খ্রি এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, কক্সবাজার: বকেয়া ইজারা ও বিলম্ব মাশুল পরিশোধের জন্য ইজারা গ্রহীতাগণকে নিয়মিত তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। বকেয়াসহ ইজারা মূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম: যাচাই-বাছাইপুর্বক প্রমাণক দাখিল করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। বকেয়া ইজারা ও বিলম্ব মাশুল বাবদ অর্থ আদায় করে যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বকেয়া ইজারা ও বিলম্ব মাশুল বাবদ অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২

শিরোনাম : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৫০,২৬,৬৮২/-(এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয় শত বিরাশি) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প , মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,৫০,২৬,৬৮২/- টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প টি মূলত একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়, ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬১০৬.০০ লক্ষ টাকা, ১ম সংশোধনীর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫২১.০০ লক্ষ টাকা এবং ২য় সংশোধনীর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৪৫.০০ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত টাকার মধ্যে মৎস্য সেক্টরের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ডিপিপিতে ২টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। ২টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য ২০,২০,০০,০০০ /-টাকার এলসি খোলা হয়।

০৯/১২/২০২১ খ্রি. তারিখ ৩টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে UNI MARINE SERVICE PTE.LTD এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার চুক্তি মূল্য 288600.00 USD । চুক্তির বিপরীতে কার্যসম্পাদন জামানত হিসেবে UNI MARINE SERVICE PTE.LTD এর নিকট হতে USD 288600.00 মূল্য মানের ব্যাংক গ্যারান্টি রাখা হয়। পরবর্তী ৩টি এর পরিবর্তে ২টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে UNI MARINE SERVICE PTE.LTD এর সাথে ২০,২০,০০,০০০ /-টাকায় চুক্তি সংশোধন করা হয়। ২০,২০,০০,০০০/- টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি চুক্তিমূল্যের ১০% হিসেবে ২,০২,০০,০০০/- টাকা হয়। ০৯/১২/২০২১ খ্রি. তারিখ প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪৩ দিনের মধ্যে জাহাজ সরবরাহ করার জন্য। পরবর্তীতে ৭ (সাত) বার চুক্তি সংশোধন করে জাহাজ সরবরাহের সময় ২৪৩ দিনের পরিবর্তে ৯৩৪ দিন বৃদ্ধি করা হয়। ৭ (সাত) বার চুক্তি সংশোধন করে ৯৩৪ দিন বৃদ্ধি করার পরও জাহাজ সরবরাহে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ায় UNI MARINE SERVICE PTE.LTD এর সাথে ০৩/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখ চুক্তি বাতিল করা হয়। চুক্তির অবসানের পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এল সি কমিশন চার্জ, পানির নিচের ক্যামেরা ক্রয়ের ক্ষতিপূরণ এবং দরপত্র আহবান ও বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত খরচ বাবদ ৫১,৭৩,৩১৮/- টাকা আদায় করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে ২৮/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, গুলশান শাখার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন জামানত অবমুক্ত করার জন্য পেমেন্ট অর্ডার প্রদান করা হয়।

একটি প্রকল্প ২০২০ সালের জুন মাসে চালু হয় ০৯/১২/২০২১ খ্রি. তারিখ জাহাজ ক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়, জাহাজ সরবরাহে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ায় ০৩/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখ চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে প্রকল্পটির জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে জাহাজ ভাড়া নিয়ে মৎস্য শিকারের জন্য ডিপিপির ২য় সংশোধন করা হয়। এখন প্রকল্পটি তার মূল কাজ হতে অনেক দূরে চলে যায়।

GCC Clause ৩০.১ অনুসারে চুক্তির অধীনে সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার ফলে যে কোনও ক্ষতির জন্য পারফর্মেন্স সিকিউরিটির অর্থ ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হবে।

৭ (সাত) বার চুক্তি সংশোধন করে ৯৩৪ দিন বৃদ্ধি করার পরও জাহাজ সরবরাহে জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ায় ব্যাংক গ্যারান্টি চুক্তিমূল্যের ১০% হিসেবে ২,০২,০০,০০০/- টাকা অথবা পুরো বাংক গ্যারান্টির অর্থ বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় (২,০২,০০,০০০-৫১,৭৩,৩১৮)= ১,৫০,২৬,৬৮২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ :

GCC Clause ৩০.১ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (2য় সংশোধিত)' এর আওতায় ০২ (দুই) টি জলযান ক্রয়ের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Uni Marine Services PTE. Ltd., Singapore এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের স্বল্পতায় এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলসি স্থাপনে অর্থ মন্ত্রণালয় দুই বত্রার অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে আগস্ট, ২য়হকারী প্রতিষ্ঠান ০২৩ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৯,২৪,০০০.০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ 2228.93 লক্ষ টাকার ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়। গত ০৯/০৫/২০২৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (GO) মোতাবেক 07 (সাত) সদস্যের প্রতিনিধি দল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরদির্শন করতে গিয়ে ১০ (দশ) বছরের পুরানো জলযান দেখতে পায় এবং জলযান দুইটিতে সংযুক্ত মেশিনারিজসমূহ ১০ (দশ) বছরের পুরানো মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে সবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হয়। সবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জাল সার্টিফিকেট সরবরাহের মাধ্যমে প্রতারণামূলক কাজে জড়িত থাকার দায়ে গত ০৩/০৯/২০২৪ তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিলপূর্বক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় এবং সরবরাহকারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত ঋণপত্র (এলসি) বাতিল করা হয়, ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে টুনা আহরণের জলযান ০২ (দুই)টি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির অবসানের পর চুক্তি ক্ষতিপূরণ হিসেবে (এল সি কমিশন চার্জ, পানির নিচের ক্যামেরা ক্রয়ের ক্ষতিপূরণ এবং দরপত্র আহ্বান ও বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত খরচ বাবদ) ৫১,৭৩,৩১৮/- টাকা পরিশোধ করে সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে এবং ক্রয়কারীর সাথে আলোচনা করে ২৮/১০/২০২৪ তারিখ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, গুলশান শাখার মাধ্যমে পেমেন্ট অর্ডার প্রদান করে এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত কার্যসম্পাদন জামানত অবমুক্ত করা হয়।

GCC Clause 30.1 অনুসারে "The proceeds of the Performance Security shall be payable to the Purchaser as compensation for any loss resulting from the Supplier's failure to complete its obligations under the Contract" থাকায় সরবরাহকারীর নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়ায় যে পরিমান আর্থিক ক্ষতি নিরুপণের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমোট ৫১,৭৩,৩১৮/- টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা আদায় করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহকারী

প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করার কোনো বিধান না থাকায় তা করা হয়নি এবং এখানে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি।।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পাইলট প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫ বছরে ৩৩৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে মূল কাজের কোনো অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে প্রকল্পটি তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসে চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) REOI এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে Consulting Firm এর সাথে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে চুক্তি স্বাক্ষর করে সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাস থেকে বঙ্গোপসাগর এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনামাছ আহরণের জন্য ক্রুজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এতে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং বেসরকারি বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাবে না । অন্যদিকে জাহাজ ক্রয় না করেও প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত সমূদয় টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩

শিরোনাম : নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে একাধিক প্লট (প্রতি প্লট ১০ একর) ইজারা প্রদান/নবায়ন করায় অনিয়ম।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ (১৪২১ বঙ্গাব্দ) অর্থবছর হতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-কে একাধিক প্লট (প্রতি প্লট ১০ একর) ইজারা প্রদান/নবায়ন করায় ১৮,৬০,০০০/- টাকার অনিয়ম হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ভূমির হিসাব, সংশ্লিষ্ট নথি ও চুক্তিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাস্থ রামপুর মৌজায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৫০০০ একর ভূমিকে ১০ একর বিশিষ্ট ৪৬৮টি প্লট আগ্রহী চিংড়ি চাষী/প্রতিষ্ঠানকে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ৪৬৮টি চিংড়ি প্লট সর্বশেষ ১৪২১ বঙ্গাব্দে (২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে) ৩৭৫জন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান-এর মধ্যে ইজারা প্রদান/নবায়ন করা হয়। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতি ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে একটি মাত্র চিংড়ি প্লট ইজারা প্রদান করা যাবে। কিন্তু নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ইজারা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নীতিমালা লঙ্ঘন করে একাধিক চিংড়ি প্লট ইজারা প্রদান/ নবায়ন করা হয়েছে। ফলে নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-কে একাধিক প্লট ইজারা প্রদান/নবায়ন করায় ১৮,৬০,০০০/- টাকার অনিয়ম হয়েছে [বি**স্তারিত পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য]**।

অনিয়মের কারণ :

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১৯৮৫-১৯৮৬ সালে ইজারা গ্রহীতাগণকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। এরই অনুবর্তীক্রমে প্রথমবার যে সকল প্রতিষ্ঠান / সংস্থাকে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছিল তা অদ্যাবধি বহাল আছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ,কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-কে একটির বেশি প্লট বরাদ্দের উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরত প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবগত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৪

শিরোনাম : নন রেসপনসিভ সরবরাহকারীকে রেসপনসিভ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২২,৩৪,৬৯৯/-(বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয় শত নিরানব্বই) টাকা। ।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নন রেসপনসিভ সরবরাহকারীকে রেসপনসিভ দেখিয়ে অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য ক্রয় করায় সরকারের ২২,৩৪,৬৯৯/- অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তরের, ফটোকপি মেশিন ও যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নথি, ক্রয়ের চাহিদাপত্র, অফিসিয়াল কস্ট এস্টিমেট, ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া, চুক্তিপত্র, ফটোকপি মেশিন এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় সংক্রান্ত বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,ফটোকপি মেশিন ক্রয়ের লক্ষ্যে ০৪/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে ই-জিপিতে (টেন্ডার আইডি নং-১১২৪২৭১) দরপত্র আহ্বানকরা হয়। উক্ত দরপত্রে J-ONE TRADE সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হিসেবে মনোনীত হওয়ায় ২২ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। ভাউচার নং ১৬৫৫; তারিখ: ২৩/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখ এর মাধ্যমে ৮,৮৫,৮০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। TDS এ উল্লিখিত শর্ত পূরন না করা সত্বেও তাকে রেসপনসিভ দরপত্রদাতা হিসেবে টেকনিক্যালি উত্তীর্ণ করা হয়। TDS এর ITT Clause 10(h)(5)(i)(m) অনুযায়ী দরপত্রদাতাদের overall experience 05 years, Manufacturer Authorization Letter from OEM (Original Equipment Manufacturer) এবং IRC (Import Registration Certificate) দাখিল করার শর্ত ছিল। সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতার ই-জিপিতে আপলোড কৃত ট্রেড লাইসেন্স যাচাই করে দেখা যায় তিনি ০৩/০২/২০২২ সালে ব্যবসা শুরু করেন তাছাড়া তিনি ই-জিপিতে Manufacturer Authorization এবং IRC (Import Registration Certificate) দাখিল করতে ব্যর্থ হন।যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে ১৯/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখে ই-জিপিতে (টেন্ডার আইডি নং-১০৭৭৬৩২) দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে এইচ আর এইচ ভার্সাটাইল ইন্টারন্যাশনাল সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হিসেবে মনোনীত হওয়ায় ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি. তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। ভাউচার নং ১৩৭২, তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে ৭,৪৯,৭৩০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। TDS দরপত্রদাতাদের ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকার ডকুমেন্ট দাখিল করার নির্দেশনা ছিল। TDS এর ITT Clause 10(h) অনুযায়ী (দরপত্র প্রকাশের তারিখ হতে পাঁচ বছর পূর্বের) হতে দরপত্রদাতাদের ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকার ডকুমেন্ট দাখিল করা বাধ্যতামূলক। বর্ণিত সরবরাহকারী ই-জিপিতে ০৫(পাঁচ) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের অভিজ্ঞতা থাকার দলিলাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলেও তাকে রেসপনসিভ দরপত্রদাতা হিসেবে টেকনিক্যালি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ করা হয়।

এছাড়াও অফিস স্মারক নং-২৭৮ তারিখ ০৬/০৪/২০২৫ খ্রি: এর মাধ্যমে মেরামতের একটি কোটেশান বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।এখানেও তিন জন কোটেশন সাবমিট করে কিন্তু তাদের ০২(দুই) জনেরই হালনাগাদ আয়কর সনদ এবং রিটার্ন দাখিলের ভেরিফাই কপি নাই। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১(৬) অনুযায়ী ক্রয়কারী সর্বোচ্চ সংখ্যক দরদাতার নিকট হইতে কোটেশন আহ্বান করিবে এবং দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক দরের প্রতিযেগিতামূলক ভিত্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনটি রেসপনসিভ কোটেশন আবশ্যক হবে। বিধি ৭৩(৭)অনুযায়ি কমপক্ষে তিনটি কোটেশন পাওয়া না গেলে ক্রয়কারি কোটেশন সমূহ বাতিল করে সরাসরি ক্রয় বা অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সরবরাহকারীগণের TDS এ বর্ণিত শর্ত না থাকা সত্বেও এবং হালনাগাদ আয়কর সনদ না থাকার পরেও তাদের নন-রেসপনসিভ হিসেবে ঘোষণা না করে রেসপনসিভ দরপত্রদাতা হিসেবে বিল পরিশোধ করায় সর্বমোট (৮,৮৫,৮০০+ ৭,৪৯,৭৩০+৫,৯৯,১৬৯) = ২২,৩৪,৬৯৯/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

TDS এর ITT Clause 10(h) এবংপিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১(৬),৭৩(৭) লংঘণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

TDS এর ITT Clause 10(h) অনুযায়ী যোগ্য সরবরাহকারীর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ কারণ, J-ONE TRADE এর ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসা শুরু তারিখ: ০৩/০২/২০২২ খ্রি. সেই তার ০৫ (পাঁচ) বছর কাজের অভিগজ্ঞা নাই। তাছাড়া এইচ আর এইচ ভার্সাটাইল ইন্টারন্যাশনাল similar nature কাজের উপর ০৪ (চার) বছরে কাজের অভিগজ্ঞার কোন প্রমাণক ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১(৬) ও বিধি ৭৩(৭) এর লঙ্ঘণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্রয়কার্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাব প্রদাণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৫

শিরোনাম : আরএফকিউ পদ্ধতিতে এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় করা হলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ডিডিও কর্তৃক অনিয়মিতভাবে উত্তোলন ৯৫,০৮,৪০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ আট হাজার চারশত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ‘‘ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আরএফকিউ পদ্ধতিতে এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় করা হলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ডিডিও কর্তৃক মোট ৯৫,০৮,৪০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে উত্তোলন করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিটসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী, ক্যাশ বুক, বিল রেজিস্টার, এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মঞ্জুরীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার ও আইবাস++ কোড ভিত্তিক ডাটা পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতাধীন ১১ টি কস্ট সেন্টারসমূহে পরিশিষ্টে বর্ণিত এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় বাবদ ২০ টি বিলের মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান না করে ডিডিও (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা) কর্তৃক অনিয়মিতভাবে মোট ৯৫,০৮,৪০০/- টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দাবীকৃত বিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নাম উল্লেখ পূর্বক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আর্থিক মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু আইবাস++ কোড ভিত্তিক ডাটা এনালাইসিস করে দেখা যায় যে, সরবরাহকারীদের দাবীকৃত বিলের অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে চেক/এ্যাডভাইস প্রেরণ না করে সরাসরি ডিডিও (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার) ব্যাংক হিসাবে ৯৫,০৮,৪০০/- টাকা গ্রহণ করেন যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।

ট্রেজারি রুলসের অধীনে প্রণীত এস.আর. ৮০ অনুযায়ী সরকারের পাওনা নিষ্পত্তির জন্য চেক/এ্যাডভাইস সবসময় কেবল প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়-হস্তান্তরযোগ্য নয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০ টি বিলের মাধ্যমে সরবরাহকৃত এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) সরবরাহকারী কর্তৃক দাবীকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীগণকে প্রদান করা আবশ্যক।

কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ট্রেজারী রুলস অমান্য করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ডিডিও (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার) কর্তৃক অনিয়মিতভাবে মোট ৯৫,০৮,৪০০/- টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ট্রেজারি রুলসের অধীনে প্রণীত এস.আর. ৮০ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারে যোগাযোগ করে ডিডিও কর্তৃক বিল উত্তোলনের বিষয়টি অবগত হয়ে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ট্রেজারি রুলসের অধীনে প্রণীত এস.আর. ৮০ অনুযায়ী সরকারের পাওনা নিষ্পত্তির জন্য চেক/এ্যাডভাইস সবসময় কেবল প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়-হস্তান্তরযোগ্য। কিন্তু তা না করে সরবরাহকারীদের দাবীকৃত বিলের অর্থ সরাসরি ডিডিও কর্তৃক উত্তোলন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৬

শিরোনাম : অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনে জ্বালানী বাবদ বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ৬,২৮,৯৩৪/- (ছয় লক্ষ আটাশ হাজার নয়শত চৌত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এবং চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনে জ্বালানী বাবদ বিল পরিশোধে ৬,২৮,৯৩৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত দুটি কার্যালয়ের বাজেট বরাদ্দ, ক্যাশবহি ও জ্বালানী বিল পরিশোধের ভাউচার নিরীক্ষা করা হয়। যাচাইয়ান্তে দেখা যায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের গাড়ী নম্বর জীপ ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৭৮৩ এর বিপরীতে গাড়ীর জ্বালানী বাবদ ০৮ টি বিলের মাধ্যমে মোট ১,৪৮,৬৩৭/- টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি রিপোর্টে জীপ ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৭৮৩ কে অচল দেখানো হয়েছে । অপরদিকে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার কার্যালয়ের ০২ টি স্পিডবোট ২০ বছর যাবৎ অচল রয়েছে এবং পরিশিষ্টে বর্ণিত বিলসমূহের মাধ্যমে ৪,৪৮,২৯৭/- পরিশোধ করা হয়। ০১টি গাড়ী ও ০২ টি স্পিডবোর্ড অচল থাকা সত্বেও তাদের বিপরীতে জ্বালানী ব্যয় করায় অনিয়ম করা হয়েছে। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্স (জিএফআর) ১০(১) অনুযায়ী একজন ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তাকে উক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে ০১টি গাড়ী ও ০২ টি স্পিডবোর্ড অচল থাকা সত্বেও এর বিপরীতে পরিশিষ্টে বর্ণিত (১,৪৮,৬৩৭+ ৪,৮০,২৯৭)=৬,২৮,৯৩৪/- ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

অনিয়মের কারণ :

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্স (জিএফআর) ১০(১) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম: নিরীক্ষাকালীন সময়ে উক্ত দপ্তরে স্থায়ী গাড়ি চালক ছিল না, উক্ত সময়ের অস্থায়ী গাড়ি চালকের কাছে লগবহি থাকতে পারে। তার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তা অডিট দপ্তরকে জানানো হবে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার: জরুরী দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে জেলা মৎস্য দপ্তর, কক্সবাজারের স্পীডবোট ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত জ্বালানী ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, অচল গাড়ী ও স্পিডবোট এর বিপরীতে জ্বালানী বাবদ ব্যয় করার কোন সুযোগ না থাকা সত্বেও সরকারি বাজেট ব্যয় করায় অনিয়ম করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৭

শিরোনাম : অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত Guide Wall এবং Yard (Infront Office) এর কাজ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৭৩,৯০২/- (ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত দুই) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত Guide Wall এবং Yard (Infront Office) এর কাজ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,৭৩,৯০২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় বিল-ভাউচার, এমবি, ড্রইং, বিওকিউ, চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কাজের জন্য ২৩/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে মেসার্স ইউ এম ট্রেডার্স এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৩/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত কাজের বিল নং-১৯৩, বিল আটেম নং-২৪ ও ২৮ তারিখ: ০৮/০৫/২০২৫ খ্রি., এমবি নং-১ পৃষ্ঠা নং-১২৪-তে Guide Wall এর কাজ এমবি-তে ১১.৭৭৩ ঘ.মি. কাজ দেখিয়ে প্রতি ঘন.মি. ৬০০০.০০ টাকা হিসেবে মোট ৭০,৬৩৮.০০ টাকা এবং এমবি নং-১ পৃষ্ঠা নং-১২৮-তে Yard (Infront Office) এর RCC কাজ এমবি-তে ৩৭.৭০৪ ঘ.মি. কাজ দেখিয়ে প্রতি ঘন.মি. ১৬০০০.০০ টাকা হিসেবে মোট ৬,০৩,২৬৪.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে অনুমোদিত নকশায় কোথায়ও Guide Wall এবং Yard (Infront Office) এর কাজ উল্লেখ নেই। ফলে নকশা বহির্ভূত Guide Wall এবং Yard (Infront Office) এর কাজ এমবি-তে রেকর্ড করে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সর্বমোট (৭০,৬৩৮.০০ + ৬,০৩,২৬৪)= ৬,৭৩,৯০২/- টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট:]।

অনিয়মের কারণ :

সংশোধিত ড্রইং নং-০৫, তারিখ: ২৭.০১.২০২৫ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ভবনের সৌন্দর্য রক্ষায় গাইড ওয়াল এবং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম BOQ তে উল্লেখিত করে বিল প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে Quoted Value এর সীমার মধ্যে রয়েছে। সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। অনুমোদিত সংশোধিত ড্রইং ডিজাইন বহির্ভূত কাজ অন্তর্ভূক্ত করে বিল পরিশোধ করা বিধিসম্মত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিক করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৮

শিরোনাম : ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,৭৬,২৯৩/- (চার লক্ষ ছেয়াত্তর হাজার দুইশত তিরানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪,৭৬,২৯৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় বিল-ভাউচার, এমবি, ড্রইং, বিওকিউ, চুক্তিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কাজের জন্য ২৩/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে মেসার্স ইউ এম ট্রেডার্স এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৩/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত কাজের এমবি-তে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজে ১৭৬০৭.৪৫ কেজি রড ব্যবহার দেখিয়ে প্রতি কেজি ৭০.০০১ টাকা হিসেবে মোট ১২,৩২,৫৩৯.২৭৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে রডের পরিমাণ বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। কারণ অনুমোদিত নকশায় পাইলের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট দেখানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী পরিশিষ্টে উল্লেখিত Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ মোট রডের পরিমাণ ১০,৮০৩.৩১ কেজি। অর্থাৎ (১৭৬০৭.৪৫-১০,৮০৩.৩১) কেজি = ৬,৮০৪.০৯ কেজি অতিরিক্ত রড এমবি-তে রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৪,৭৬,২৯৩/- টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট:]।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৮ মোতাবেক নির্মাণ কাজের ড্রইং-ডিজাইন পরিবর্তন হলে কাজের পরিমাণ সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। আলোচ্য কাজের ড্রইং-ডিজাইন পরিবর্তন হয়নি, ফলে উক্তক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভবনা নেই। ফলে ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪,৭৬,২৯৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

সংশোধিত ড্রইং নং-০৫, তারিখ: ২৭.০১.২০২৫ খ্রি. এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৮ এর লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সংশোধিত ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। সংশোধিত ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সংশোধিত ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কাজে এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিধায় অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৯

শিরোনাম : খননকৃত স্থান হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ৩,১১,৯৭৪/- (তিন লক্ষ এগার হাজার নয়শত চুয়াত্তর) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খননকৃত স্থান হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩,১১,৯৭৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজের বিল, এমবি, বিওকিউ ও ক্যাশবুক যাচাই করে দেখা যায় যে, এই কাজের আইটেম নং-২ তে Earth excavation হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ ৪৭৫.৭৩ ঘনমিটার। অপরদিকে আইটেম নং-৮ তে Earth Filling item-এ ঠিকাদার কর্তৃক মাটি সরবরাহ করা হয়েছে ৭২৯.৭৮ ঘনমিটার (এমবি নং-০১ পৃষ্ঠা নং ২৫ হতে ২৬)। Earth excavation হতে প্রাপ্ত মাটি বাহিরে ফেলে দেয়া হয়নি অর্থাৎ Earth Filling item-এ এই ৪৭৫.৭৩ ঘনমিটার মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত ৪৭৫.৭৩ ঘনমিটার মাটি Earth Filling item-হতে বাদ না দিয়ে ঠিকাদারকে প্রতি ঘনমিটার ৬৫৫.৭৮ টাকা হিসাবে (৪৭৫.৭৩×৬৫৫.৭৮)= ৩,১১,৯৭৪/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-)।

পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৩৯(১৬) মোতাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নি:প্র:) কর্তৃক কাজের পরিমাণগত হিসাব তিনি করিবেন এবং মূল্য নিরুপন করিবেন। এইক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নি:প্র:) কর্তৃক কাজের সঠিক পরিমানগত হিসাব করা হয়নি বিধায় পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৩৯(১৬) লঙ্ঘন হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৩৯(১৬) এর নির্দেশনা লঙ্ঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রিটেনিংওয়াল কাজ সংশ্লিষ্ট বিল/ভাউচার ড্রয়িং ডিজাইন ও এমবি বুক যাচাই বাছাই করে পরবর্তিতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ Earth excavation হতে প্রাপ্ত মাটি Earth Filling এ ব্যবহার না দেখিয়ে ঠিকাদারকে মাটির মূল্য বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১০

শিরোনাম : প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না করায় অনিয়ম ।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি যানবাহন পুলে জমা না করায় অনিয়ম করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় গাড়ির তালিকা সংক্রান্ত অফিস আদেশ, টিওএন্ডই, টায়ার ও ব্যাটারী এর চাহিদাপত্র , পরিশোধিত বিল ভাউচার, এবং লগবই পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , মৎস্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা ৫৬টি । তন্মধ্যে ৩৫টি গাড়ি মৎস্য অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট ২১টি গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপরে উল্লিখিত গাড়ীসমূহ ছাড়া পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ক্রয়কৃত ০৯(নয়)টি গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে ব্যবহৃত করা হচ্ছে। প্রকল্পের বিপরীতে ক্রয়কৃত গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তের ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে সরকারি পরিবহন পুলে জমা করার বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১ এর (১) অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করবেন। উক্ত পরিপত্র লঙ্ঘন করে প্রকল্পের বিপরীতে ক্রয়কৃত ০৯(নয়)টি গাড়ী সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান না করে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে ব্যবহার করায় অনিয়ম করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১ এর (১) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১৯৮২ সালে অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরে টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনের সংখ্যা ৫৬টি। পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে গাড়ি প্রাধিকারভূক্ত আরও ৭৮৭টি পদ সৃজিত হয়েছে। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ১৯৮২ সালের পর রাজস্বখাতে অদ্যাবধি কোন গাড়ি কেনা হয়নি। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়িগুলো মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিদর্শন, পরিক্ষণ এবং মূল্যায়ের নিমিত্তে সরকারি কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্ত আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, স্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১ এর (১) অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তের ৬০(ষাট) দিনের সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অর্গানোগ্রামবহির্ভূত গাড়ীসমূহ সরকারি পরিবহন পুলে জমা করত: প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১১

শিরোনাম : মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে নিলামযোগ্য যানবাহন নিলামে বিক্রি না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে নিলামযোগ্য যানবাহন নিলামে বিক্রি না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এ কার্যালয়ের সচল গাড়ী ও অচল গাড়ীর তালিকা এবং বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায়, মৎস্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন অফিসে মোট ০৯টি গাড়ী অচল এবং মেরামতের অযোগ্য হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যারেজে ও খোলা স্থানে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এবং অকেজো যানবাহনের মূল্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ সকল যানবাহন নিলামে মাধ্যমে বিক্রয় করা আবশ্যক । সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ১১ মে, ১৯৯৯ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০) অনুযায়ী মোটরযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির" নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী অকেজো মটরযান ঘোষণাকরণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সভা আহবানের মাধ্যমে এসব অকেজো ঘোষণাযোগ্য মটরযানের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় প্রধানের নিকট পেশ করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে এসব অকেজো ও মেরামত অযোগ্য যানবাহনসমূহ বিক্রি বা নিষ্পত্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

অনিয়মের কারণ :

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ১১ মে, ১৯৯৯ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-সম(পরি)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০) অনুযায়ী মোটরযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির" নীতিমালা লঙ্ঘন।"

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসে যে ০৯টি গাড়ী অচল এবং মেরামত অযোগ্য হিসেবে গ্যারেজে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কর্তৃক মূল্য নির্ধারণপূর্বক নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, ব্যবহার অকোজো গাড়ীসমূহ নিলামে দ্রুত বিক্রি করা আবশ্যক। দীর্ঘদিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে গাড়ীসমূহের মূল্য দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তির সাথে জড়িত গাড়ীসমূহ দ্রুত বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অংশ-২(খ)

NON-SFI অনুচ্ছেদ সমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১২	চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩ এর শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকৃত অভিজ্ঞ চিংড়ি চাষিকে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে অনভিজ্ঞ/অযোগ্য ব্যক্তিকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়ায় অনিয়ম।	০
১৩	অর্গানোগ্রামে জনবলের পদ না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল দেখিয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৬৬,১৫,৯৯৯/- (ছেষট্টি লক্ষ পনের হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা।	৬৬১৫৯৯৯
১৪	ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারার বিলের উপর ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪৩,০৮,৬৭২/- (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টাকা।	১৪৩০৮৬৭২
১৫	ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারা আদায়ের উপর আয়কর কর্তন না করা এবং অন্যান্য বিলের উপর কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪০,১০,৩৬০/- (চল্লিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা।	৪০১০৩৬০
১৬	টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়িতে জ্বালানি ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৯৭,৮০৫/- (উনিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত পাঁচ) টাকা।	১৯৯৭৮০৫
১৭	টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়ি মেরামত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৩,১৮,০২৩/- (তের লক্ষ আঠার হাজার তেইশ) টাকা।	১৩১৮০২৩
১৮	গাড়ীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৩,১৩৮/- টাকা।	৮২৩১৩৮
১৯	প্রকল্পের অর্থে খননকৃত জলাশায়ে দখলদার কর্তৃক অবৈধভাবে মাছ চাষ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত।	০
২০	ডিপিপির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতা সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ না করে অনিয়মিতভাবে ৩৪,৫০,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বিল পরিশোধ।	৩৪৫০০০০
২১	পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬৭,০২,৭৫০/- (সাতষট্টি লক্ষ দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।	৬৭০২৭৫০
২২	সরবরাহকারীর নির্ধারিত ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা।	১৫০০০০০
২৩	পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং জনবলের বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,৪৯,৭২,৫৮২/- (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁশ শত বিরাশি) টাকা ।	১৪৯৭২৫৮২
২৪	প্রাপ্যতা বর্হিভূত মোবাইল ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬৫,০০০/-(পয়ষট্টি হাজার) টাকা।	৬৫০০০

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
২৫	অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনের মেরামত বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।	১৫০০০০
২৬	বিভিন্ন প্রদর্শণীতে বরাদ্দকৃত মালামাল অপেক্ষা কম সরবরাহ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৫২,৬০০/-(এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত) টাকা।	১৫২৬০০
২৭	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭৭,৩০০/- (সাতাত্তর হাজার তিনশত) টাকা।	৭৭৩০০
২৮	আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ থাকার প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৯৮,৬০০/-(ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা।	৬৯৮৬০০
২৯	দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের মজুরি নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিওর নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২৪,৪৬,৯৫০/- (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) টাকা ।	২৪৪৬৯৫০
৩০	দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ক্রয় করায় অনিয়ামিত ব্যয় ২৫৯৭০০০/- (পচিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা।	২৫৯৭০০০
৩১	পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি পরিপালন না করে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয় ১৭,৮৬,২০০/- (সতের লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুইশত) টাকা।	১৭৮৬২০০
৩২	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ডিসিআর(Destruction of Contravention Records) প্রদান ব্যতীত রাজস্ব আয় ১৭,১৪,০০০/- (সতের লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা।	১৭১৪০০০
৩৩	প্রশিক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষমতা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬,১৪,৯০০/- (ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত) টাকা।	৬১৪৯০০
৩৪	সরকারি খামার থেকে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা।	৭০০০০০
৩৫	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর নামীয় ব্যাংক হিসাবে প্রদান না করে ঠিকাদারের নামে প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ১১,৯৪,৫৫২/- (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাচশত বায়ান্ন) টাকা।	১১৯৪৫৫২
৩৬	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে মোটরযান ও জলযান মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয় ৫,১০,০০২/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার দুই) টাকা।	৫১০০০২
৩৭	পিপিআর এর বিধি এবং জিএফআর লঙ্ঘনপূর্বক মালামাল ক্রয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ ১,১৯,০০০/- (এক লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা।	১১৯০০০

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
৩৮	বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে একখাত হাতে অন্য খাতে ব্যয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭,২০,৪৫৫/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা।	৭২০৪৫৫
৩৯	ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের আউটকাম ও আউটপুট অর্জন ব্যহত।	০
৪০	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে আটককৃত জাল আগুনে না পোড়ায়ে চেকপোস্ট এর পল্টুনে ফেলে রাখায় অনিয়ম।	০
৪১	আইএমইডি এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হলেও প্রকল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি ।	০
৪২	পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একক কাজকে ৫(পাঁচ) এর অধিক প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- (বার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত ষাট) টাকা।	১২৭৬৭০৭৬০
৪৩	আরডিপিপি'র নির্দেশনা লঙ্ঘন করে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন স্পেসিফিকেশনে বেশি ধরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৭৩,৫৮,৯৩৬/- (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত ছত্রিশ) টাকা।	২৭৩৫৮৯৩৬
	সর্বমোট	২২৪২৭৫৫৮৪

কথায় :বাইশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শত চুরাশি

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১২

শিরোনাম : চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩ এর শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকৃত অভিজ্ঞ চিংড়ি চাষিকে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে অনভিজ্ঞ/অযোগ্য ব্যক্তিকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়ায় অনিয়ম।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপপরিচালকের কার্যালয় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩ এর শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকৃত অভিজ্ঞ চিংড়ি চাষিকে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে অনভিজ্ঞ/অযোগ্য ব্যক্তিকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়ায় অনিয়ম হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় উক্ত কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩, চুক্তি নবায়নের তালিকা এবং চুক্তি নবায়নের চুক্তিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্রকৃত অভিজ্ঞ চাষি যারা চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত তাদের মাঝে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়নি এর বিপরীতে যারা অনভিজ্ঞ এবং চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত না তাদেরকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় প্রায় অধিকাংশ ইজারা গ্রহীতা স্থানীয় না হওয়ার কারণে চিংড়ি প্লটগুলি স্থানীয় চাষিদের উচ্চমূল্যে বর্গা দিয়ে আসছেন। চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩ এর শর্ত নং ৪.১ অনুযায়ী চিংড়ি প্লট নবায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিশিষ্টে উল্লেখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে চিংড়ি চাষ করে আসছেন এবং প্লট কখনো লাগিয়াত বা বর্গা প্রদান করেননি তাদের প্লট নবায়নযোগ্য হবে, আবার ৫.১ অনুযায়ী চিংড়ি প্লট ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে ইজারা নিয়ে যথাযথভাবে চাষ না করা এবং লাগিয়াত বা বর্গা দিয়ে থাকলে তাকে অযোগ্য বা বাতিল ঘোষণা করতে হবে, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আলোচ্যে ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ না করে প্রকৃত অভিজ্ঞ চিংড়ি চাষিকে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে অনভিজ্ঞ/অযোগ্য ব্যক্তিকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেয়ায় অনিয়ম হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্টে বর্ণিত]।

অনিয়মের কারণ : চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৩ এর এর ক্রমিক নং- ৪.১ এবং ৫.১ শর্ত লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন ও ব্যবস্থ্যাপনা নীতিমালা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট শর্তাবলী / যোগ্যতার আলোকে প্লটগুলো বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের কোন সুযোগ নেই এবং একই সাথে অনভিজ্ঞ/ অযোগ্য ব্যক্তিকে প্লট বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত অভিজ্ঞ চিংড়ি চাষীকে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে অনভিজ্ঞ চিংড়ি চাষীকে চিংড়ি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

শিরোনাম : অর্গানোগ্রামে জনবলের পদ না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল দেখিয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৬৬,১৫,৯৯৯/- (ছেষট্টি লক্ষ পনের হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন , সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ, ব্যবস্থাপনা ইউনিট. আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্গানোগ্রামে জনবলের পদ না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল দেখিয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় ৬৬,১৫,৯৯৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর অর্গানোগ্রাম (সাংগঠনিক কাঠামো), প্রেষণ সংক্রান্ত নথি, বেতন-ভাতাদির তথ্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মৎস্য অধিদপ্তর থেকে স্কীপার পদ-২টি (বেতন পরিশোধ-৩ জন স্কীপার এর), ২য় প্রকৌশলী-১টি (বেতন পরিশোধ-২ জন ২য় প্রকৌশলীর) এবং কনিষ্ঠ প্রকৌশলীর কোন পদ নেই (বেতন পরিশোধ- ১ জন কনিষ্ঠ প্রকৌশলীর) । দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ১জন স্কীপার, ১ জন ২য় প্রকৌশলী এবং কনিষ্ঠ প্রকৌশলীর বেতন ভাতাদি বাবদ ৬৬,১৫,৯৯৯/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ অনুমোদিত হওয়ায় প্রকৌশলী, স্কিপার, ২য় প্রকৌশলী ও মেট পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সরাসরি নিয়োগের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক প্রদত্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ০২ (দুই) জন স্কিপার, ০১ (এক) জন প্রকৌশলী, ০১ (এক) জন মেট এবং ০১ (এক) জন ২য় প্রকৌশলী সহ মোট ০৫ (পাঁচ) জনকে নিয়োগপূর্বক (সংযুক্তি-১) 'আর ভি মীনসন্ধানী' জাহাজে দায়িত্ব পালনের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়।

কিন্তু বিপিএসসি'র মাধ্যমে সুপারিশকৃত ও নিয়োগপ্রাপ্ত ০২ জন স্কীপার এবং ০১ জন ২য় প্রকৌশলী মৎস্য অধিদপ্তরে যোগদান করায় এবং নৌবাহিনী হতে ০১ জন স্কীপার, ০১ জন ২য় প্রকৌশলী ও ০১জন কনিষ্ঠ প্রকৌশলী অদ্যাবধি প্রেষণে নিয়োজিত থাকায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামে স্কীপার পদে ০৩ জন (নির্ধারিত পদ সংখ্যার অতিরিক্ত ০১ জন), ২য় প্রকৌশলী পদে ০২ জন (নির্ধারিত পদ সংখ্যার অতিরিক্ত ০১ জন) এবং কনিষ্ঠ প্রকৌশলী পদটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও এ পদে নৌবাহিনী হতে প্রেষণে ০১ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন এবং তাদেরকে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখিত ০৩টি পদে অনুমোদিত জনবলের অতিরিক্ত জনবলের জন্য বাৎসরিক আনুমানিক ৩৭,৪৩,৫৫৬/- টাকা (সাইত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন টাকা) অতিরিক্ত বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্ণিত পদ সমূহে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণ গত ০১/১১/২০২৩ তারিখে যোগদান করেন। পরবর্তীতে নৌবাহিনী হতে প্রেষণে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রেষণ প্রত্যাহারের জন্য মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের স্মারকনং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০১৪.১৪-৬৬২, তারিখ ১৪/১১/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে স্কীপার প্রত্যাহার ও স্মারকনং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০১৪.১৪-৭৩২, তারিখ ২০/১২/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে স্কীপার, ২য় প্রকোশলী, ও কনিষ্ট প্রকৌশলী প্রত্যাহারের জন্য আদেশ জারি করা হলেও কিন্তু নৌবাহিনী হতে প্রেষণে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রেষণ প্রত্যাহার না করায় নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

অনিয়মের কারণ : মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০১৪.১৪-৬৬২, তারিখ ১৪/১১/২০২৩ খ্রি. ও স্মারক নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০১৪.১৪-৭৩২, তারিখ ২০/১২/২০২৩ খ্রি. লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অত্র অফিস কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে অডিট দপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক। কিন্তু স্কীপার, ২য় প্রকৌশলী, ও কনিষ্ট প্রকৌশলী নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত প্রত্যাহার না হওয়ায় তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত বেতন ভাতা পরিশাধ বাঞ্চনীয় নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : কর্মকর্তাগণকে প্রত্যাহার করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৪

শিরোনাম : ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারার বিলের উপর ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৪৩,০৮,৬৭২/- (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভূমি/ চিংড়ি প্লট ইজারার বিলের উপর ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের ১,৪৩,০৮,৬৭২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাতে উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার এর স্থায়ী সম্পদ বিবরণী, চিংড়ি প্লট লীজ বিবরণীর রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে উক্ত অফিস কর্তৃক ৪৬৭টি চিংড়ি প্লট ৩৭৫ জন ইজারা গ্রহীতার নিকট বিভিন্ন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ইজারা গ্রহীতাগণ ২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৪/২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে মোট ৯,৫৩,৯১,১৪৮/- টাকা ইজারামূল্য আদায় করা হয়েছে [আদায় বিবরণী সংযুক্ত]। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩ তারিখ: ২৯/০৬/২০২১ এর শিরোনামা কোড-এস-০০৩৩.০০ অনুযায়ী ইজারামূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে ৯,৫৩,৯১,১৪৮/- টাকা ইজারামূল্য আদায় করা হলেও এর উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ১,৪৩,০৮,৬৭২/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। ফলে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে ১,৪৩,০৮,৬৭২/- টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩ তারিখ: ২৯/০৬/২০২১ এর শিরোনামা কোড-এস-০০৩৩.০০ এর নির্দেশনা উপেক্ষা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ইজারা প্রদান চুক্তিমালায় ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত কোনো শর্ত না থাকায় ইজারা গ্রহীতাদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায়ের সুযোগ নেই। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী ইজারা মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করার নির্দেশনা রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : ভ্যাট বাবদ অর্থ ইজারা গ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে জমা করে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৫

শিরোনাম : ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারা আদায়ের উপর আয়কর কর্তন না করা এবং অন্যান্য বিলের উপর কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪০,১০,৩৬০/- (চল্লিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারার আদায়ের উপর আয়কর কর্তন না করা এবং অন্যান্য বিলের উপর কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪০,১০,৩৬০/- রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাতে উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার এর স্থায়ী সম্পদ বিবরণী, চিংড়ি প্লট লীজ বিবরণীর রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায় অত্র অফিস কর্তৃক ৪৬৭টি চিংড়ি প্লট ৩৭৫ জন ইজারা গ্রহীতার নিকট বিভিন্ন মেয়াদে ইজারা প্রদান করেছেন। ইজারা গ্রহনকারীদের নিকট থেকে ২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৪/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মোট ৯,৫৩,৯১,১৪৮/- টাকা ইজারামূল্য আদায় করলেও ইজারামূল্য এর উপর সরকারি নির্ধারিত হারে আয়কর সংগ্রহ করা হয়নি। অপরদিকে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার কর্তৃক পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন বিলের মাধ্যমে ৩৩,৬০,০০০/- ও ৬৩,৭৫,৭৬৪/- পরিশোধ করা হলেও ৫% হারে আয়কর কর্তন না করে ৩% হারে আয় কর্তন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫ এর পরিশিষ্ট-২২ এর ক্রমিক নং-৪১ মোতাবেক আয়কর ধারা-১২৮ অনুযায়ী ইজারামূল্যের উপর ৪% হারে আয়কর প্রযোজ্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস. আর ও নং- ১৬১/আইন আয়কর-৩৬/২০২৪ তারিখ: ২৯/০৫/২০২৪ খ্রি. অনুযায়ী সরবরাহ ও ঠিকাদারী বিলের উপর ৫% হারে আয়কর প্রয়োজ্য। উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে ০৩টি কার্যালয়ে পরিশিষ্টে বর্ণিত (৩৮,১৫,৬৪৫+ ৬৭,২০০+ ১,২৭,৫১৫)= ৪০,১০,৩৬০/- আয়কর কম কর্তন করা হয়েছে। যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫ এর পরিশিষ্ট-২২ এর ক্রমিক নং-৪১ মোতাবেক আয়কর ধারা-১২৮ অনুযায়ী ইজারামূল্যের উপর ৪% হারে আয়কর প্রযোজ্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস. আর ও নং- ১৬১/আইন আয়কর-৩৬/২০২৪ তারিখ: ২৯/০৫/২০২৪ খ্রি. এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার: ইজারা প্রদান চুক্তিমালায় আয়কর প্রদান সংক্রান্ত কোন শর্ত না থাকায় ইজারা গ্রহীতাদের নিকট থেকে আয়কর আদায়ের সুযোগ নেই। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা: সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারে যোগাযোগ করে আয়কর কর্তনের বিষয়টি অবগত হয়ে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা হবে। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের গবেষণা সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কুরি এন্ড কুরি কোম্পানিকে একটি বিল ১,৯৯,০৫৮০ টাকা রাজস্ব বাজেট থেকে এবং অন্য একটি বিল ৪৩,৮৫,১৮৪/- টাকা নমুনা পরীক্ষণ ফি হতে প্রাপ্ত বাজেট থেকে পরিশোধ করা হয়। দুটি আলাদা বাজেট থেকে আলাদা সময়ে বিল পরিশোধ করায় উৎসে কর্তনে বর্ণিত ত্রুটি হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৬

শিরোনাম : টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়িতে জ্বালানি ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৯৭,৮০৫/- (উনিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত পাঁচ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়ীতে জ্বালানি ব্যবহার করায় ১৯,৯৭,৮০৫/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ির তালিকা সংক্রান্ত অফিস আদেশ, গাড়ির জ্বালানি সংক্রান্ত নথি, টিওএন্ডই, টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য , পরিশোধিত বিল ভাউচার এবং লগবুক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , মৎস্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা ৫৬টি । তন্মধ্যে ৩৫টি গাড়ি মৎস্য অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট ২১টি গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ২৮টি বিলের মাধ্যমে বিভিন্ন সরবরাহকারীকে ১,১৭,৮৯,৩২০/-টাকার জ্বালানী বিল পরিশোধ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার স্মারক নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১, তারিখ: ০৮/০১/২০০৬ খ্রি. ০১ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করবেন। উক্ত পরিপত্র লঙ্ঘন করত: টিওএন্ডই বহিভুত গাড়ীতে জ্বালানী ব্যবহারের কোন বিধান না থাকলেও উক্ত ৩৫টি গাড়ী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পরিশিষ্টে বর্ণিত টিওএন্ডই বহির্ভূত ১১টি গাড়ীতে জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে টিওএন্ডই বহির্ভূত ১১টি গাড়ীতে জ্বালানী ব্যবাহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৯,৯৭,৮০৫/- টাকা।

অনিয়মের কারণ : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়েল পরিবহন শাখার স্মারক নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১, তারিখ: ০৮/০১/২০০৬ খ্রি. এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মৎস্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভূক্ত গাড়ির সংখ্যা ৫৬টি হলেও মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের ক্রয়কৃত গাড়িসমূহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য গাড়ীসমূহ ব্যবহার করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়িসমূহ সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে এবং গাড়ীসমহ টিওএন্ডইভূক্ত না করে ব্যবহার করায় করার কোন সুযোগ নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৭

শিরোনাম : টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়ি মেরামত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৩,১৮,০২৩/- (তের লক্ষ আঠার হাজার তেইশ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে টিওএন্ডই বহির্ভুত গাড়ি মেরামত করায় ১৩,১৮,০২৩/-টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় গাড়ির তালিকা সংক্রান্ত অফিস আদেশ, গাড়ির মেরামত সংক্রান্ত নথি, টিওএন্ডই, টায়ার ও ব্যাটারী এর চাহিদাপত্র , পরিশোধিত বিল ভাউচার, এবং লগবই পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , মৎস্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা ৫৬টি । তন্মধ্যে ৩৫টি গাড়ি মৎস্য অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট ২১টি গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন বিলের মাধ্যমে বিভিন্ন সরবরাহকারীকে ৩৯,৪৩,৯০০/- টাকার গাড়ী মেরামত বিল পরিশোধ করা হয়। টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ী মেরামতের কোন সুযোগ না থাকা সত্বেও উক্ত ৩৫টি গাড়ী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পরিশিষ্টে বর্ণিত টিওএন্ডই বহির্ভূত ২০টি গাড়ি মেরামত করা হয়েছে। ফলে টিওএন্ডই বহিভূত ২০টি গাড়ি মেরামত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৩,১৮,০২৩/- টাকা।

অনিয়মের কারণ : টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ীতে জ্বালানী ব্যবহার করায় অনিয়ম ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মৎস্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইর্ভুক্ত গাড়ির সংখ্যা ৫৬টি হলেও প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের ক্রয়কৃত গাড়িসমূহ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমে তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য সদর দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার পত্র নং-সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১; তারিখ: ০৮/০১/২০০৬ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরকারি যানবাহন পুলে জমা করার বিধান রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৮

শিরোনাম : গাড়ীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৩,১৩৮/- টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গাড়ীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহার করায় সরকারের ৮,২৩,১৩৮/- আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ীর লগ বহি, ডিজেল পরিশোধ সংক্রান্ত বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ে পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৪টি ডিজেল চালিত গাড়ীতে মোট ১৭টি বিলের মাধ্যমে ১৬১৩০ লিটার ডিজেলের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬, ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮, ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯ এবং ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২ গাড়ীসমূহে প্রতি মাসে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহার করা হয়েছে। যা বিধি সম্মত হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখের পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১২১.২৬.০০৯.১৫-৫৯ অনুযায়ী সার্বক্ষণিক গাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে জ্বালানি তেল প্রাপ্যতা সর্বোচ্চ মাসিক ২৫০ লিটার এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন অধিশাখা এর ১৩ এপ্রিল ২০১০ ইং তারিখের পত্র নং ০৫.১২১.০২৬.০০.০০.০৪৮.২০০৪ (অংশ-১)-১০৯ অনুযায়ী ডিজেল চালিত যানে জ্বালানীর প্রাপ্যতা গাড়ি প্রতি মাসিক ২০০ (দুইশত) লিটার। সেই হিসেবে পরিশিষ্টে বর্ণিত গাড়ীসমূহে ৮৩৫০ লিটার ডিজেল প্রাপ্য হলেও প্রদান করা হয়েছে ১৬১৩০ লিটার । আলোচ্যক্ষেত্রে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত (১৬১৩০- ৮৩৫০)= ৭৭৮০ লিটার ডিজেল এর বিল পরিশোধ করায় পরিশিষ্টে বর্ণিত ৮,২৩,১৩৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখের পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১২১.২৬.০০৯.১৫-৫৯ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন অধিশাখা এর ১৩ এপ্রিল ২০১০ইং তারিখের পত্র নং ০৫.১২১.০২৬.০০.০০.০৪৮.২০০৪(অংশ-১)-১০৯ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : গাড়ী ০৪টি তে মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মহোদয়গণ ভ্রমনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও খামারসমূহ পরিদর্শন করেছেন এবং সরকারী বিভিন্ন প্রোগ্রামে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অংশগ্রহণ এবং ভ্রমন করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জনাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, সার্বক্ষণিক গাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে জ্বালানি পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ী ব্যবহার করা সত্বেও সার্বক্ষণিক গাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে অতিরিক্ত জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তির সাথে জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৯

শিরোনাম : প্রকল্পের অর্থে খননকৃত জলাশায়ে দখলদার কর্তৃক অবৈধভাবে মাছ চাষ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অর্থে খননকৃত জলাশায়ে দখলদার কর্তৃক অবৈধভাবে মাছ চাষ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ এর বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থাপনের জন্য খাল পুন: খনন কাজের বিল/ভাউচার, চুক্তিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, আকিল তালুকদার ঘের সংলগ্ন উত্তর দাদপুর চরের খাল পুন: খনন এর কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২৬/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখে ২০,০০,০০০/-টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত কাজের জন্য ৪টি বিলের মাধ্যমে মোট ২০,০০,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ০৪/১২/২০২৫ খ্রি. তারিখে উক্ত খালটি বাস্তব যাচাই করা হয়। বাস্তব যাচায়ে দেখা যায় যে, উক্ত খালের উভয় দিক মাটি ভরাট করে মাঝখানে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক মাছ চাষ করা হয়েছে। অথচ খাল খননের ড্রইংয়ে দেখা যায়, খালের এক দিক খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা না করে খালের উভয়দিক বন্ধ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন মাছের ঘের তৈরি করা হয়েছে। এতে সরকারের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্স (জিএফআর) ১০(১) অনুযায়ী একজন ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তাকে উক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট -]।

অনিয়মের কারণ : জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্স (জিএফআর) ১০(১) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপুর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ কোন সুফলভোগী গোষ্ঠী কর্তৃক উক্ত অভয়াশ্রম ব্যবহৃত না হয়ে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন মাছের ঘের তৈরি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অভয়াশ্রমটি সুফলভোগী গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহারের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২০

শিরোনাম : ডিপিপির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতা সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ না করে অনিয়মিতভাবে ৩৪,৫০,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে ডিপিপির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতা সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ না করে অনিয়মিতভাবে ৩৪,৫০,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালক, "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা' প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনা সভা সংক্রান্ত নথি এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকার লক্ষীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতামূলক সভার ব্যয় বাবদ ৮৮টি বিলের মাধ্যমে মোট ৩৪,৫০,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়। **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-]**

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ক্রমিক নং ৩.৫.১ মোতাবেক প্রতিটি জনসচেতনতামূলক সভায় কমপক্ষে ১০০ জন অংশীজনের উপস্থিতি থাকতে হবে, সচেতনতা সভার শুরুর কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে প্রকল্প দপ্তরে সিডিউল প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জনসচেতনতামূলক সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও উপস্থিতির হাজিরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

উক্ত উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক জনসচেতনতামূলক সভা সিডিউল প্রকল্প অফিসে প্রেরণের কপি, সভায় অংশগ্রহনের উপস্থিতির তালিকা, স্থিরচিত্র, ভিডিও ইত্যাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি বা উপজেলা অফিস কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি। শুধুমাত্র ভাউচারের মাধ্যমে ডিডিও কর্তৃক নগদ উত্তোলণের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক সভার ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

আলোচ্যক্ষেত্রে, উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ডিপিপির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতা সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ না করে অনিয়মিতভাবে ৩৪,৫০,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ক্রমিক নং ৩.৫.১ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারে যোগাযোগ করে জনসচেতনতা সভার মাস্টারোল, স্থিরচিত্র ও অন্যান্য প্রমানাদি সংগ্রহ করে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয় কারণ সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারের নথিপত্রে যাচাই-বাছাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যেখানে জনসচেতনতা সভার মাস্টারোল, স্থিরচিত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্টস পাওয়া যায়নি। ডিপিপির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অমান্য করে জনসচেতনতামূলক সভার ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২১

শিরোনাম : পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬৭,০২,৭৫০/- (সাতষট্টি লক্ষ দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় করায় ৬৭,০২,৭৫০/- টাকা অনিয়মিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালক, "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা' প্রকল্পের ডিপিপি, আরডিপিপি, উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, এআইজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় সংক্রান্ত নথি এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চাঁদপুর কর্তৃক ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় এআইজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয়ের জন্য টেন্ডার আইডি নং- ১০২৬৭৯৩ এর মাধ্যমে মেসার্স অপ্সরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, আহম্মদ নগর, কুমিল্লা কে কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক বিল নং- ৪৬, তারিখ: ০২-০৬-২০২৫খ্রি. এর মাধ্যমে মোট ৬৭,০২,৭৫০/- টাকা মেসার্স অপ্সরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে পরিশোধ করা হয়। **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-]**

পিসিসির ক্লজ নং-২৩ ও ৩২ মোতাবেক এআইজি উপকরণ (বকনা বাছুর) সরবরাহের পূর্বে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রত্যায়নসহ বকনা বাছুর গ্রহন ও বিতরণ করতে হবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে, উক্ত পিসিসির নির্দেশনা অমান্য করে ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে ৬৭,০২,৭৫০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিসিসির ক্লজ নং-২৩ ও ৩২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারে যোগাযোগ করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ/ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক বিষয়টি অবগত হয়ে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : পিসিসির ক্লজ নং-২৩ ও ৩২ মোতাবেক এআইজি উপকরণ (বকনা বাছুর) সরবরাহের পূর্বে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রত্যায়ন ব্যতীত বকনা বাছুর গ্রহন ও বিতরণ করার কোনো সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২২

শিরোনাম : সরবরাহকারীর নির্ধারিত ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ''ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সরবরাহকারীর নির্ধারিত ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধে ১৫,০০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের দপ্তর ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী, ক্যাশ বুক, বিল রেজিস্টার, মুদ্রণ ও বাঁধাই ও এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় সংক্রান্ত কোটেশনের নথি এবং সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের সদর দপ্তরে মুদ্রণ ও বাঁধাই খাত হতে লিফলেট ও পোস্টার ছাপানোর জন্য কোটেশন আহ্বান করা হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে এ.সি.পি ট্রেড সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । অথচ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এ.সি.পি ট্রেড এর ট্রেড লাইসেন্স থাই এ্যালুমিনিয়াম সরবরাহকারী হলেও প্রকল্প দপ্তরে পরিশিষ্টে বর্ণিত ৩ টি বিলের মাধ্যমে লিফলেট ও পোস্টার ছাপানো বাবদ মোট (৩ X ৫০০০০০) = ১৫,০০,০০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭০ (২) অনুযায়ী দরপত্র দাতাসমূহকে যোগ্যতার সমর্থনে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিন) ,ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদপত্র দাখিল করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭০ (২) লঙ্ঘনপূর্বক সরবরাহকারী নির্ধারিত ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বাবদ ১৫,০০,০০০/- টাকার বিল অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭০ (২) এর শর্ত লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : প্রকল্প দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নথি যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে এ বিষয়ে নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭০ (২) অনুযায়ী দরপত্র দাতাসমূহকে যোগ্যতার সমর্থনে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এ.সি.পির ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থার ধরন (থাই এ্যালুমিনিয়াম) কিন্তু মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে, মুদ্রণ ও বাধাই খাতে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৩

শিরোনাম : পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং জনবলের বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,৪৯,৭২,৫৮২/- (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁশ শত বিরাশি) টাকা ।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং জনবলের বিল পরিশোধ করায় ১,৪৯,৭২,৫৮২/-টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, জনবলের সংস্থান সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের জিও, চুক্তিপত্র এবং পরিশোধিত বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , Radisson Digital Technologies Limited এর সাথে ৩রা ডিসেম্বের ২০২৩ খ্রি. তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরে আউটসোর্সি পদ্ধতিতে ১৩৫(একশত)জন জনবল সরবরাহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির মেয়াদ ০১(এক)বছর পূর্তিতে পর সেবা কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ার প্রেক্ষিতে চুক্তি নবায়ন করার বিধান থাকলেও চুক্তি নবায়ন না করে সরবরাহকীকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিসিসির GCC clause 1.1(n) The assignment is not phased. Initially the assignment is for one (01) year (i.e 12 months). The contract may be extended for subsequent 04 (four) years on yearly basis based on the satisfactory performance of the service provider, availability of Budget and the requirement of the Department of Fisheries. সেই হিসেবে ০২/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে Radisson Digital Technologies Limited এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও চুক্তি নবায়নের কোন তথ্য প্রমাণ নথি পাওয়া যায়নি। ফলে ৩রা ডিসেম্বের ২০২৪ খ্রি. থেকে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ০৬(ছয়) মাসের চুক্তি নবায়ন না করে ০৫(পাঁচ)টি বিল পরিশোধ করায় সরকারের অনিয়মিত ১,৪৯,৭২,৫৮২/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিসিসির GCC clause 1.1(n) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : চুক্তির মেয়াদ ১ বছর পুর্তিতে সেবা কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় উক্ত খাতে মৎস্য অধিদপ্তরের বরাদ্দ থাকায় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের আউটসোর্সিং খাতে জনবল চাহিদা থাকায় বিগত ০১/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে পরবর্তী ১ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, জনবল সরবরাহকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ ১ বছর পূর্ণ হলেও নতুন করে কোন চুক্তি নবায়ন করা হয়নি। নিরীক্ষাকালীন (০৭/০৯/২০২৫) সময় পর্যন্ত চুক্তি নবায়নের কোন প্রমাণক প্রর্দশন করা হয়ণি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করত: জনবল সরবরাহকারীর কার্যক্রম সন্তোষজনক হলেও চুক্তি নবায়নের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৪

শিরোনাম : প্রাপ্যতা বর্হিভূত মোবাইল ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬৫,০০০/-(পয়ষট্টি হাজার) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রাপ্যতা বর্হিভূত মোবাইল ভাতা প্রদান করায় সরকারের ৬৫,০০০/-টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম এর মোবাইল বাবদ পরিশোধিত বেতন বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিশিষ্টে বর্ণিত ব্যক্তিগণ ১৩ মাসের (০১/১১/২৩খ্রি. হতে ০১/১১/২৪খ্রি.) মোবাইল ভাতা বাবদ ৬৫,০০০/- টাকা গ্রহন করেন। সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা ২০১৮ এর ২৯ (চ) অনুযায়ী অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থাপ্রধান (ন্যূনতম দ্বিতীয় বেতন গ্রেডের কর্মচারী) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার/উপমহাপুলিশ পরিদর্শক/জেলা ও দায়রা জজ/মন্ত্রণালয়-বিভাগে কর্মরত যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান/উপসচিব/ উপপ্রধান/জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/মহাপরিচালক/অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/যুগ্ম জেলা জজ/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/৪র্থ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীরা মোবাইল ভাতা প্রাপ্য হবেন। যে সকল কর্মকর্তাগণ মোবাইল ভাতা গ্রহন করেছেন তাঁহারা কেউ ৪র্থ গ্রেডের কর্মকর্তা নয়। আলচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে প্রাপ্যতার বর্হিভূত ৬৫,০০০/-টাকা মোবাইল ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট -]।

অনিয়মের কারণ : সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা ২০১৮ এর ২৯ (চ) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে এবং কর্মকর্তা কর্তৃক জবাব গ্রহনপূর্বক অডিট দপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক। প্রাপ্যতা বর্হিভূত মোবাইল ভাতা প্রদান করা বিধি সম্মত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৫

শিরোনাম : অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনের মেরামত বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনের মেরামত বাবদ বিল পরিশোধে ১,৫০,০০০/-টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম এর ক্যাশবহি ও গাড়ী মেরামতের বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জীপ ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৭৮৩ এর মেরামত বাবদ ১২৬, তারিখ-০৬/১১/২৪ মাধ্যমে ৭৫,০০০/- টাকা এবং ক্যারিবয় ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৫৫২৩ এর মেরামত বাবদ ১৪৭, তারিখ- ০৮/১২/২৪ খ্রি. মাধ্যমে ৭৫,০০০/- টাকাসহ মোট (৭৫,০০০ +৭৫,০০০)= ১,৫০,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্‌স (জিএফআর) ১০(১) অনুযায়ী একজন ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তাকে উক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনের মেরামত বাবদ ১,৫০,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্টে]।

অনিয়মের কারণ : জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল্‌স (জিএফআর) ১০(১) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নিরীক্ষাকালীন সময়ে উক্ত দপ্তরে স্থায়ী গাড়ি চালক ছিল না, উক্ত সময়ের অস্থায়ী গাড়ি চালকের কাছে লগবহি থাকতে পারে। তার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তা অডিট দপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। যানবাহন চলাচলের জন্য লগবহি থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৬

শিরোনাম : বিভিন্ন প্রদর্শণীতে বরাদ্দকৃত মালামাল অপেক্ষা কম সরবরাহ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৫২,৬০০/-(এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রদর্শণীতে বরাদ্দকৃত মালামাল অপেক্ষা কম সরবরাহ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১,৫২,৬০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলার বরাদ্দ ও বিল রেজিষ্টার, বিল-ভাউচার এবং বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় (১) ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শণীর জন্য ১,০০,০০০/- টাকা, (২) খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শণীর জন্য ৩,২১,০০০/-টাকা ও (৩) ঝিনুক প্রদর্শনীর জন্য ১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শণীতে ঝিনুক ১৪০০টি করে এবং ভাসমান বল ৪০(চল্লিশ) টি করে প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ঝিনুকের দাম ৬/- টাকা এবং প্রতিটি ভাসমান প্লাষ্টিক বলের দাম ৩০/- টাকা করে। আরডিপিপি এর পরিশিষ্ট -১৬ তে ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শনীর ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী প্রতিটি প্রদর্শনীতে ১৫০০টি করে ঝিনুক এবং ২০০টি করে ভাসমান প্লাষ্টিক বল সরবরাহ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শণীতে ঝিনুক ও ভাসমান বল কম প্রদান করায় সরকারের ৪৭,৪০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জনাব রোজ ইসলাম এর খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনী তৈরীর জন্য পরিশিষ্টে বর্ণিত মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু এ্যাংকর (প্রতিটি ১২-১৫কেজি) ১২টি, কাছি (নাইলন রশি) ২ কয়েল, সোজা বাঁশ ২০টি, ইট ১২০টি এবং ভাসমান পিলেট খাদ্য ৪০ কেজি সরবরাহ দেখানো হলেও তা সরবরাহ করা হয়নি। অর্থাৎ বিল ভাইচারে যে পরিমাণ ক্রয় দেখানো হয়েছে বাস্তব যাচাইয়ে তা পাওয়া যায়নি। বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় জনাব রোজ ইসলাম এর খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনী তৈরীর জন্য পরিশিষ্টে বর্ণিত মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু এ্যাংকর (প্রতিটি ১২-১৫কেজি) ১২টি, কাছি (নাইলন রশি) ২ কয়েল, সোজা বাঁশ ২০টি, ইট ১২০টি এবং ভাসমান পিলেট খাদ্য ৪০ কেজি সরবরাহ দেখানো হলেও তা সরবরাহ করা হয়নি। অর্থাৎ বিল ভাইচারে যে পরিমাণ ক্রয় দেখানো হয়েছে বাস্তব যাচাইয়ে তা পাওয়া যায়নি। খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনীর জন্য বরাদ্দকৃত মালামালের মোট মূল্য ৩,২১,০০০/- টাকা। সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য ২,৭০,০০০/- টাকা। অসরবরাহকৃত মালামালের মূল্য (৩,২১,০০০ - ২,৭০,০০০) = ৫১,০০০/- টাকা। আরডিপিপির পরিশিষ্ট -১৪ তে খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনীর ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু কৃষককে সম্পূর্ণ মালামাল সরবরাহ করা হয়নি।

বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় জনাব নয়ন কাজী এর ঝিনুক প্রদর্শনী তৈরীর জন্য পরিশিষ্টে বর্ণিত মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু পাটা/ বানা ৭০ মিটার, বাঁশ ২৫টি, চুন ৮৫ কেজি, সার (ইউরিয়া, টিএসপি) ৪৫ কেজি, খাদ্য (ঘাস, কচিপাতা) ১ গুচ্ছ ও মজুরি ১৫ জন সরবরাহ দেখানো হলেও তা সরবরাহ করা হয়নি। অর্থাৎ বিল ভাউচারে যে পরিমাণ ক্রয় দেখানো হয়েছে বাস্তব যাচাইয়ে তা পাওয়া যায়নি। ঝিনুক প্রদর্শনীর জন্য বরাদ্দকৃত মালামালের মোট মূল্য ১,০০,০০০/- টাকা। সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য ৪৫,৮০০/- টাকা। অসরবরাহকৃত মালামালের মূল্য (১,০০,০০০ - ৪৫,৮০০) = ৫৪,২০০/- টাকা। আরডিপিপির পরিশিষ্ট -১৫ তে ঝিনুক প্রদর্শনীর ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু কৃষককে সম্পূর্ণ মালামাল সরবরাহ করা হয়নি।

ফলে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন প্রদর্শনী তৈরীর জন্য বরাদ্দকৃত মালামাল অপেক্ষা কম সরবরাহ করে বিল পরিশোধ করায় (৪৭,৪০০+ ৫১,০০০+ ৫৪,২০০)=১,৫২,৬০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-]**

অনিয়মের কারণ : আরডিপিপি এর পরিশিষ্ট ১৪, ১৫ ও ১৬ প্রদর্শনীর ব্যয় বিভাজন লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ আরডিপিপির পরিশিষ্ট ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুযায়ী প্রদর্শনীর জন্য বরাদ্দকৃত মালামাল অপেক্ষা কম সরবরাহ করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৭

শিরোনাম : অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭৭,৩০০/- (সাতাত্তর হাজার তিনশত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন ''ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় সরকারের ৭৭,৩০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিটসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী, ক্যাশ বুক, বিল রেজিস্টার, এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মঞ্জুরীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতাধীন ০৭ টি কস্ট সেন্টারে পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার সময় শ্রমিক মজুরি ৬০০/- টাকা হারে মোট ৪,৬৬,৮০০/- টাকা মজুরি পরিশোধ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী একজন জেলা ও উপজেলা এলাকায় একজন অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিক দৈনিক ৫০০/- টাকা হারে মজুরি পাবেন। সে হিসেবে ২৭ টি বিলের বিপরীতে মোট ৩,৮৯,৫০০/- টাকা মজুরি প্রাপ্য হবেন। ৫৩ টি বিলের মাধ্যমে নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত (৪,৬৬,৮০০-৩,৮৯,৫০০) = ৭৭,৩০০/- টাকা বেশি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর প্রবিধি -৩ অধিশাখার স্মারক নং- ০৭.০০. ০০০০. ১৭৩. ৬৬. ০৫৯. ১৫ (অংশ-১)- ৯৩ তারিখ: ১২/১০/২০২০ খ্রি: ক্রমিক নং- ৩ অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা এলাকায় একজন অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিক দৈনিক ৫০০/- টাকা হারে মজুরি পাবেন। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় সরকারের ৭৭,৩০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর প্রবিধি -৩ অধিশাখার স্মারক নং- ০৭.০০. ০০০০. ১৭৩. ৬৬. ০৫৯. ১৫ (অংশ-১)- ৯৩ তারিখ: ১২/১০/২০২০ খ্রি: ক্রমিক নং- ৩ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করে শ্রমিক মজুরী প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হয়ে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকদের ৫০০/- টাকার পরিবর্তে ৬০০/- হারে মজুরি প্রদানের কোন সুযোগ নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৮

শিরোনাম : আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ থাকার প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৯৮,৬০০/-(ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার কর্তৃক ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ থাকার প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ ও উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানে সরকারের ৬,৯৮,৬০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার এর বিল-ভাউচার, বিল রেজিষ্টার, প্রাক্কলন এবং আইন সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ০৬ টি বিলের মাধ্যমে মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে ৬,৯৮,৬০০/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জিএফআর-২৫ এর মর্মানুযায়ী সরকারি অর্থের অপচয় বা ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী হবেন। তথাপিও এইখাতে খরচের বিল করার অর্থ হলো সরকারি অর্থ জালিয়াতি করা। মামলার শুনানির তারিখ আদালতের কজলিষ্টে উল্লেখ থাকে। এই ক্ষেত্রে আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ থাকার প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদান করার মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে ৬,৯৮,৬০০/-টাকা [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য] ।

অনিয়মের কারণ : জিএফআর-২৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ ব্যতীত মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। যথাযথ প্রমাণকের আলোকে বিল পরিশোধ হয়েছে। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ নিয়ম অনুযায়ী আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখসহ অন্যান্য প্রমাণক থাকবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ এবং উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ২৯

শিরোনাম : দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের মজুরি নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিওর নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২৪,৪৬,৯৫০/- (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) টাকা ।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র সিরাজগঞ্জ এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে অনিয়মিত শ্রমিকদের মজুরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিও'র নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২৪,৪৬,৯৫০/- টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিকদের বেতন ভাতা এবং বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিশিষ্টে বর্ণিত (১১+৫)= ১৬টি বিলের মাধ্যমে ২৪,৪৬,৯৫০/- টাকা দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ না করে পরিচালক/ডিডিও এর নামে উত্তোলন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি শাখা-৩ এর স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫(অংশ-৩)-১০০, তারিখঃ ১৫/০৪/২০২৫ দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫ এর অনুচ্ছেদ নং- ৪ এর (ঘ) অনুযায়ী, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এ নিয়োজিত শ্রমিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র /জন্ম-নিবন্ধন সনদ সহ প্রাথমিক ব্যক্তিগত তথ্যাদি, মজুরি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়োজিতকরণ কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল ডাটাবেজ সংরক্ষণ করিবেন। অনুচ্ছেদ নং- ৮ অনুযায়ী শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে মজুরি প্রদান করতে হবে। ব্যাংক একাউন্ট/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর হিসাব বিবরণী নিয়োজিতকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী মাসের বিলের সাথে হিসাবরক্ষণ অফিসে আবশ্যিকভাবে দাখিল ও সমন্বয় করিতে হইবে। আলোচ্যক্ষেত্রে দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫ এর নির্দেশনা লংঘন করে দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যাংক হিসেবে টাকা পরিশোধ না করে ডিডিও এর নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় পরিশিষ্টে বর্ণিত (২০,৩০,০০০+ ৪,১৬,৯৫০)= ২৪,৪৬,৯৫০/- অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫ এর অনুচ্ছেদ নং- ৪ (ঘ), ৮ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র সিরাজগঞ্জ: নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এর হ্যাচারি ইউনিটের কর্মরত অনিয়মিত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে মাসিক ৯০০০/- (নয় হাজার) টাকা মাত্র। এই শ্রমিকগুলো অতিশয় দরিদ্র এবং আদিবাসী। অক্ষর জ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা নাই। ইতোপূর্বে বহুবার ব্যাংক হিসাব খোলার তাগিদ দেয়া সত্বেও তাঁরা কোন ব্যাংক হিসাব খোলেননি এবং ব্যাংক হিসাব খুলতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া নিমগাছি হতে লেনদেনকৃত ব্যাংকের দূরত্ব প্রায় ১৫ (পনের) কিলোমিটার। প্রতিমাসে এত দূরত্ব অতিক্রম করে ব্যাংক হতে মজুরীর টাকা উত্তোলন করতে তাঁরা আগ্রহী নন। কাজেই সরকারি স্বার্থে ডিডিও'র নামে টাকা উত্তোলন করে সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি শাখা-৩ এর স্মারক নম্বর ০৭.০০,০০০০,১৭৩,৬৬.০৫৯ (অংশ-৩)-১০০, তারিখ-১৫/০৪/২০২৫ পরিপত্রটির দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরন নীতিমালা-২০২৫ সময়মত অবগত না হওয়ায় দৈনিক ভিত্তিতে নিয়জিত শ্রমিক মজুরি পূর্বের ডিডিও এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি শাখা-৩ এর স্মারক নম্বর ০৭.০০,০০০০,১৭৩,৬৬.০৫৯ (অংশ-৩)-১০০, তারিখ-১৫/০৪/২০২৫ খ্রি. লঙ্ঘন করে পরিপত্রটির দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরন নীতিমালা-২০২৫ খ্রি. লঙ্ঘন করে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি নগদে প্রদান করা হয়েছে। সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যই অ্যাকাউন্ট/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে মজুরি প্রদান করা সমীচীন।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩০

শিরোনাম : দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ক্রয় করায় অনিয়ামিত ব্যয় ২৫৯৭০০০/- (পচিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ক্রয় করায় ২৫,৯৭,০০০/- টাকা অনিয়ামিত ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, মৎস্য ও মৎস্য জাত দ্রব্য ও খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স এর নিকট হতে মৎস্য ও মৎস্য জাত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় বাবদ পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিলের মাধ্যমে ২৫,৯৭,০০০/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়যোগ্য ক্রয়কে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে এবং একই রকম কাজ দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৬৯(১) অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে পন্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ৩(তিন) লক্ষ টাকা কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা অমান্য করে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করেছে এবং(৪)(ক) অনুযায়ী দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যাবেনা মর্মে উল্লেখ থাকলেও কর্তৃপক্ষ দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে আরএফকিউ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করে ২৫,৯৭,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৬৯(১), (৪)(ক) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অত্র দপ্তরের ক্রয়কৃত মৎস্যখাদ্যগুলো নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দরপত্র যাচাই করে ক্রয় করা হয়েছে।বিভিন্ন সময়ে একই খাতে খন্ড খন্ড বরাদ্দ প্রাপ্তির কারণে ভাগ ভাগ করে কোটেশন করা হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত মৎস্যখাদ্য সমস্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বছর শেষে একযোগে ক্রয় করে সংরক্ষণ করলে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার ফলে মৎস্যখাদ্য হ্যাচারী/পুকুরগুলোতে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। এছাড়াও বছরের শেষে খাদ্য ক্রয় করলে মাছ অভূক্ত থেকে মারা যাবে। বিধায় বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে কোটেশনের মাধ্যমে দরপত্র যাচাইপূর্বক মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দ প্রাপ্তি উল্লেখ করা হলেও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মৎস্য ও জাত খাদ্য দ্রব্য মালামালের বিল পরিশোধ একই সময়ে করা হয়েছে। তাছাড়া পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘণ করে বৃহদাকার কাজকে ক্ষুদ্র কাজে ভাগ করে মালামাল ক্রয় করায় বিধির ব্যতয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩১

শিরোনাম : পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি পরিপালন না করে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয় ১৭,৮৬,২০০/- (সতের লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুইশত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন নিমগাছি মৎস্য চাষ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি পরিপালন না করে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ১৫,৮৬,২০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়ের ক্রয় সংক্রান্ত নথি, বিল রেজিস্টার এবং সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে পরিশিষ্টে উল্লিখিত ১০টি কোটেশনের মাধ্যমে ৩০,৮৬,২০০/-টাকার পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়পূর্বক বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত (৩২,৮৬,২০০– ১৫,০০,০০০) = ১৭,৮৬,২০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি- ৬৯(১) তফসিল-২ মোতাবেক কোন ক্রয়কারী রাজস্ব বাজেটের অধীন বাজারে বিদ্যমান প্রমিত মানের স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা বছরে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে, উক্ত বিধির লংঘন করে আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত (৩২,৮৬,২০০– ১৫,০০,০০০) = ১৫,৮৬,২০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা পিপিআর-২০০৮ এর উল্লিখিত বিধি বিধানের পরিপন্থি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট)।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি- ৬৯(১) তফসিল-২ লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অত্র দপ্তরের যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম নীতিমালার আলোকে উৎপাদন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী RFQ সিলিং অতিরিক্ত ক্রয় করায় বিধির ব্যত্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩২

শিরোনাম : মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ডিসিআর(Destruction of Contravention Records) প্রদান ব্যতীত রাজস্ব আয় ১৭,১৪,০০০/- (সতের লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ডিসিআর প্রদান ব্যতীত ১৭,১৪,০০০/- টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে উল্লেখিত কার্যালয়ের আয় বিবরণী, অভিযান এবং জরিমানা সংক্রান্ত বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম দপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে মাঝি বা বোট এর মালিকের কাছ থেকে ১৭,১৪,০০০/-টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। জড়িমানা আদায় করার বিপরীতে কোন প্রকার ডিসিআর (কোনো আইন লঙ্ঘন হলে তার রেকর্ড সংরক্ষণ ও ধ্বংস করাকে বোঝায়) প্রদান করা হয়নি । অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কত টাকা জরিমানা করা হয়েছে সেটা জানা যায়নি।

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা,২০২৩ এর বিধি ২৯ এর (১) অনুযায়ী পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের আদেশ সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-১২ এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন এবং, উক্ত ফরমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধ করা না হইলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক আপিল দায়ের করা না হইলে, আইনের ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করে ১৭,১৪,০০০/- রাজস্ব আয় করা হলেও ডিসিআর প্রদান না করায় অভিযুক্ত ব্যাক্তির নিকট হতে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা জড়িমানা করা হয়েছে তার নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ : সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা,২০২৩ এর বিধি ২৯ এর (১) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নিরীক্ষাকালে নথিতে বর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়নি। যাচাই-বাছই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২৯ এর (১) অনুযায়ী পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের আদেশ সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-১২ এর মাধ্যমে অবহিত না করে বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৩

শিরোনাম : প্রশিক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষমতা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬,১৪,৯০০/- (ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিপিআর-২০০৮ প্রশিক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষমতা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করায় ৬,১৪,৯০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি, ক্যাশবুক, ব্যয় বিবরণী, বিল/ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে (৩২৩১৩০১) প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক মোট ৩৬,১৪,৯০০/- টাকা ব্যয় করা হয়। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দশনার দফা-৩১ অনুয়ায়ী একজন ক শ্রেনির প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বাৎসরিক ৩০ লক্ষ পর্যন্ত ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্ররিপালন না করে মোট ৩৬,১৪,৯০০/- টাকা ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ৬,১৪,৯০০/- টাকা অনিয়মতি ব্যয় হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দশনার ৩১ লঙ্ঘণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অসতর্কতাবশত: সিলিংসীমার অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ক শ্রেনির প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৪

শিরোনাম : সরকারি খামার থেকে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সরকারি খামার হতে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করায় ৭,০০,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এ প্রকল্পের আওতাধীন আগৈলঝাড়া, বরিশাল ও মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ এর ক্যাশবহি, মাছের পোনা ক্রয়ের নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে মেসার্স কুসুম এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স রহমান ট্রেডার্সকে কার্যাদেশ এর মাধ্যমে (৫,০০,০০০+২,০০,০০০)=৭,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। মাছের পোনা ক্রয়ের জন্য সরকারি খামারে কোন চাহিদাপত্র প্রেরণ বা পোনা না পাওয়ার সমর্থনে কোন এনওসি/প্রত্যয়ন নথিতে পাওয়া যায়নি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, উন্নয়ন সমন্বয় শাখা এর স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২২.৫৮. ০৩১.১৫.৮১ তারিখ-০৫/০৪/২০১৬ খ্রি: মোতাবেক যে সকল পণ্য/সেবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া না গেলে বা সরবরাহ করতে অসমর্থ হলে এনওসি/প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করা যাবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত আদেশ লংঘন করে সরকারি খামার হতে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করায় ৭,০০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, উন্নয়ন সমন্বয় শাখা এর স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৭২২.৫৮. ০৩১.১৫.৮১ তারিখ-০৫/০৪/ ২০১৬ খ্রি: এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : প্রত্যয়ন সংগ্রহপূর্বক পরবর্তীতে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা পরিপালন না করে সরকারি খামার হতে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করা সমীচীন নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৫

শিরোনাম : অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর নামীয় ব্যাংক হিসাবে প্রদান না করে ঠিকাদারের নামে প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ১১,৯৪,৫৫২/- (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাচশত বায়ান্ন) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর আওতাধীন গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান না করে ঠিকাদারের নামে প্রদান করায় অনিয়মিত ১১,৯৪,৫৫২/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের ডিপিপি, আউটসোর্সিং সংক্রান্ত নথি ও বিল ভাউচার এবং চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্পতে ১১,৯৪,৫৫২/- টাকা সেবা প্রদানকারীর নামীয় ব্যাংক হিসাবে প্রদান না করে ঠিকাদারের নামে প্রদান করা হয়েছে ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর- ০৭.০০.০০০০.০০০.১৫৩.৯৯.০০০১.২১-১৭৮, তারিখ: ১৫/০৪/২০২৫ এর ৯(২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ক্রয়কৃত সেবামূল্য সেবা কর্মীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে/ MFS (Mobile Financial Service) এর মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদেয় হবে।

এক্ষেত্রে কর্মচারীর বেতন বাবদ সমুদয় অর্থ আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে অনিয়মিতভাবে সর্বমোট (৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬+ ৯৯,৫৪৬ + ৯৯,৫৪৬+ ৯৯,৫৪৬) = ১১,৯৪,৫৫২/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর- ০৭.০০.০০০০.০০০.১৫৩.৯৯.০০০১.২১-১৭৮, তারিখ: ১৫/০৪/২০২৫ এর ৯(২) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর আওতাধীন 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (2য় সংশোধিত)' কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস্ লিমিটেড) কর্তৃক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত ০৪ (চার) জন কর্মচারীর ব্যাংক একাউন্টে মাসিক বেতন বিল প্রদান করার পর প্রকল্প দপ্তরে বিল দাখিল করে থাকে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কর্মচারীগণ বেতন পাওয়ার পর আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিল হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক পাশ করার পরে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক প্রদাণ করা হয়ে থাকে, এতে কোন অনিয়মিত ব্যয় হয়নি এবং সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি।।

সংযুক্ত: আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস্ লিমিটেড) কর্তৃক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত ০৪ (চার) জন কর্মচারীর ব্যাংক একাউন্টে মাসিক বেতন বিল প্রদানের কপি-১২ প্রস্থ।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর- ০৭.০০.০০০০.০০০.১৫৩.৯৯.০০০১.২১-১৭৮, তারিখ: ১৫/০৪/২০২৫ এর ৯(২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ক্রয়কৃত সেবামূল্য সেবা কর্মীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে/ MFS (Mobile Financial Service) এর মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে পরিশোধ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য পরবর্তীতে সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ নিশ্চিত করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৬

শিরোনাম : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে মোটরযান ও জলযান মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয় ৫,১০,০০২/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার দুই) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রাণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন মৎস্য অধিদপ্তর এর অধীন পরিশিষ্টে বর্ণিত ০৪টি কার্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে মোটরযান ও জলযান মেরামত করায় ৫,১০,০০২/- অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত ০২টি কার্যালয় এবং ০২টি প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ , ব্যয় বিবরণী, বিল রেজিস্টার, মোটরযান ও জলযান মেরামত সংক্রান্ত রেজিস্টার ও সংশ্লিষ্ট বিল/ভাউচারসমূহ যাচাই করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক পরিশিষ্টে বর্ণিত ১টি মোটরযান মেরামত বাবদ ১,০৮,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। অপরদিকে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিশিষ্টে বর্ণিত ০২টি জলযান মেরামত বাবদ ৩,৪৯,০২২/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। একইভাবে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্পে ০১ (এক)টি গাড়ি মেরামত বাবদ ৭৪,৯৮০/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অনুরুপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙ্গামাটি কর্তৃক ০২টি যানবাহন মেরামত বাবদ ২,৪৮,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বর্ণিত কস্টসেন্টারসূহে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত মেরামত বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ ক্রমিক নং ১০(ক) অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি যানবাহন মেরামতের বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতা ২০,০০০/- এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ ক্রমিক নং ১০(খ) অনুযায়ী বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে জলযান মেরামতের বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতা ৫০,০০০/-। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন, ২০১৫ ক্রমিক নং ৬ অনুযায়ী প্রতিটি যানবাহন মেরামতের বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতা ৫০,০০০/-। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে পরিশিষ্টে বর্ণিত কস্টসেন্টারসমূহে (৮৮,০০০+ ২,৪৯,০২২+ ২৪,৯৮০+১,৪৮,০০০)= ৩,৬২,০০৪/-টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর অনুন্নয়ন বাজেটে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার ক্রমিক: ১০(ক) ও (খ) এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন, ২০১৫ ক্রমিক নং ৬ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ: অত্র দপ্তরটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত হলেও এটি একটি বৃহৎ মৎস্য খামার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যার অফিস প্রধান ৫ম গ্রেডের ও জেলা পর্যায়ের সমমান সম্পন্ন। তাছাড়া অত্র দপ্তরের উক্ত অডিটকালীন সময়ে দুইটি গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ১ টি গাড়ি মেরামত করার পর গাড়িটি মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে আর একটি নষ্ট (মেরামতযোগ্য) গাড়ি অত্র দপ্তরের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার ফলে দুটি গাড়ি মেরামতের জন্য উক্ত ব্যয় হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম: আবশ্যিক প্রয়োজনে জলযানের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অবৈধ মৎস্য আহরণ রোধে অভিযান পরিচালনার কাজে উক্ত জলযানের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বিধায়, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে । গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত): ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্পের জরুরী প্রয়োজনে, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্যয় করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙ্গামাটি: দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তব্যায়ন এবং তদারকিতে ২টি যানবাহন মেরামতে উক্ত ব্যয় করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর নির্দেশনা অমান্য করে যানবাহন ও জলযান মেরামত করায় অনিয়ম করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৭

শিরোনাম : পিপিআর এর বিধি এবং জিএফআর লঙ্ঘনপূর্বক মালামাল ক্রয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ ১,১৯,০০০/- (এক লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্প (রাজস্ব) রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক পিপিআর এর বিধি এবং জিএফআর লঙ্ঘনপূর্বক মালামাল ক্রয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ১,১৯,০০০/- টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্প (রাজস্ব) রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এর ২০২৪-২০২৫ এর ক্যাশ বই, বিল ভাউচার নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিল নং-২২৫ তারিখ: ১৮/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখে অত্র দপ্তরের ০১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০১টি ল্যাপটপ ও ০১টি প্রিন্টার ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়কর বাদে ১,১৯,০০০/- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কো বাইট কম্পিউটার, প্রো: এস ইকবাল হোসেন চৌধূরী, ঠিকানা: শেখ শরিফ উদ্দিন সুপার মার্কেট, নবাববাড়ী রোড, বগুড়াকে প্রদান করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ ১৬(১) এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে। এক্ষেত্রে উক্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি।

জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস-১৫৫ এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে প্রাপ্ত সকল দ্রব্যসামগ্রির সরবরাহ গ্রহণের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গণনা, পরিমাপ বা ওজন (যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) করিতে হইবে এবং দায়িত্বশীল সরকারি অফিসারের কাছে ন্যাস্ত করিতে হইবে, যিনি সঠিক পরিমাণ গুণগতমান দেখিয়ে এ সম্পর্কে একটি প্রত্যয়ন লিপিবদ্ধ করিবেন। ভান্ডার গ্রহণকারী অফিসারকে এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি ভান্ডার সামগ্রী বাস্তবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইগুলি যথাযথভাবে স্টক রেজিষ্টারে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক অত্র দপ্তরের ০১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০১টি ল্যাপটপ ও ০১টি প্রিন্টার ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,১৯,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তব যাচাইয়ে কম্পিউটার মালামাল সঠিক পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর-২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ ১৬(১) এবং জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস-১৫৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অত্র দপ্তরের উল্লেখিত মালামালগুলি নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। মালামাল গ্রহণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়িত্ব দিয়ে পত্র জারি করা হয়েছে। ভূলবশতঃ উক্ত পত্রটি অডিট টিমের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে উক্ত পত্র সংযোজন করে জবাব প্রদান করা হবে। ক্রয়কৃত মালামাল সঠিকভাবে স্থায়ী মজুদ বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত মালামাল অত্র দপ্তরে রক্ষিত আছে এবং সরকারি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতীত মালামাল ক্রয় করায় বিধির ব্যত্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৮

শিরোনাম : বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে একখাত হাতে অন্য খাতে ব্যয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭,২০,৪৫৫/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর ঢাকা এর অধীন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজারের কার্যালয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, সাভার কার্যালয় কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে একখাত হাতে অন্য খাতে ৭,২০,৪৫৫/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্য/ মিডিয়া ক্রয় বাবদ, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ, পরীক্ষাগারের কাঁচের দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ, পরীক্ষাগারের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ, পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন বাবদ, প্রশিক্ষণ বাবদ আলাদা আলাদা বরাদ্দ থাকলেও পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিলসমূহের মাধ্যমে পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন খাত হতে পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরীক্ষাগারের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

বরাদ্দপত্রের শর্ত নং-৩ অনুযায়ী বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ কোনোক্রমেই ব্যয় করা যাবে না এবং এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় না করার নির্দেশনা থাকলেও পরিশিষ্টে উল্লিখিত ভাউচারসমূহের মাধ্যমে পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন খাত হতে পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরীক্ষাগারের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৭,২০,৪৫৫/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ : বরাদ্দপত্রের শর্ত নং-৩ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নমুনা পরীক্ষণ ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত "পরীক্ষাগারের মান উন্নয়ন" খাতের ১ নং উপখাত "বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত (এসি, ফ্রিজ, জেনারেটর ইত্যাদি)" হতে অডিট পর্যালোচনায় উল্লেখিত ক্রমিক নং ১৩২ এর স্পেয়ার পার্টস অফ এয়ার কন্ডিশন এবং স্পেয়ার পার্টস অফ জেনারেটর ক্রয়ের অর্থ, ৫ নং উপখাত "এপ্রোন, জরুরি কেমিক্যালস/কীট/রেফারেন্স স্ট্রেইন ক্রয়" হতে অডিট পর্যালোচনায় উল্লেখিত ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ৫ এর রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যথাক্রমে ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক ও মার্কারি ক্রয়ের অর্থ, এবং ১৫ নং উপখাত "বিবিধ" হতে অডিট পর্যালোচনায় উল্লেখিত ক্রমিক নং ৬, ৭ ও ৮ এর লোগো প্যাড প্রিন্ট এবং ল্যাব প্যাকেজিং (ল্যাব গ্রেড পলি প্যাক) ক্রয়ের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বাজেটের এক খাতের অর্থ কোনভাবেই অন্য খাতে ব্যয় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন খাত হতে স্পেয়ার পার্টস অব এয়ার কন্ডিশন, Spare parts of Generator, ক্যামিক্যাল, লোগো প্যাড প্রিন্ট, ডিপিই ল্যাব প্যাকেজিং ক্রয় করা যথাযথ হয়নি। কারণ পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরীক্ষাগারের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় করা হলেও সঠিক খাত হতে ব্যয় করা হয়নি, যা বিধিসম্মত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : এক খাতে অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৩৯

শিরোনাম : ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের আউটকাম ও আউটপুট অর্জন ব্যহত।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের আউটকাম ও আউটপুট অর্জন ব্যহত।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প টি মূলত একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়, ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ছিল ৬১০৬.০০ লক্ষ টাকা, ১ম সংশোধনীর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ধরা হয়েছে ৫৫২১.০০ লক্ষ টাকা এবং ২য় সংশোধনীর প্রকল্পের প্রাক্কলিত ধরা হয়েছে ৪১৪৫.০০ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত টাকার মধ্যে মৎস্য সেক্টরের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য (২৭০০.০০ লক্ষ) টাকা সংস্থান ছিল। ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ডিপিপিতে ২টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য (৩০০০.০০ লক্ষ) টাকা সংস্থান ছিল। ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়ন এর জন্য ৩৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

মূল ডিপিপি'র লগ ফ্রেম মোতাবেক প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছিল -১. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন; ২. গভীর সমুদ্র হতে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি এবং ৩. টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; আউটপুট নির্ধারিত করা হয়েছিল-১. টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে অর্জিত দক্ষতা;২. গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কৌশল ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; ৩. তিনটি লংলাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের আহরণে নিয়োজিত; ৪. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি; এবং ৫. উন্নীত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। প্রকল্পের আউটকাম নির্ধারিত ছিল-মৎস্য সেক্টরের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি।

২য় সংশোধনীর মাধ্যমে (জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত) পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়নই প্রকল্পের একমাত্র আউটপুট ছিলনা। গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি এবং উন্নীত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো আউটকামসমূহ অর্জিত হবে না। গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই নিজস্ব লংলাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল প্রয়োজন। নিজস্ব লংলাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল ব্যতীত বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। ভাড়া করা ভেসেল একটি নির্দিষ্ট সময়ে খুবই নগণ্য সংখ্যক জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষত জনবল গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মাছ শিকারের জন্য জলযান (ভেসেল) না থাকলে সমুদ্রে যেতে পারবেনা, ফলে দীর্ঘমেয়াদে এর ফলপ্রসূতা থাকবে না। সরকারি ভেসেল ব্যতীত ব্যক্তি উদ্যোগে গভীর সমুদ্রে যেতে আগ্রহ দেখাবে না এবং এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাবে না।

পাইলট প্রকল্পটি জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫ বছরে ৩৩৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও মূল কাজের কোনো অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে (জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত) পরামর্শক সেবার (জাহাজ ভাড়াসহ) জন্য প্রাক্কলিত ৩৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) REOI এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে Consulting Firm এর সাথে

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে চুক্তি স্বাক্ষর করে সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাস থেকে বঙ্গোপসাগর এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনামাছ আহরণের জন্য ক্রুজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ বছরের প্রকল্পে মাত্র ৯ মাস (সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রি. হতে জুন/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত) টুনামাছ আহরণের জন্য ক্রুজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : মূল ডিপিপি'র লগ ফ্রেম অনুযায়ী ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প এর আওতায় ০৩ (তিন) টি জলযান ক্রয়ের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Uni Marine Services PTE. Ltd., Singapore এর সাথে ০৯/১২/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের স্বল্পতা এবং অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলসি স্থাপনে অর্থ মন্ত্রণালয় দুই বার অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে আগস্ট, ২য়হকারী প্রতিষ্ঠান ০২৩ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৯,২৪,০০০.০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ 2228.93 লক্ষ টাকার ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয় এবং অনুমোদিত ডিপিপি-তে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় ০২ (দুই) টি জলযান ক্রয়ের জন্য চুক্তি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধিত চুক্তি অনুযায়ী ০২ (দুই) টি জলযান সরবরাহের জন্য ৩০/০৬/২০২৪ তারিখ নির্ধারিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯/০৫/২০২৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (GO) মোতাবেক 07 (সাত) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরদির্শন করতে গিয়ে বেশ পুরানো ০২ (দুই) টি জলযান দেখতে পায় এবং জলযান দুইটিতে সংযুক্ত মেশিনারিজসমূহ প্রায় ১০ (দশ) বছরের পুরানো মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে সবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হয়। সবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জাল সার্টিফিকেট সরবরাহের মাধ্যমে প্রতারণামূলক কাজে জড়িত থাকার দায়ে গত ০৩/০৯/২০২৪ তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল করা হয়। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় এবং সরবরাহকারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত ঋণপত্র (এলসি) বাতিল করা হয়, ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে টুনা আহরণের জলযান ০২ (দুই)টি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার গভীরতর অংশে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত না থাকা এবং টুনা আহরণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল না থাকায় বিনিয়োগের ঝুঁকি রয়েছে বিধায় সম্ভাবনাময় এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে অনাগ্রহ রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় অনাহরিত টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন; গভীর সমুদ্র হতে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি, এবং টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ। বাংলাদেশে শুধুমাত্র টুনা ও সমজাতীয় মাছকে লক্ষিত মাছ (Targeted fish) হিসেবে আহরণে প্রয়োজনীয় জলযান (পার্স সেইনার, লং-লাইনার) না থাকা এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে। সুনীল অর্থনীতির বিকাশ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করা এবং টুনা আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশে লং-লাইনার প্রকৃতির জলযানের প্রয়োজন রয়েছে। বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর হতে টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণ ও বিপণনের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সেক্টরে কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে এবং উক্ত সংস্থায় নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে আসছে। গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশসমূহ সমৃদ্ধ হলেও টুনা মাছ আহরণে দক্ষ জনবল এবং উপযুক্ত জলযানের অভাবে বাংলাদেশ টুনা আহরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

বর্ণিত প্রকল্পটি মূলতঃ একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়, ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং ০৩ (তিন)টি জলযান এর পরিবর্তে ০২ (দুই)টি জলযান ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। জলযান (ফিশিং ভেসেল) ক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রমের পর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতারণামূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে চুক্তিটি বাতিল করা হয়। বর্ণিতার্ণো করবে।চুক্তিটি বাতিলপূর্বকবস্থায় নতুন করে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে জলযান ক্রয় অথবা দেশের কোনো সরকারি শীপইয়ার্ড হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে জলযান ক্রয়/তৈরিতে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর এবং টুনা আহরণের নিমিত্ত প্রতি বছর সেপ্টেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত ক্রুজ পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত ০২ (দুই) বছরসহ মোট ০৪ (চার) সময় প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, দেশের কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান/শীপইয়ার্ড হতে ০১ (এক)টি জলযান তৈরি/ক্রয় করতে প্রায় ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে, ফলে প্রকল্প মেয়াদ ০৪ (চার) বছর বাড়ানোর পাশাপাশি জলযান তৈরি/ক্রয় এবং টুনা আহরণের নিমিত্ত ক্রুজ পরিচালনায় বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট খাতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ (৫৫২১.০০ লক্ষ) টাকার চেয়ে প্রায় দ্বিগুন অর্থ প্রয়োজন হবে, ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কঠিনতর হবে। অপরদিকে প্রকল্পের আওতায় ০২ (দুই)টি জলযান ভাড়া করে টুনা মাছ আহরণের নিমিত্ত ক্রুজ পরিচালনা করা হলে টুনা আহরণের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, এক্ষেত্রে টুনা আহরণের নিমিত্ত অন্তত ০2 (দুই)টি ফিশিং সিজন (সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি হতে মার্চ মাস পর্যন্ত ৭ মাস) ক্রুজ পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত ০২ (দুই) বছর সময় বৃদ্ধি করা হলে বর্ণিত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে।

গত ১৮/০৬/২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-র সভার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রম পরামর্শক ফার্ম দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন (QCBS) পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা পুনর্গঠন করতে হবে। আন্তর্জাতিক জলসীমার বাংলাদেশ অংশে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের প্রাপ্যতা, ব্যাপ্তি, মজুদ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের সম্পূর্ণ কাজটি একটি প্যাকেজ এর আওতায় করতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে EoI (Expression of Interest) আহ্বানের পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে আরডিপিপি'তে সংযুক্ত ToR-টি প্রয়োজনে আরও পরিবর্ধন করে REoI আহ্বান করার নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইং এর 11 আগস্ট 2025 তারিখের 165 সংখ্যক স্মারক মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০27 পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১.৪৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়ন এর জন্য ৩৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

প্রকল্পটির অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র লগ ফ্রেম মোতাবেক প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছিল ১. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন; ২. গভীর সমুদ্র হতে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি, এবং ৩. টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; আউটপুট নির্ধারিত করা হয়েছিল ১. টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে অর্জিত দক্ষতা; ২. গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কৌশল ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; ৩. তিনটি লং-লাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের আহরণে নিয়োজিত; ৪. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি; এবং ৫. উন্নীত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা।

প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীতে পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়নই প্রকল্পের আউটপুট না থাকলেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র অঞ্চল থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নীত বৃদ্ধির মতো আউটকাম অর্জিত হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টুনা মাছ আহরণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লং-লাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল দিয়ে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ৬০ জন সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি টুনা আহরণ সংশ্লিষ্ট কাজে On ground প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষত জনবল গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে এর ফলপ্রসূতা থাকবে এবং টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হবে।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে ৫১,৭৩,৩১৮/- টাকা আদায় করা হয় এবং বাংলাদেশে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এখানে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ প্রকল্পটির অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র লগ ফ্রেম মোতাবেক প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছিল ১. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন; ২. গভীর সমুদ্র হতে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি, এবং ৩. টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; আউটপুট নির্ধারিত করা হয়েছিল ১. টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে অর্জিত দক্ষতা; ২. গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কৌশল ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; ৩. তিনটি লং-লাইনার প্রকৃতির ফিসিং ভেসেল টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের আহরণে নিয়োজিত; ৪. গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি; এবং ৫. উন্নীত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা।

প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীতে পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়নই প্রকল্পের আউটপুট না থাকলেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র অঞ্চল থেকে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ মাত্র দুইটি সিজনে করা সম্ভব হবে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি হবে না এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত করা সম্ভব হবে না। যেহেতু প্রকল্পটি তার মুল উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি তা প্রকল্পটি বাতিল করে নতুন ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ : গৃহীত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়কারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৪০

শিরোনাম : মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে আটককৃত জাল আগুনে না পোড়ায়ে চেকপোস্ট এর পল্টুনে ফেলে রাখায় অনিয়ম।

বিবরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে আটককৃত জাল আগুনে না পোড়ায়ে চেকপোস্ট এর পল্টুনে ফেলে রাখায় অনিয়ম হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে উল্লেখিত অভিযান এবং জড়িমানা সংক্রান্ত বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম দপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে নৌকা বা ট্রলার থেকে ৯৩টি টং জাল এবং ২৩৮০০ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। যা দীর্ঘদিন পল্টুনে ফেলে রাখা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২৬ এর (৩) অনুযায়ী সংরক্ষণ করা ব্যয়বহুল বা দ্রুত পচনশীল বা বিপদজনক অথবা নৌযানের বাহিরে সংরক্ষণের স্থান নাই বা নৌযানে রাখিলে খোয়া যাইতে পারে, এইরূপ আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, মালামাল, কার্গো, মৎস্য আহরণের গিয়ার, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, তবে উক্ত জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ বা অধিকারে রাখা দন্ডনীয় অপরাধ হইলে, নিকটবর্তী থানাকে অবহিত রাখিয়া, উহা মাটির নিচে পুতিয়া বা পোড়াইয়া ধ্বংস করিতে হইবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করে আটককৃত জাল আগুনে না পোড়ায়ে চেকপোস্ট এর পল্টুনে ফেলে রাখা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা,২০২৩ এর বিধি ২৬ এর (৩) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : অভিযানে আটক জাল মেরিণ ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোষ্ট, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর পল্টুনে (কার্গো হোল্ডে) মজুদ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক দ্রুত জালসমূহ পুড়িয়ে বিনষ্ট করত: অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতমূলক কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২৬ এর (৩) অনুযায়ী জব্দকৃত জাল আগুনে পোড়ানোর বিধান থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৪১

শিরোনাম : আইএমইডি এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হলেও প্রকল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি ।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রানাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প"এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আইএমইডি এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হলেও প্রকল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যহত হয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় আলোচ্য প্রকল্পের RDPP, বিল-ভাউচার, আইএমইডি ও অন্যান্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি মার্চ ২০২০খ্রি. থেকে জুন ২০২৪খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদকাল ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০২৫ খ্রি. করা হলেও প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর ০১/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে "পর্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ক্রমিক নং ২২ (ক) অনুসারে চার (৪)বছরের বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের মেয়াদ এক (১) বছর বৃদ্ধি করে ৪ বছর ১০ মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫% যা সন্তোসজনক নয়। ফলে সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

অনিয়মের কারণ : আইএমইডি এর প্রতিবেদন এর ক্রমিক নং ২২(ক) লংঘণ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : আইএমইডি এর সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপির দ্বিতীয় সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০% ।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ চার (৪)বছরের বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের মেয়াদ এক (১) বছর বৃদ্ধি করে ৪ বছর ১০ মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫% ।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৪২

শিরোনাম : পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একক কাজকে ৫(পাঁচ) এর অধিক প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- (বার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত ষাট) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একক কাজকে ৫(পাঁচ) এর অধিক প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন করায় ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় সাধিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের (কোড-৩৮২১১২৬) জন্য বকনা বাছুর ক্রয়ের বরাদ্দ ব্যয়, ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার নথি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় ৩৫৯৫ টি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ইজিপি/ওপেন টেন্ডার পদ্ধতিতে ০৯টি প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে ০৫টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ২১টি বিলের মাধ্যমে মোট ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- টাকা পরিশোধ করা হয়।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(২) অনুযায়ী ক্রয়কারী মূল্যায়নের সময় আড়াআড়ি অবহার প্রদান সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োগ সহজ করার উদ্দেশ্যে, সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনুমোদিত কোন প্যাকেজ সাধারণত ৫টির অধিক লটে বিভক্ত করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে একক কাজকে পাঁচ এর অধিক লটে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন করায় ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-]।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(২) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ভৌগলিক কারণে এবং দরপত্রে অংশগ্রহনকারীর প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) টির অধিক প্যাকেজে বিভক্ত করে ব্যয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(২) অনুযায়ী একক কাজকে পাঁচ এর অধিক লটে বিভক্ত করা যাবে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ৪৩

শিরোনাম : আরডিপিপি'র নির্দেশনা লঙ্ঘন করে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন স্পেসিফিকেশনে বেশি ধরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৭৩,৫৮,৯৩৬/- (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত ছত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আরডিপিপি'র নির্দেশনা লঙ্ঘন করে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন স্পেসিফিকেশনে বেশি ধরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৭৩,৫৮,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের (কোড-৩৮২১১২৬) জন্য বকনা বাছুর ক্রয়ের বরাদ্দ ব্যয়, ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার নথি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় ৩৫৯৫টি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ইজিপি/ওপেন টেন্ডার পদ্ধতিতে ০৯টি প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে ০৫টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ২১টি বিলের মাধ্যমে মোট ১২,৭৬,৭০,৭৬০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টেন্ডার স্পেসিফিকেশনে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৭০ কেজি এবং ০১টি টেন্ডারে ৮০ কেজি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আরডিপিপিতে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৫০ কেজি উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব যাচাইয়ে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৩৫ কেজি হতে ৪৫ কেজির মধ্যে ছিল বলে সুফলভোগীদের স্বীকার উক্তি পাওয়া যায় এবং ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা হয়। আরডিপিপি'র পরিশিষ্ট-২২ এর ক্রমিক নং-৪ মোতাবেক প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৫০ কেজি হতে হবে এবং খাদ্য ও মেডিসিন সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায়ও তাদেরকে খাদ্য ও মেডিসিন সরবরাহ করা হয়নি। খাদ্য ও মেডিসিন সরবরাহের কোন পৃথক কোড বা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে তা উল্লেখ নেই। স্পেসিফিকেশনে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৭০ কেজির স্থলে ৫০ কেজি হতে ৫৫ কেজি উল্লেখ করার কারণে ৩৫৯৫ টি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ২,৭৩,৫৮,৯৩৬/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-]।

আরডিপিপি'র পরিশিষ্ট-২২ এর ক্রমিক নং-৪ লঙ্ঘন করে স্পেসিফিকেশনে বেশি ধরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৭৩,৫৮,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : আরডিপিপি'র পরিশিষ্ট-২২ এর ক্রমিক নং-৪ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : আরডিপিপিতে বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ আর্থিক সংস্থান ছিল বাজার দর অনুযায়ী তাতে ৭০(সত্তর) কেজি ওজনের বকনা বাছুর বিতরণ সম্ভব বিধায় সুফল ভোগী জেলেদের স্বার্থ রক্ষায় ৫০(পঞ্চাশ) কেজি ওজনের বকনা বাছুরের পরিবর্তে ৭০(সত্তর) কেজি ওজনের বকনা বাছুর ক্রয় ও বিতরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ আরডিপিপিতে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৫০ কেজি নির্ধারিত থাকলেও স্পেসিফিকেশনে ৭০ কেজি ধরে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করে বিতরণ করা হলেও বাস্তব যাচাইয়ে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন (৩৫-৪৫) কেজির মধ্যে ছিল বলে সুফলভোগীদের স্বীকার উক্তি পাওয়া যায়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট নম্বর-১.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-১

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সরকারি কার্যভবন-০১, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ইজারাকৃত টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃনং	জাহাজের নাম	লিজ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মূল্য (বার্ষিক)	অনাদায়ী বর্ষ ও সংখ্যা	বকেয়া টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	এম.ভি. জালুয়া	মেসার্স পাওয়ার সোর্স, দক্ষিণ আগ্রাবাদ, হালিশর রোড়, চট্টগ্রাম	৯,১৭,৭২৯/-	২০২৪; ২৫ তম	৯,১৭,৭২৯/-	
					৯,১৭,৭২৯/-	

কথায়: নয় লক্ষ সতের হাজার সাতশত উনত্রিশ

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুস ছাত্তার
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-১.২
অনুচ্ছেদ নম্বর-১

উপপরিচালকের কার্যালয়

চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল

মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

চিংড়ি প্লটের ইজারাকৃত মূল্য ও বিলম্ব মাশুল আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র.নং	প্লট সংখ্যা	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত		২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আদায়		২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনাদায়ী		মন্তব্য
		ইজারামূল্য	বিলম্ব মাশুল	ইজারামূল্য	বিলম্ব মাশুল	ইজারামূল্য	বিলম্ব মাশুল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	১০ একর বিশিষ্ট ৪৬৮ টি	১১,১৪,০৯,২০৮/-	৯০,৯৫,৫৯১/-	৯,১৬,৮২,৫৯২/-	৩৭,০৮,৫৫৬/-	১,৯৭,২৬,৬১৬/-	৫৩,৮৭,০৩৫/-	
					মোট	১,৯৭,২৬,৬১৬/-	৫৩,৮৭,০৩৫/-	
							সর্বমোট	২,৫১,১৩,৬৫১/-

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।

০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

পরিশিষ্ট নম্বর-২

অনুচ্ছেদ নম্বর-২

মৎস্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং ঠিকাদার যদি চুক্তির অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণ:

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	১ম চুক্তিমূল্য	১ম কার্যসম্পাদন জামানত জমা	২য় চুক্তিমূল্য	২য় চুক্তিমূল্য হিসেবে কার্যসম্পাদন জামানত	এল সি কমিশন চার্জ, পানির নিচের ক্যামেরা ক্রয়ের ক্ষতিপূরণ এবং দরপত্র আহবান ও বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত খরচ বাবদ কর্তন	জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৫-৬)
UNI MARINE SERVICE PTE.LTD	USD 2886000.00	USD 288600.00	২০,২০,০০,০০০	২,০২,০০,০০০/-	৫১,৭৩,৩১৮/-	১,৫০,২৬,৬৮২/-

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব ড. মোঃ জুবায়দুল আলম, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।

পরিশিষ্ট নম্বর-৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩

উপপরিচালকের কার্যালয়

চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল

মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-কে একাধিক প্লট (প্রতি প্লট ১০ একর) ইজারা প্রদান/নবায়ন করায় অনিয়মের বিবরণী:

ক্র. নং	ইজারাগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	প্লট নং (প্রতি প্লট ১০ একর)	ইজারা/নবায়নের তারিখ	প্রাপ্য প্লট সংখ্যা	প্রদত্ত প্লট সংখ্যা	অতিরিক্ত প্লটড় প্রদান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আল জাজিরা শ্রিম্পস এন্টারপ্রাইজ (প্রা:) লি:	৩২১,৩২২ ও ৩২৩	২৯/০৮/১৪২২	১	৩	২
২	মাছরাঙ্গা শ্রিম্প এন্টারপ্রাইজ (প্রা:) লি:	৩২৪, ৩২৫ও ৩২৬	২৯/০৯/১৪২২	১	৩	২
৩	রামপুর শ্রিম্পস এন্ড ডাক এন্টারপ্রাইজ (প্রাইভেট) লিমিটেড	৩২৭, ৩২৮ও ৩২৯	২২/০৯/১৪২২	১	৩	২
৪	নাছিম লতিফ খান	৩৩০,৩৩১ ও ৩৩২		১	৩	২
৫	মেসার্স সেলিম প্লান্টার্স (বাংলাদেশ) লিঃ	৩৩৩, ৩৩৪ ও ৩৩৫	০১/০৪/১৪২২	১	৩	২
৬	পালাকাটা সিকদার কাটা কৃষি সমবায় সমিতি লি:	৩৩৯,৩৪০ ও ৩৪১	০৫/০৬/২০১৪	১	৩	২

৭	কাজী এম, বরকত আলী	৩৪৫,৩৪৬ ও ৩৪৭		১	৩	২
৮	কোষ্টাল এন্টার প্রাইজেস লিমিটেড	৩৪৮,৩৪৯ ও ৩৫০	১৬/০৯/১৪২২	১	৩	২
৯	দরবেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিঃ	৩৫১,৩৫২ ও ৩৫৩	১৬/০৯/১৪২২	১	৩	২
১০	শাহ মধ্য রামপুর শ্রিম্পস এন্ড ডাকারি ফামিং কোম্পানী লিঃ	৩৬০,৩৬১ ও ৩৬২	২৬/০৮/১৪২২	১	৩	২
১১	এম হক ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী লি:	৩৬৩,৩৬৪ ও ৩৬৫		১	৩	২
১২	জনাব কবির আহম্মদ	৩৬৬,৩৬৭ ও ৩৬৮	২৬/০৬/২০১৪	১	৩	২
১৩	জনাব মো: মনসুর উদ্দিন চৌধুরী	৩৬৯, ৩৭০ ও ৩৭১	২৬/০৮/১৪২২	১	৩	২
১৪	আবুল হোসেন শ্রীম্পস ফুড প্রডাক্ট লি:	৩৭৫,৩৭৬ ও৩৭৭		১	৩	২
১৫	জনাব মো: হেলাল উদ্দিন	৩৭৮, ৩৭৯ ও ৩৮০	২৬/০৮/১৪২২	১	৩	২
১৬	জনাব মো: শাফায়েত আজিজ রাজু	৩৮১,৩৮২ ও ৩৮৩	০৬/০১/২০১৬	১	৩	২
১৭	জনাব এম লিয়াকত আলী	৩৮৪,৩৮৫ ও ৩৮৬	০১/০৯/১৪২২	১	৩	২
১৮	জনাব নুরুল হুদা	৩৮৭,৩৮৮ ও ৩৮৯	৩০/০৮/১৪২২	১	৩	২
১৯	জনাব আব্দুল কুদ্দুস	৩৯০,৩৯১ ও ৩৯২	০৭/০২/১৪২১	১	৩	২
২০	জনাব মেহের আলী চৌধুরী	৩৯৩,৩৯৪ ও ৩৯৫	০৩/১১/১৪২২	১	৩	২

২১	জনাব জমিল হোছাইন	৩৯৬,৩৯৭ ও ৩৯৮	১৩/০৭/২০১৪	১	৩	২
২২	জনাব মো: নজরুল ইসলাম	৩৯৯,৪০০ ও ৪০১	২৬/০৮/১৪২২	১	৩	২
২৩	জনাব মো: এনামূল হক	৪০২, ৪০৩ ও ৪০৪	২৩/০৯/১৪২২	১	৩	২
২৪	জনাব শওকত জামিল	৪০৫, ৪০৬ ও ৪০৭	২৬/০৮/১৪২২	১	৩	২
২৫	জনাব মুস্তাকুর রহমান	৪১১,৪১২ ও ৪১৩	২৭/১২/১৪২০	১	৩	২
২৬	জনাব মোহাম্মদ হোসেন	৪১৭,৪১৮ ও ৪১৯	০৪/১২/১৪২০	১	৩	২
২৭	ছেনুয়ারা বেগম	৪২০, ৪২১ ও ৪২২	২৬/০৪/১৪২২	১	৩	২
২৮	জনাব এ.কে.এম এনায়েতুর করিম চৌধুরী	৪২৩, ৪২৪ ও ৪২৫	০৯/০৯/১৪২২	১	৩	২
২৯	মোজাফ্ফরাবাদ শাহপুর মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর	৪২৬, ৪২৭ ও ৪২৮	০৯/০৪/১৪২১	১	৩	২
৩০	সালেহ শ্রীম্প কালচার প্রজেক্ট লিঃ	৪২৯, ৪৩০ ও ৪৩১	২০/১২/২০১৫	১	৩	২
৩১	পালাকাটা মৎস্য চাষ উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৪৩২,৪৩৩ ও ৪৩৪	০৮/০৪/২০১৪	১	৩	২
৩২	মেসার্স চকোরী সী গোল্ড এন্টারপ্রাইজ লিঃ	৪৩৫,৪৩৬ ও ৪৩৭	২১/১২/২০১৫	১	৩	২
৩৩	গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন এর পক্ষে -	৪৩৮-৪৬৭ (৩০টি)	০৪/১২/২০২৪	১	৩০	২৯

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল

০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

পরিশিষ্ট নম্বর-৪.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-৪

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিধি বহির্ভূতভাবে কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পন্ন করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	ভাউচার নং ও তারিখ	কাজের নাম	সরবরাহকারী	টাকা
১	২	৩	৪	৫
০১।	১৫৪৬, তাং ১৮/০৬/২০২৫	মৎস্য অধিদপ্তরের কক্ষ -১০১, ১০৯, ৩০১, ৪০২, ৪০৫, ৪১০, ৪১২, ৫০১, ৫০২,৫০৩, ৫১৩, ৫১৪, ৬০৮, ৬১৬, ৭১২, ৮০৬, ৮১৬, ৯১০, ১১০৭, ১১০৮ এবং অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার	মেসার্স জে এন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	৫,৯৯,১৬৯/-
			মোট	৫,৯৯,১৬৯/-

কথায়: পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত উনসত্তর টাকা মাত্র।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

মৎস্য অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

নন রেসপনসিভ সরবরাহকারীকে রেসপনসিভ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	ভাইচার নং ও তারিখ	সরবরাহকারী	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	১৬৫৫, তাং ২৩/০৬/২০২৫	J-One Trade , Holding #4/12, Shakertech, Adabor, Dhaka-1207	Photocopier Machine with RADF	১	৫১৮৩০০	৫১৮৩০০
			Photocopier Machine	৭	৫২৫০০	৩৬৭৫০০
০২।	১৩৭২, তাং ২৫/০৫/২০২৫	এইচ আর এইচ ভার্সাটাইল ইন্টারন্যাশনাল , বাড়ি-৩৫/৯ (৯ম তলা), সি/২, রুম-০৩, রোড-১০, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।	Split AC (1 Ton)	৪	৬৯৯৯০	২৭৯৯৬০
			Split AC (1.5 Ton)	৩	৮৯৯৯০	২৬৯৯৭০
			Foldable Platform Trolley	১	২০০০০	২০০০০
			Coffee Maker	১	৫৯৯০০	৫৯৯০০
			On payment/Coin Payment Coffee vending machine	১	১১৯৯০০	১১৯৯০০
মোট						১৬,৩৫,৫৩০/-

কথায়: ষোল লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নম্বর-৫

অনুচ্ছেদ নম্বর-৫

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

আরএফকিউ পদ্ধতিতে এআইজি উপকরণ (বকনা বাঁছুর) ক্রয় করা হলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ডিডিও কর্তৃক অর্থ উত্তোলন করার বিররণী:

ক্র: নং	বিল নং ও তারিখ	টোকেন নং ও তারিখ	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	সরবরাহকারীর নাম	অর্থ উত্তোলনকারীর (ডিডিও) নাম, পদবি ও কার্যালয়	উত্তোলিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	০৯ ১৭/১১/২৪	T- 00006787 02-12-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স ইরানী বিল্ডার্স মালিক: মাহাবুবুর রহমান রুবেল	মো: সৌরভ উজ জামান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮০০০০	
২	০৪ ০৪/০২/২৫	T- 00019843 05-02-25	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স হাবিব ট্রেডার্স মালিক: মো: আহসান হাবিব	মো: হাসান মাহমুদুল হক উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	৪৮০০০০	
	০৮ ০১/০৬/২৫	T- 00036995 02-06-25					৪৮০০০০	
	১১ ১১/০৬/২৫	T- 00038425 22-06-25					৪৮০০০০	
৩	০৪ ১০/১১/২৫	T- 00005791 10-11-25	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	এ এম এন্টারপ্রাইজ মালিক: মো: জহরুল আজাদ	ইকবাল হোসেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৪৮০০০০	
	০৩ ১০/১১/২৫	T- 00005792 02-12-24					৪৮০০০০	
৪	০২ ১২/০৮/২৪	T- 00003507 14-08-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স মাতুব্বর কনস্ট্রাকশন মালিক: মো: মাহমুদুল হাসান	মো: মোজাম্মেল হক,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর, ঝালকাঠি	৪৮০০০০	
৫	০৯ ০৪/০৬/২৫	T- 00021144 15-06-25	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ মালিক: মো: নূরুল হুদা	স্নিগ্ধা খা বাবলী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা	৪৮০০০০	
	১১ ১৭/০৬/২৫	T- 00021518 17-06-25			মেসার্স তৈয়বা ডেইরী ফার্ম মালিক: মো: ফারুক আনসারী		৪৭৮৪০০	

৬	০৫ ১৪/০৫/২৫	T- 00026530 15-05-25	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স আরিফ এগ্রোফার্ম মালিক: আরিফুর রহমান	জেসমিন আক্তার সিনি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	৪৮০০০০	
৭	০৩ ০৯/০৯/২৪	T- 00005274 23-09-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	আব্দুর রহিম পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্ম মালিক: মো: আবদুর রহিম	মো: মাহামুদুল ইসলাম চৌধুরী সিনি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	৪৮০০০০	
	০৮ ০৫/১১/২৪	T- 00008718 06-11-24			মেসার্স আজমীর ট্রেডিং মালিক: মো: আবদুর রহিম	মো: রাশিদুল হক সিনি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	৪৮০০০০	
৮	০১ ০৩/০৯/২৪	T- 00004209 03-09-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	প্রজেক্ট ০০৭ মালিক: এস এম মোশাররফ হোসেন	মো: আতিকুল্লাহ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সন্দীপ, চট্টগ্রাম	৪৮০০০০	
	০৫ ০২/০১/২৫	T- 00011769 14-01-25			নেয়ামত এগ্রোফার্ম মালিক: মো: নেয়ামত উল্ল্যাহ		৪৮০০০০	
	১৩ ২২/০৪/২৫	T- 00019775 28-04-25					৪৮০০০০	
৯	০৫ ১২/০৯/২৪	T- 00005427 25-09-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স লাভলু এন্টারপ্রাইজ মালিক: মো: নইমুল হাসান	বিজয় কুমার দাস সিনি: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব উত্তর, চাদপুর	৪৮০০০০	
১০	০২ ১৩/০৮/২৪	T- 00003395 12-08-24	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স হেলদি ডেইরি খামার মালিক: শ্রী জগন্নাথ চন্দ্র দাস	ফাহাদ হাসান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া, নোয়াখালী	৪৮০০০০	
	২২ ২৪/১২/২৪	T- 000012511 26-12-24			মেসার্স আরাফাত এন্টারপ্রাইজ মালিক: মো: ইয়াসিন আরাফাত		৪৮০০০০	
	২৩ ২৪/১২/২৪	T- 000012512 24-12-24					৪৮০০০০	
১১	৩১ ২০/০৬/২৫	T- 00033378 21-06-25	৩৮২১১২৬	বকনা গরু (বাছুর)	মেসার্স জয় এন্টারপ্রাইজ মালিক: মো: ইকরামুল হক	মো: নুর কাজমীর জামান খান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর, পাবনা	৩৯০০০০	
						মোট	৯৫,০৮,৪০০/-	

জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি

অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনে জ্বালানী বাবদ বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ৬,২৮,৯৩৪/- (এক লক্ষ আটাশ হাজার নয়শত চৌত্রিশ) টাকা।

ক্রম. নং	পরিশিষ্ট নং	কস্টসেন্টারসমূহ	জড়িত অর্থ
১	২	৩	৪
০১।		সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	৪,৮০,২৯৭/-
০২।		চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার	১,৪৮,৬৩৭/-
			৬,২৮,৯৩৪/-

পরিশিষ্ট নম্বর-৬.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-৬

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

লগবহি বিহীন যানবাহনে জ্বালানী বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নম্বর	গাড়ী নম্বর	বিল নম্বর ও তারিখ	ভাউচার নম্বর	বিবরণ	পরিমাণ	প্রতি ঘনলিটারের মূল্য	মোট টাকা	মন্তব্য
১	জীপ ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৭৮৩	১২৪, ০৬/১১/২৪	১, ০১/০৮/২৪ হতে ৩১/০৮/২৪	সিএজি	৫৭.৪৭	৪৩/-	২,৪৭১/-	অচল গাড়ী, ১৯/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখের পরে চলাচলের সমর্থনে কোন লগ বহি সরবরাহ করতে পারেননি।
২	ঐ		২, ০১/০৯/২৪ হতে ৩০/০৯/২৪	সিএজি	২৪১.৯৬	৪৩/-	১০,৪০৪/-	
৩	ঐ		৩, ০১/১০/২৪ হতে ৩১/১০/২৪	সিএজি	২৯৩.২৫	৪৩/-	১২,৬১০/-	
৪	ঐ	১৯১, ১৫/০১/২৫	১, ০১/১১/২৪ হতে ৩০/১১/২৪	সিএজি	৩২৮.২৬	৪৩/-	১৪,১১৬/-	
৫	ঐ		২, ০১/১২/২৪ হতে ৩১/১২/২৪	সিএজি	৩৮৯.৩১	৪৩/-	১৬,৭৪১/-	
৬	ঐ	২৭৬, ০৬/০৫/২৫	১, ০১/০১/২৫ হতে ৩১/০১/২৫	সিএজি	৪৫৯.৩৬	৪৩/-	১৯,৭২৫/-	
৭	ঐ		২, ০১/০২/২৫ হতে ২৮/০১/২৫	সিএজি	১০৩.৪৭	৪৩/-	৪,৪৪৯/-	
৮	ঐ	৩০৮, ০১/০৬/২৫	নভেম্বর/২৪	এলপিজি	(১৮০০*৫)	-	৯,০০০/-	
৯	ঐ	২৭০, ০৬/০৫/২৫	১, ০১/১২/২৪ হতে ৩১/১২/২৪	লুকোয়েল সুপার	৫ লিটার	৬৬০/-	৩,৩০০/-	ভাউচারে কোন গাড়ী নম্বর পাওয়া যায়নি।
১০	নাই	১২০, ০৬/১১/২৪	(১-৮) জুন হতে সেপ্টেম্বর	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	-	-	১৩,৬৮৫/-	
১১	নাই	১২১, ০৬/১১/২৪	(১-২) জুন হতে সেপ্টেম্বর	-	-	-	২৯,১৭৪/-	
১২	নাই	৩৪৬, ১৯/০৬/২৫	(১-৫) জুন/২৫	-	-	-	১২,৯৬২/-	
মোট							১,৪৮,৬৩৭/-	

কথায়: এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত সাইত্রিশ টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: ড. মঈন উদ্দিন আহমদ

পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-৬.২
অনুচ্ছেদ নম্বর-৬

উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার

অর্থবছর: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫

সংস্থার স্পীড বোট ২০ বছর যাবৎ অচল থাকলেও স্পীড বোট চলাচল দেখায়ে জ্বালানী খরচের বিল বাবদ অর্থ উত্তোলনে ক্ষতির বিবরণী:

২০২১-২০২২					
ক্রমিক নং	বিল নং তারিখ	ব্যয় বিবরণ	যে মাসের জ্বালানী	জ্বালানী ব্যয়	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	২৩২, তারিখ: ০৯/০৩/২২	স্পীডবোটের জ্বালানী	জানুয়ারী/২২	২০,০৭০/-	সংস্থার স্পীডবোট ২০ বছর যাবৎ অচল থাকলেও স্পীডবোট চলাচল দেখায়ে জ্বালানী খরচের বিল বাবদ অর্থ উত্তোলন
০২	১৭৬, তারিখ: ০৮/০৯/২১	ঐ	জুলাই/২১	১৯,৯৮০/-	
০৩	২৮৮, তারিখ: ২৩/০৫/২২	ঐ	এপ্রিল/২২	২০,২৫০/-	
০৪	২৭৯, তারিখ: ১২/০৫/২২	ঐ	ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ/২২	৪০,০৫০/-	
০৫	২০৪, তারিখ: ০৯/০১/২২	ঐ	ডিসেম্বর/২১	৩৮,৯০০/-	
২০২২-২০২৩					
ক্রমিক নং	বিল নং তারিখ	ব্যয় বিবরণ	যে মাসের জ্বালানী	জ্বালানী ব্যয়	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	১৩১, তারিখঃ ১০/০৫/২০২৩	ঐ	মার্চ/২৩	১১,৯৭০/-	ঐ
০২	৭৬, তারিখঃ ২২/০১/২০২৩	ঐ	নভেম্বর এবং ডিসেম্বর/২২	৪৩,১৬০/-	ঐ
০৩	১৭, তারিখঃ ২০/০৯/২০২২	ঐ	জুলাই এবং	৪৮,৬১৫/-	
২০২৩-২০২৪					
ক্রমিক নং	বিল নং তারিখ	ব্যয় বিবরণ	যে মাসের জ্বালানী	জ্বালানী ব্যয়	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	৪৮, তারিখঃ ০১/১১/২০২৩	ঐ	এপ্রিল/২৩-আগস্ট/২৩	১,১৯,২১০/-	ঐ
২০২৪-২০২৫					
ক্রমিক নং	বিল নং তারিখ	ব্যয় বিবরণ	যে মাসের জ্বালানী	জ্বালানী ব্যয়	মন্তব্য

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	৩৫, তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৪	ঐ	জুলাই/২৪-সেপ্টেম্বর/২৪	১,১৮,০৯২/-	ঐ
			মোট	৪,৮০,২৯৭/-	

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

পরিশিষ্ট নম্বর-৭

অনুচ্ছেদ নম্বর-৭

বিল আইটেম নং	এমবি নং ও পৃষ্ঠা নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রদত্ত কাজের পরিমাপ	দর	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৮	৯(৭×৮)
বিল আইটেম নং-২৪	এমবি নং-১ পৃষ্ঠা নং-১২৫	Gaid Wall এর কাজ	মেসার্স ইউ এম ট্রেডাস, রঙ্গামাটি।	১১.৭৭৩ ঘ.মি	৬০০০.০০	৭০,৬৩৮.০০
বিল আইটেম নং-২৮	এমবি নং-১ পৃষ্ঠা নং-১২৭	Yeard (Infornt Office) এর কাজ	মেসার্স ইউ এম ট্রেডাস, রঙ্গামাটি।	৩৭.৭০৪ ঘ.মি	১৬০০০.০০	৬,০৩,২৬৪.০০
মোট						৬,৭৩,৯০২

কথায়:ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত দুই টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুল্লা আল হাসান

পদবী: প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙামাটি

পরিশিষ্ট নম্বর-৮
অনুচ্ছেদ নম্বর-৮

“পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙ্গামাটি”

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ভবন নির্মাণ কাজে Rcc Cast in Situ Pile Rod এর কাজ এমবি-তে বেশি রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

বিল আইটেম নং	এমবি নং ও পৃষ্ঠা নং	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	প্রদত্ত কাজের পরিমাপ	আরসিসি কাষ্ট ইন সিটু পাইলে রডের পরিমাণ	রডের পার্থক্য	দর	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯(৭×৮)
বিল আইটেম নং-৭	এমবি নং-১ পৃষ্ঠা নং-১১৮	ডিফর্মবার রড এর কাজ	মেসার্স ইউ এম ট্রেডাস, রঙ্গামাটি।	১৭৬০৭.৪৫০ কেজি	Spairal-১০মি.মি. ১৮"-৬"=১২"=১’ (ফুট) Length Per of Spairal bar= =৩.১৪১৬×১’= ৩.১৪১৬’(ফুট) Number of Spairal= (৩৮×১২)/৪ +১ =১১৫ Nos মোট দৈর্ঘ্য =১১৫+৩.১৪১৬ =৩৬১.২৮ ফুট×০.১৮৮ =৬৭.৯২ কেজি ৫৯ টি পাইলের ক্ষেত্রে ৬৭.৯২×৫৯=৪,০০৭.৩১ কেজি Main Rod- ১৬মি.মি. 6 Vertical Rod= ৬NoS×৪০’(ফুট)=২৪০ঘ.ফুট×০.৪৮১১৫.২০ কেজি×৫৯=৬,৭৯৬ কেজি মোট=(৪,০০৭.৩১+৬,৭৯৬)কেজি =১০,৮০৩.৩১ কেজি	৬,৮০৪.০৯ কেজি	৭০.০০১	৪,৭৬,২৯৩
মোট								৪,৭৬,২৯৩

কথায়ঃ চার লক্ষ ছেয়াত্তর হাজার দুইশত তিরানব্বই টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুল্লা আল হাসান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙামাটি

পরিশিষ্ট নম্বর-৯
অনুচ্ছেদ নম্বর-৯

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

খননকৃত স্থান হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ বাদ না দিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক	ঠিকাদার	কাজের নাম	ভাউচার নং ও তারিখ	Earth excavation হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমান	Earth Filling item-এ ব্যবহৃত মাটির পরিমান	Filling item-এ ব্যবহৃত মাটির রেট	Earth excavation হতে প্রাপ্ত মাটি Earth Filling item-এ ব্যবহার করাতে মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৫×৭)
1.	D.S Enterprise	Construction of Boundary wall	300 dt. 22.06.2025	৪৭৫.৭৩ ঘনমিটার। [আইটেম নং-২]	৭২৯.৭৮ ঘনমিটার [আইটেম নং-৮]	প্রতি ঘনমিটার ৬৫৫.৭৮ টাকা	৩,১১,৯৭৪ টাকা
							৩,১১,৯৭৪

কথায়: তিন লক্ষ এগার হাজার নয়শত চুয়াত্তর টাকা

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক,
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পরিশিষ্ট নম্বর-১০
অনুচ্ছেদ নম্বর-১০

মৎস্য অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি যানবাহন পুলে জমা না করার বিবরণী:

ক্র.নং	গাড়ির রেজি. নম্বর	গাড়ির ধরণ	যানবাহন প্রাপ্তির উৎস ও প্রকল্পের মেয়াদ	যানবাহন ব্যবহারকারীর নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-০১৫৩	পাজেরো জিপ	নিমগাছি সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্প (সেপ্টে./২০১৪-২০১৯)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর।	
২	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-০৪০৮	পাজেরো জিপ	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প(জানু/১৫-জুন/২২)	উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ।	
৩	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৩৬৬১	ডাবল কেরি পিকআপ	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (মার্চ/২০১৫-জুন/২০২০)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, গাজীপুর।	
৪	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-১০৪৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুর্নবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২-২০১৮)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, রাজবাড়ী।	
৫	রাঙ্গামাটি-ঠ-১১-০০৩২	পিকআপ	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৭)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, রাঙ্গামাটি।	
৬	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৩৬৬৩	কেরিবয়	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (মার্চ/২০১৫-জুন/২০২০)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, মাগুরা।	
৭	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২৩৮২	কেরিবয়	মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুর্নবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২-২০১৮)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঝিনাইদহ।	
৮	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-১০৪৩	কেরিবয়	মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুর্নবাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২-২০১৮)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পিরোজপুর।	
৯	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-১৫৫৮	কেরিবয়	হীরা সাগর মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই/২০১১-জুন/২০১৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সিরাজগঞ্জ।	

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট নম্বর-১১
অনুচ্ছেদ নম্বর-১১

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে নিলামযোগ্য যানবাহন নিলামে বিক্রি না করার বিবরণী:

ক্র.নং	গাড়ির নম্বর	ধরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	ঢাকা মেট্রো-শ-১১-২৪০০	ট্রাক	
২	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-২৮৪৮	জিপ	
৩	খুলনা-মেট্রো-ঘ-০২-০০১৮	প্রগতি পাজেরো জিপ	
৪	খুলনা-মেট্রো-ঘ-০২-০১২২	নিশান জিপ	
৫	ঢাকা মেট্রো-ভ-৮৬০৫	প্রগতি পাজেরো জিপ	
৬	ঢাকা মেট্রো-ন-৯৩৩৭	পিকআপ	
৭	ঢাকা মেট্রো-চ-৫১-০৮৩৬	মাইক্রোবাস	
৮	রাজ মেট্রো-ঘ-০২-০০০৫	নিশান জিপ	
৯	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৯১৪৯	প্রাইভেট কার	

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

উপপরিচালকের কার্যালয় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ইজারা প্রাপ্ত জমিতে নিজে চিংড়ি চাষ না করে অন্য কৃষক/চাষীদের বর্গা দেয়ায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারা গ্রহীতার নাম, পিতা/ স্বামীর নাম ও ঠিকানা	প্লট নং ও জায়গার পরিমাণ	ইজারা প্রাপ্তির তারিখ	মেয়াদ	প্রতি একরের হার	ইজারার মূল্য	৩০ শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (১৩/০৪/ ২০২৫খ্রি. পর্যন্ত) মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মোহাম্মদ আমিন, মৃত মোঃ জামাল, চকবাজার, কোতায়ালী, চট্টগ্রাম	১৩২, ১০ একর	১৬/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
২	শাহাজাদা মোহাম্মদ নেয়ামতউল্লাহ খান. মৃত আলহ্বাজ শাহাজাদা মোঃ ফৌজুল কবির খান, আন্দর কিল্লা, কোতোয়ালী,চট্টগ্রাম	১৩৪, ১০ একর	২২/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৩	জাফর আহমদ, নুর মোহাম্মদ,বাঁশ খালী, চট্টগ্রাম	১০০, ১০ একর	২৭/ ০৮২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৪	মোহাম্মদ আলী, কবির আদমদ, বান্দরবান সদর, বান্দরবান	১৩৬, ১০ একর	০৩/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৫	সৈয়দ মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, সৈয়দ মোহাম্মদ কালু সুফী, বান্দরবান সদর,বান্দরবান	১৩৮, ১০ একর	০৫/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	

৬	মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন, মৃত গুরা মিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	১৪৪, ১০ একর	২৫/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৭	মোজাহারুল হক চৌধুরী, মৃত আলহ্বাজ নুরুল হক চৌধুরী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১৪৭, ১০ একর	২৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৮	বজলুর রশিদ, মৃত হাজী আবুল খায়ের, মেহেদীবাগ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৪৮, ১০ একর	২৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
৯	অধীর চন্দ্র ঘোষ, মৃত নলিনীরঞ্জন ঘোষ,জয়নাব কলোনী, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৪৯, ১০ একর	০১/১২/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০০০০/-	১১ বৎসর	
১০	মোঃ আব্দুর করিম চৌধুরী, মৃত জামাল আহমদ চৌধুরী, খুলশী, চট্টগ্রাম	১৫১, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১১	দৌলত নাহার, মৃত নবিদুল হক,চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম	১৫২, ১০ একর	০৫/০১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১২	হাবিবুল আহসান, মৃত সিরাজুল হক, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	১৫৩, ১০ একর	২০/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৩	আতিকুর রহমান, মৃত আহমদুর রহমান, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১৫৪, ১০ একর	২৭/০৮/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৪	আমিনুল হক, হাজী আব্দুর রহমান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	১৫৫, ১০ একর	২০/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

১৫	নাসিমা আক্তার মজুমদার, আলমগীর, মজুমদার, খিঁলগাঁও, ঢাকা	১৫৬, ১০ একর	১১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৬	খোদেজা খানম, মৃত নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৫৭, ১০ একর	০৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৭	মঞ্জুর মোর্শেদ রাসেল, মৃত ফকির আহমেদ, ডবল মুরিং, চট্টগ্রাম	১৫৮, ১০ একর	১৫/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৮	এ.কে.এম নুরুল আলম, মৃত এম এ সালাম, চান্দগাঁও,চট্টগ্রাম	১৫৯, ১০ একর	০৯/০৮/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১৯	মনোয়ার কামাল, মোঃ ছালেহ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	১৬০, ১০ একর	১৭/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২০	মোঃ ইলিয়াস চৌধুরী, মরহুম আলহ্বাজ সোলতান আহমদ চৌধুরী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	১৬১, ১০ একর	২১/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২১	মৌলানা মোঃ আনওয়ারুল হক, শাহ মাওলানা আব্দুল মজিদ (রহ:), কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৬২, ১০ একর	১৮/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২২	কাজী আব্দুল হক, মৃত আলহ্বাজ আব্দুল মালেক মাস্টার, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	১৬৩, ১০ একর	২৯/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৩	রেহেনা হালিম, মৃত আব্দুল হালিম, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৬৪, ১০ একর	২৮/০১/ ২০১৫	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

২৪.	মোস্তাফিজুর রহমান, মৃত মোখলেছুর রহমান মিয়া, হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৬৫, ১০ একর	১৪/০১/ ২০১৫	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৫	মীর দিল মোহাম্মদ খানঁ, মৃত মীর ওমর আলী খান	১৬৮, ১০ একর	০৪/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৬.	মোঃ সেলিম উদ্দিন মিন্টু, মরহুম আব্দুল কুদ্দুস, খুলশী, চট্টগ্রাম	১৬৯, ১০ একর	১৩/০৭/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৭	সৈয়দ শেখুল ইসলাম, মৃত প্রফেসর ড. আব্দুল করিম, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	১৭০, ১০ একর	৩১/০৩/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৮	মোহাম্মদ নুরল আনোয়ার, মৃত মখলেছুর রহমান, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	১৭১, ১০ একর	১৫/০১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
২৯	মোঃ আমিনুল ইসলাম, মৃত শামসুল আলম, খুলশী, চট্টগ্রাম	১৭২, ১০ একর	১৩/০৮/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩০	হেফাজতুর রহমান, মৃত হাজী গুরা মিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	১৭৩, ১০ একর	১৫/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩১	এ.কে.এম তৌহিদুল হায়দার চৌধুরী, মৃত এ.কে.এম হায়দার মিয়া চৌধুরী,	১৭৪, ১০ একর	১৫/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩২.	মোঃ রফিকুল হোসেন চৌধুরী, মোঃ হোসেন চৌধুরী, মিরপুর, ঢাকা	১৭৬, ১০ একর	১৭/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩৩	নাসরিন ফারজানা, মোহাম্মদ আমির, চাঁন্দগাঁও, চট্টগ্রাম	১৭৮, ১০ একর	০৬/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৩৪	মোহাম্মদ ইছহাক, মৃত মোহাম্মদ মিয়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	১৭৯, ১০ একর	২৫/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩৫	মোসলেম উদ্দিন আহমদ, মৃত মোশাররফ উদ্দিন, আহমদ, খুলশী, চট্টগ্রাম	১৮১, ১০ একর	১৯/০৮/ ২০১৫	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৩৬	সাচিং প্রু, অং শৈ প্রু চৌধুরী, বান্দরবান সদর, বান্দরবান	১৮২, ১০ একর	২৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩৭	মাহাবুবুর রহমান, ফজল কবির, বান্দরবান সদর, বান্দরবান	১৮৪, ১০ একর	২১/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩৮.	মোহাম্মদ আবুল মনসুর জাহাঙ্গীর, মৃত তমিজুর রহমান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	১৮৭, ১০ একর	০২/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৩৯	নাঈমুল আহসান, আবুল বসির পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম,	১৮৮, ১০ একর	২৩/০৩/ ২০১৬	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৪০.	রওশন আফরোজ, মৃত কাজী মোঃ শাহাজান, চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম	১৯০, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪১	ইফতেখার আহম্মেদ, মৃত আবদুল ছাত্তার, পাঁচলিাইশ, চট্টগ্রাম, মৃত আব্দুল সাত্তার	১৯১, ১০ একর	১৮/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪২	মোস্তফা বেগম, মৃত শহীদ গোলাম কাদের, চকরিয়া, কক্সবাজার	১৯৪, ১০ একর	১৮/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪৩	ছুফিয়া বেগম, মৃত এ.টি.এম জহিরুল হক, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	১৯৬, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৪৪	শাহানাজ বেগম, মৃত মোঃ শফি, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম	১৯৮, ১০ একর	০১/০১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪৫	সাইফ উদ্দীন মাহমুদ,মৃত আলহাজ্ব মোঃ নুরুল হুদা, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম	২০০, ১০ একর	১২/০১/ ২০১৬	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৪৬.	এস.এম. ইদ্রীস , মৃত এম.এ জব্বার, পাঁচলাইশ চট্টগ্রাম	১৪০, ১০ একর	১৪/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন, মৃত সুলতান আহমদ, গুলশান-২. ঢাকা	১৪১, ১০ একর	০৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪৮	শেখ মঈনুদ্দীন রেজা আলী চৌধুরী, মৃত শেখ মোস্তফা আলী চৌধুরী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	১৫০, ১০ একর	০১/০৯/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৪৯	আবুল কালাম আজাদ, মীর আহমদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	৩০৩, ১০ একর	২০/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫০	আনিসুর রহমান চৌধুরী, মৃত ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, দাগনভূঁঞা, ফেনী	৩০২, ১০ একর	১৫/০৭/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫১.	এম.এ সেলিম চৌধুরী, মৃত এম.এ লতিফ চৌধুরী, ডবলমুরিং,চট্টগ্রাম	৩০২, ১০ একর	১৬/০৭/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫২	মনোয়ারূল ইসলাম, মৃত মস্তাসিরুল ইসলাম, খুলশী, চট্টগ্রাম	৩০৪, ১০ একর	২৭/০৭/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৩	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মৃত সৈয়দ আলী, শ্যামপুর, ঢাকা	৩০৫, ১০ একর	১৭/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৫৪	মোঃ আলতাফ হোসেন, মৃত ইজাহার আলী, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	৩০৬, ১০ একর	২১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৫.	মোঃ আখতার হোসেন, মোঃ ইদ্রিস আলী, তিতাস, কুমিল্লা	৩০৭, ১০ একর	২১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৬	এ.এইচ.এম আব্দুল মোমেন, মৃত মহসিন উদ্দিন আহম্মদ, কাফরুল, ঢাকা	৩০৮, ১০ একর	১২/০১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৭	এ. কে. এম শামসুদ্দিন আজাদ, মোকসেদুর রহমান, বরিশাল সদর, বরিশাল	৩১০, ১০ একর	২৯/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৮.	মোঃ আলমগীর খান, মোঃ কুদ্দুছ খান, গোপালপুর, টাঙ্গাইল	৩১১, ১০ একর	১৯/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৫৯.	আঞ্জুমান আরা বেগম, মৃত আব্দুল ওয়াহেদ, মোহাম্মদপুর , ঢাকা	৩১২, ১০ একর	০৪/০৯/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৬০.	মাহাবুব উল আলম, মরহুম হোসেন, টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল	৩১৩, ১০ একর	১৪/০৯/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৬১.	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, মোঃ বাচ্চা মিয়া, রংপুর সদর, রংপুর	৩১৪, ১০ একর	২৬/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৬২	মোহাম্মদ ছানা উল্যাহ, মৃত মাস্টার আব্দুল হালিম, সেনবাগ, নোয়াখালী	৩১৫, ১০ একর	২৪/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৬৩.	মোঃ ইউসুফ, শহীদ কালা মিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	৩১৬, ১০ একর	৩১/০৭/ ২০১৬	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৬৪.	মোঃ জহিরুল হক, মৃত সিরাজুল হক, হাজারীবাগ, ঢাকা	৩১৭, ১০ একর	২১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৬৫	মোহাম্মদ ইউনুস, মৃত নুর হোসেন, খুলশী, চট্টগাম	৩৭২, ১০ একর	২৬/০৪/ ২০১৬	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৬৬.	কামাল উদ্দিন খান, মৃত মকবুল আলী খান , চাঁন্দগাঁও, চট্টগ্রাম	৩৭৪, ১০ একর	২৫/০৫/ ২০১৬	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৬৭.	জো্বাইরা নার্গিস খান, মৃত সেকেন্দার হায়দার খান, চাঁন্দগাঁও, চট্টগ্রাম	৪০৯, ১০ একর	২৩/০২/ ২০১৭	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৬৮	মোঃ রাহাত ইবনে আফসার, মৃত মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন,গুলশান, ঢাকা	৪১৫, ১০ একর	২৯/০১/ ২০১৫	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৬৯	মোঃ আব্দুল খালেক ভূঁইয়া, মৃত আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া, কাফরুল, ঢাকা	৪১৬, ১০ একর	১৭/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭০.	এ.কে.এম জামাল খান, মৃত মোঃ আব্দুল গনি খান, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	২৯০, ১০ একর	২২/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭১.	আব্দুল গফুর হাজারী, মৃত আব্দুল ওহাব হাজারী, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা	২৯২, ১০ একর	২২/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭২.	এস.এম ওবায়দুল্লাহ, মৃত এস.এম আব্দুল্লাহ, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	২৯৪, ১০ একর	২৫/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৭৩.	এ.কে,এম আব্দুল গাফ্ফার, মৃত আব্দুল ওয়াদুদ, শ্যামপুর, ঢাকা	২৯৮, ১০ একর	০৩/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৪.	নুর জাহান বেগম, মৃত মীর আবদুল হক, উত্তরা, ঢাকা	৩০০, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৫.	আলহাজ শেখ মো: উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মৃত মৌলভী মোহাম্মদ সাঈদ উল্লাহ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২৮৮, ১০ একর	১৬/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৬	মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মৃত মোহাম্মদ ঈব্রাহীম মিয়া, হালিশহর, চট্টগ্রাম	২৮৪, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৭.	মাকসুদুর রহমান, মরহুম মো: সিদ্দিকুর রহমান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৮২, ১০ একর	১৭/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৮	মো: শহীদ উল্যা, মৃত রশীদুল্লাহ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখাল	২৮০, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৭৯.	আফরিনা সিদ্দিকী, মুর্শেদ হাসান সিদ্দিকী, সবুজবাগ, ঢাকা	২৬৬, ১০ একর	২৮/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮০.	আবুল কাশেম, মৃত মকবুল আহম্মাদ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	২৭৮, ১০ একর	৩০/১১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮১	শাকিল আহমেদ, নুরুন নবী, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	২৭৬, ১০ একর	২৫/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৮২.	আমেনা বেগম, অজি উললা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	২৭৪, ১০ একর	২৬/১১/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৩	ছৈয়দ মোশারফ হোসেন, মৃত ছৈয়দ আব্দুস ছাত্তার, পল্লবী মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	২৭২, ১০ একর	২২/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৪.	মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মৃত আব্দুল হেকিম, হবিগঞ্জ সদর	২৭০, ১০ একর	২৪/১১/ ২০১৫	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৮৫	মোহাম্মদ ফজলুল কাদের, মৃত রাজা মিয়া, চক বাজার, চট্টগ্রাম	২৬৪, ১০ একর	০৪/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৬.	সৈয়াদা সারা সালাউদ্দিন, মৃত গোলাম সালাউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২৪৮, ১০ একর	২২/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৭.	কেএম নজরুল আলম, মৃত কেএম বদরুদ্দোজা, নিউমার্কেট, ঢাকা	২৬২, ১০ একর	২৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৮	ডব্লিউ এম ফারুক খাদেম, মরহুম এ. মোমেন খাদেম, পল্টন, ঢাকা	২৬০, ১০ একর	২৫/০৩/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৮৯.	মো: সানাউল্লাহ্ (সানু), মৃত হাজী মো: ওবায়েদ উল্লাহ্, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৫৯, ১০ একর	২০/০৩/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯০	আনোয়ার হোসেন, আব্দুল আলেক মিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	২৫৪, ১০ একর	১৯/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

৯১	সাফায়েতুল ওহাব চৌধুরী, মৃত জিল্লুর রহিম চৌধুরী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২৫৫, ১০ একর	০১/০৩/ ২০১৭	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১০ বৎসর	
৯২	এম এ আজিজ, মৃত পেয়ারু মিয়া, লালবাগ, ঢাকা	২৫২, ১০ একর	২১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৩	আব্দুল আজিজ মিয়া, মৃত আব্দুল গনী মিয়া, শাহাবাগ, ঢাকা	২৪৪, ১০ একর	২৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৪.	মো: গোলাম সারওয়ার জুয়েল, মৃত আজিমুদ্দিন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২৩৫, ১০ একর	২১/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৫.	মো: সাইফুল ইসলাম, মৃত সৈয়দ আলী, লালবাগ, ঢাকা	২৩৪, ১০ একর	০৭/১২/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৬.	সৈয়দ মুশতাক হোসেন, মৃত সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, খিলখেত, ঢাকা	২৩২, ১০ একর	০৫/০৫/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৭	ড. মিয়া মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, মৃত আব্দুর রশিদ মিয়া (বাদশা মিয়া), নিউমার্কেট, ঢাকা	২২৮, ১০ একর	০৯/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৮	আব্দুর আহাদ চৌধুরী, মৃত ওবাইদুননুর চৌধুরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	২২৬, ১০ একর	১৬/০৬/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
৯৯	মো: শোয়েব চৌধুরী, মরহুম আব্দুল কাদের চৌধুরী, গুলশান, ঢাকা	২২৪, ১০ একর	২৩/০৭/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

১০০	দেওয়ান জহির আহমেদ চৌধুরী, মৃত দেওয়ান আহমেদ চৌধুরী, মতিঝিল, ঢাকা	২১৭, ১০ একর	২১/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১০১.	মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ, মৃত মোহাম্মদ কবীর মিয়া, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম	২১২, ১০ একর	১৮/০৯/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
1১০২	মো: নূরুল আলম, মৃত হাজী শাহ আলম, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	২০৪, ১০ একর	০২/০৪/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	
১০৩	সুলতান সিদ্দিক ফয়সাল জলিল চৌধুরী, মৃত সুলতান আহমদ চৌধুরী, পাঁচলাইশ , চট্টগ্রাম	২০২, ১০ একর	২৭/১০/ ২০১৪	২০ বৎসর	২০০০/-	২০,০০০/-	১১ বৎসর	

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

পরিশিষ্ট নম্বর-১৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ, সরকারি কার্য ভবন-০২, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫

অর্গানোগ্রামে জনবলের পদ না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল দেখিয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রেষণে ন্যাস্তকৃত পদ	মাসের নাম	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	লে: কমান্ডার শরফুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী	স্কীপার	০১/১১/২০২৩	১৪১৩৬২	
			০১/১২/২০২৩	১৪১৩৬২	
			০১/০১/২০২৪	১৪১৩৬২	
			০১/০২/২০২৪	১৫৩৩৪৭	
			০১/০৩/২০২৪	২০৯০৪৩	
			০১/০৪/২০২৪	১৬৮১৪৭	
			০১/০৫/২০২৪	১৯৮৩২১	
			০১/০৬/২০২৪	১৪৪৭১১	
			০১/০৭/২০২৪	১৪৪৭১১	
			০১/০৮/২০২৪	১৪৮২২০	
			০১/০৯/২০২৪	১৪৮২২০	
			০১/১০/২০২৪	১৪৮২২০	
			০১/১১/২০২৪	১৪৮২২০	
			০১/১২/২০২৪	১৪৮৬২০	
			০১/০১/২০২৫	১৪৭৬২০	
			০১/০২/২০২৫	১৪৭৬২০	
			০১/০৩/২০২৫	৩৬২৪৭৭	
			০১/০৪/২০২৫	২০৪৬৫০	
			০১/০৬/২০২৫	১৬২৬১০	

মোট=				৩২,০৮,৮৪৩/-	
২	লে: কমান্ডার উমায়ের আলম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী	২য় প্রকৌশলী	০১/১১/২০২৩	৭৭৬৯৭	
			০১/১২/২০২৩	৭৭৬৯৭	
			০১/০১/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০২/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৩/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৪/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৫/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৬/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			বাংলা নববর্ষ ভাতা	৮৬০০	
			উৎসব ভাতা	৮৬০০০	
			০১/০৭/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৮/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/০৯/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/১০/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/১১/২০২৪	৭৭৬৯৭	
			০১/১২/২০২৪	৭৭০৯৭	
			০১/০১/২০২৫	৭৭০৯৭	
			০১/০২/২০২৫	৭৭০৯৭	
			০১/০৩/২০২৫	৭৭০৯৭	
			০১/০৪/২০২৫	৭৭০৯৭	
			০১/০৫/২০২৫	৭৭০৯৭	
			০১/০৬/২০২৫	৭৭০৯৭	
			বাংলা নববর্ষ ভাতা	৮৬০০	
			উৎসব ভাতা	৮৬০০০	
			শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪৩০০০	

মোট=				১৭,৮১,৯৪০/-	
৩	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, বাংলাদেশ নৌবাহিনী	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী	০১/১১/২০২৩	৭১৯৫৪	
			০১/১২/২০২৩	৭১৯৫৪	
			০১/০১/২০২৪	৭১৯৫৪	
			০১/০২/২০২৪	৭১৯৫৪	
			০১/০৩/২০২৪	৭১৯৫৪	
			০১/০৪/২০২৪	৭১৯৫৪	
			০১/০৫/২০২৪	৭১৯৫৪	
			০১/০৬/২০২৪	৭১৯৫৪	
			বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭২৮৬	
			উৎসব ভাতা	৭২৮৬০	
			০১/০৭/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/০৮/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/০৯/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/১০/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/১১/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/১২/২০২৪	৭৩৭৭৪	
			০১/০১/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			০১/০২/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			০১/০৩/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			০১/০৪/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			০১/০৫/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			০১/০৬/২০২৫	৭৩৭৭৪	
			বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭৬৫০	
			উৎসব ভাতা	৭৬৫০০	
মোট=				১৬,২৫,২১৬/-	
সর্বমোট=				৬৬,১৫,৯৯৯/-	

কথায়: ছেষট্টি লক্ষ পনের হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: ড. মঈন উদ্দিন আহমদ
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-১৪
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪

উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার

অর্থবছর: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫

ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারার বিলের উপর ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারাদাতা	ইজারা গ্রহীতা	মোট চিংড়ি প্লট	১৩/০৪/২০২৫ পর্যন্ত সময়ে মোট আদায়	ভ্যাট হার	ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করাতে রাজস্ব ক্ষতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	উপপরিচালক, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার	৩৭৫ জন [তালিকা সংযুক্ত]	৪৬৭ টি	৯,৫৩,৯১,১৪৮/-	১৫%	১,৪৩,০৮,৬৭২/-
মোট						১,৪৩,০৮,৬৭২/-

কথায়: এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা।

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারা আদায়ের উপর আয়কর কর্তন না করা এবং অন্যান্য বিলের উপর কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪০,১০,৩৬০/- (চল্লিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা।

ক্রম. নং	পরিশিষ্ট নং	কস্টসেন্টারসমূহ	জড়িত টাকা
০১।		উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার	৩৮,১৫,৬৪৫/-
০২।		ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।	৬৭,২০০/-
০৩।		মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, সাভার কার্যালয়	১,২৭,৫১৫/-
			৪০,১০,৩৬০/-

পরিশিষ্ট নম্বর-১৫.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫

কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজারের কার্যালয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, সাভার, ঢাকা।

অর্থবছর:২০২৩-২০২৪
নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করার বিবরণী:

ক্রম. নং	বিল নম্বর ও তারিখ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	বিলের বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনকৃত হার	কর্তনকৃত অর্থ	প্রযাজ্য হার	কর্তনযোগ্য অর্থ	কম কর্তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৯-৭)
১	৭৭ ৩০/০৬/২৪	কুরি এন্ড কোম্পানি	গবেষণা সরঞ্জামাদি	৪৩,৮৫,১৮৪/-	৩	১৩১৫৫৬	৫	২১৯২৫৯	৮৭৭০৪
২	১৮১ ১৩/০৬/২৪			১৯,৯০,৫৮০/-	৩	৫৯৭১৭	৫	৯৯৫২৯	৩৯৮১২
মোট্									১,২৭,৫১৫/-

কথায়: এক লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত পনের টাকা মাত্র।

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব শিল্পী দে, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করার বিররণী:

ক্র: নং	কস্ট সেন্টারের নাম	ভাউচার নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	বিবরণ	পরিশোধিত টাকা	কর্তনকৃত হার	কর্তনকৃত অর্থ	প্রযোজ্য হার	কর্তনযোগ্য অর্থ	কম কর্তন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১=১০-৮
১	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আমতলী, বরগুনা	০৩ ২৭/০৮/২৪	এ.এম এন্টারপ্রাইজ	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
২	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বরগুনা, সদর	০১ ১১/০৮/২৪	এ.এম এন্টারপ্রাইজ	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
৩	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পাথর ঘাটা, বরগুনা	০২ ০৮/০৮/২৪	মেসার্স খান ট্রেডার্স	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
৪	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বেতাগী, বরগুনা	০২ ১৮/০৮/২৪	এ.এম এন্টারপ্রাইজ	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
৫	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বরিশাল	৯১ ১৭/০৬/২৫	এ.এম এন্টারপ্রাইজ	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০

৬		৯০ ১৭/০৬/ ২৫	এ.এম এন্টারপ্রাইজ	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
৭	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলা, সদর	০২ ১৮/০৮/ ২৪	মেসার্স হাওলাদার বিল্ডার্স	বকনা বাছুর	৪৮০০০০	৩	১৪৪০০	৫	২৪০০০	৯৬০০
				মোট	৩৩৬০০০০		১০০৮০০		১৬৮,০০০	৬৭,২০০/-
	জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি									

সাতষট্টি হাজার দুইশত টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নম্বর-১৫.৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫

উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার

অর্থবছর: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫

ভূমি/চিংড়ি প্লট ইজারার বিলের উপর আয়কর আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইজারাদাতা	ইজারা গ্রহীতা	মোট চিংড়ি প্লট	১৩/০৪/২০২৫ পর্যন্ত সময়ে মোট আদায়	আয়কর হার	আয়কর আদায় ও সরকারি খাতে জমা না করাতে রাজস্ব ক্ষতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	উপপরিচালক, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার	৩৭৫ জন [তালিকা সংযুক্ত]	৪৬৭টি	৯,৫৩,৯১,১৪৮/-	৪%	৩৮,১৫,৬৪৫/-
					মোট	৩৮,১৫,৬৪৫/-

কথায়: আটত্রিশ লক্ষ পনের হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ টাকা।

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

পরিশিষ্ট নম্বর-১৬
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ির জ্বালানি ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র. নং	গাড়ীর নম্বর	মাসের নাম	ভাউচার নং ও তারিখ	জ্বালানীর ধরন	বিলে টাকার পরিমাণ	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৭৭৭২	মে আংশিক /২০২৪	৭৭, তাং১৮/০৮/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৬৬৯৫৪০	৫৫৮৯০
	১৯৯৪	”	”	”		৪৪৯৪০
	৬৫২০	”	”	”		৪৮৪০০
	০০৮১	”	”	”		৫১৬১০
২	৫৪৮৭	এপ্রিল অবশিষ্ট/২০২৪	৭৬, তাং ১৮/০৮/২০২৪	অকটেনসহ অন্যান্য	১৯৩৩৪০	২৯৫৬০
৩	৩৫৯৪	জুলাই/২০২৪	২৩০, তাং ১০/০৯/২০২৪	সিএনজি	২২০১৫৩	৭৫২০
	১৭৮৪	”	”	”		৪৮৪৫
৪	১৭৮৪	জুন /২০২৪	২২৯, তাং ১০/০৯/২০২৪	সিএনজি	১৮৬৯৮৮	৭৯৪১
	৩৫৯৪	”	”	”		১১৪১২
৫	৩৫৯৪	মে /২০২৪	২২৮, তাং ১০/০৯/২০২৪	সিএনজি	২০৫২০৮	১১৬০৬
	১৭৮৪	”	”	”		৭৯৪৪
	২২৭০	”	”	”		৩২৮৫
৬	৭৭৭২	জুন অবশিষ্ট /২০২৪	২০২, তাং ০২/০৯/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৩৫৮১৮৮	৫২৬৬৫
	৬৫২০	”	”	”		৩৮৬৫৮
৭	১৯৯৪	আংশিক জুন/২০২৪	২০১, তাং ০২/০৯/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৭৩৬৭২০	৩২১৯৩

	০০৮১	”	”	”		৩৮৬৫৭
	৩৫৯৪	”	”	”		২৭৩৩৫
	০১২৮	”	”	”		১৭৫০০
	১৭৮৪	”	”	”		১২৬৬৫
৮	৭৭৭২	আগষ্ট/২০২৪	৫১৭, তাং ৩১/১০/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৯৪৯৯২৮	৪৩৬৬৫
	০০৮১	”	”	”		৩৮৩২৭
	৬৫২০	”	”	”		২৭৬৫৩
	১৯৯৪	”	”	”		১৯১১৩
	৩৫৯৪	”	”	”		১৭৫১০
৯	৬৫২০	জুলাই আংশিক/২০২৪	৪৮৯, তাং ২৪/১০/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৭৮৮৭৯০	৫০৪৪৮
	৭৭৭২	”	”	”		৫৫৭৮৫
	০০৮১	”	”	”		৪৬১৭৭
	১৯৯৪	”	”	”		৩২০৫০
	১৭৮৪	”	”	”		৮৯৯৫
১০	৩৫৯৪	জুলাই অবশিষ্ট/২০২৪	৪৮৮, তাং ২৪/১০/২০২৪	অকটেনসহ অন্যান্য	৪৬৪৬৫৬	৪৩৪৫০
১১	৭৭৭২	সেপ্টেম্বর/২০২৪	৬১৯, তাং ১৯/১১/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	১০০৫৯৫০	৪৭৮৭৫
	১৯৯৪	”	”	”		২৬৫২৫
	৬৫২০	”	”	”		৩৬২৭০
	০০৮১	”	”	”		১৭২৮০
	৩৫৯৪	”	”	অকটেনসহ অন্যান্য		২৬৫৭৫
	১৭৮৪	”	”	”		২০৩২৫
১২	৩৫৯৪	সেপ্টেম্বর/২০২৪	৭৩৭, তাং ১০/১২/২০২৪	সিএনজি	১৮৪৯৪১	১৩৭৩৬
	১৭৮৪	”	”	”		৩৪৯২

১৩	১৯৯৪	অক্টোবর আংশিক/২০২৪	৭৯৬, তাং ২৯/১২/২০২৪	ডিজেলসহ অন্যান্য	৭৯০৮৭০	২৯৪৭৫
	৬৫২০	”	”	”		২৭৩৬৫
	৭৭৭২	”	”	”		৫৪৭৯৫
	০০৮১	”	”	”		১৭৮৭০
	৩৫৯৪	”	”	অকটেনসহ অন্যান্য		১১২২৫
১৪	৩৫৯৪	আগষ্ট/২০২৪	৭৩৮, তাং ১০/১২/২০২৪	সিএনজি	১৬১০৬৬	৭৫৮৭
	১৭৮৪	”	”	”		২৬০৪
১৫	৭৭৭২	নভেম্বর/২০২৪	৮৪৫, তাং ১৫/০১/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৯৪০৫২৫	৫৪০০০
	১৯৯৪	”	”	”		৩১৭০০
	০০৮১	”	”	”		৩০৯০০
	১৭৮৪	”	”	”		২১৫৭৫
১৬	৩৫৯৪	অক্টোবর/২০২৪	৮৬৩, তাং ২২/০১/২০২৫	সিএনজি	২১৮০৭৩	১০৮৭০
	১৭৮৪	”	”	”		১৫৪৭৬
১৭	৩৫৯৪	নভেম্বর/২০২৪	৮৬৪, তাং ২২/০১/২০২৫	সিএনজি	১৭১৬৩২	৯১৯৭
	১৭৮৪	”	”	”		৫০৩২
১৮	৬৫২০	ডিসেম্বর আংশিক/২০২৪	৯১৭, তাং ১১/০২/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৭৫৪৩৭৫	৫০৩৫০
	৭৭৭২	”	”	”		৪০৯০০
	০০৮১	”	”	”		৩৯৮৫০
	১৯৯৪	”	”	”		১৮৮৫০
	৩৫৯৪	”	”	”		১১২২৫
১৯	৬৫২০	জানুয়ারি অবশিষ্ট /২০২৫	৯১৮, তাং ১১/০২/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৩৪৫০২৫	৫৭৭৫০
	২৯৮৬	”	”	”		১৮১০০
২০	০০৮১	জানুয়ারি আংশিক /২০২৫	১০৩১, তাং ১১/০৩/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৭৩৫১০০	৪০০৭০
	৭৭৭২	”	”	”		৫৪৬৩০

	১৯৯৪	”	”	”		২৬৩০০
	৩৫৯৪	”	”	”		১৬৫৭৫
২১	৩৫৯৪	জানুয়ারি/২০২৫	১১৭৩, তাং ১৭/০৪/২০২৫	সিএনজি	১৪৮৫০৪	৯৩৪৬
২২	৩৫৯৪	ডিসেম্বর /২০২৪	১১৭২, তাং ১৭/০৪/২০২৫	সিএনজি	১৫২২৮৫	৯১২৮
২৩	৭৭৭২	ফেব্রুয়ারি অবশিষ্ট/২০২৫	১০৯৭, তাং ০৬/০৪/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৪০০৯৫৪	৫৪৫৫০
২৪	০০৮১	ফেব্রুয়ারি আংশিক/২০২৫	১০৯৬, তাং ০৬/০৪/২০২৫	ডিজেলসহ অন্যান্য	৬৯৪২১০	৪৭২০০
	৬৫২০	”	”	”		৩২৫০০
	১৯৯৪	”	”	”		১৮৮৫০
	৮৩৩৮	”	”	”		২৩০৫০
২৫	৩৫৯৪	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	১২২৪, তাং ০৪/০৫/২০২৫	সিএনজি	১৪৭৩৭০	৯৪০২
২৬	৩৫৯৪		১২২৫, তাং ০৪/০৫/২০২৫	সিএনজি	১৬৪৯২৯	৯৬৩১
মোট					১,১৭,৮৯,৩২০/-	১৯,৯৭,৮০৫/-

কথায়: উনিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত পাঁচ এক টাকা মাত্র।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। ছৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট নম্বর-১৭
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

টিওএন্ডই বহির্ভূত গাড়ি মেরামত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র. নং	ভাউচার নং ও তারিখ	গাড়ীর নম্বর	বিবরণ	সরবরাহকারি	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	১২৪৪, ০৭/০৫/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৩৬৩১	ব্যাটারী ক্রয়	ডিডিও	১৫৭০০	
২	১৫১৪, ১৫/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-চ-৫১-৩৫১১	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৮৪০	
৩	১৫১৫, ১৫/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-০১-৩৬৩১	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৭৮০	
৪	১২৪২, ০৭/০৫/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-২৯৮৬	ব্যাটারী ক্রয়	ডিডিও	১৫৬০০	
৫	১৫৫৩, ১৮/০৬/২০২৫ খ্রি.		গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৭৯০	
৬	১৫৯২, ১৯/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৩৫৯৪	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৮৭০	
৭	৬৫৩, ২৭/১১/২০২৪ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২০	গাড়ি মেরামত	রিপন মটর ওয়ার্কস	৭৪৯৫০	
৮	১৫৮৫, ৯/০৬/২০২৫		টায়ার ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	৬৬৪২০	প্রতি টায়ার ২২১৪০/- হিসেবে ৩ টি টায়ার
			ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১৪১৭০	প্রতি ব্যাটারি ১৪১৭০/-
৯	১৫১৩, ১৫/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৪-৮৩৩৮	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৮৮০	
১০	১০৯৫, ০৬/০৪/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৯৯৪	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৪৬০০	

১১	১৫৮৫, ৯/০৬/২০২৫		ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১৪১৭০	প্রতি ব্যাটারি ১৪১৭০/-
১২	১৫২৩, ১৬/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-৭৭৭২	গাড়ি মেরামত	নিউ করুনা মটরস	৭৪৯০০	
১৩	১৬৩৯, ২২/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৯৮৪	গাড়ি মেরামত	সবুজ মটর ওয়ার্কস	৭৩৯০০	
১৪	১৫২৪, ১৬/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৮৯৯	গাড়ি মেরামত	ফারক মটর ওয়ার্কস	৭৪৯৫০	
১৫	১৫১৭, ১৪/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	গাড়ি মেরামত	ফারক মটর ওয়ার্কস	৭৪৮৫০	
১৬	১৫২৫, ১৬/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৬৫৬৩	গাড়ি মেরামত	ফারক মটর ওয়ার্কস	৭৪৯০০	
১৭	১৫৮৫, ৯/০৬/২০২৫ খ্রি.	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৩৫৯৪	টায়ার ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	৪৩৯২০	প্রতি টায়ার ২১৯৬০/- হিসেবে ২ টি টায়ার (২১৮৭০৯৩ টাকার আংশিক)
			ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১৪১৭০	প্রতি ব্যাটারি ১৪১৭০/-
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৭৭৭২	টায়ার ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	৪৪২৮০	প্রতি টায়ার ২২১৪০/- হিসেবে ২ টি টায়ার
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৭৭৭২	ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১৪১৭০	প্রতি ব্যাটারি ১৪১৭০/-
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-০০৮১	টায়ার ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	৮৮৫৬০	প্রতি টায়ার ২২১৪০/- হিসেবে ৪ টি টায়ার
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-৫৪৮৭	টায়ার ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	৬৩৯০০	প্রতি টায়ার ১৫৯৭৫/- হিসেবে ৪ টি টায়ার
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-২৯৮৬	ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১৪১৭০	প্রতি ব্যাটারি ১৪১৭০/-
		ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-৫৪৮৭	ব্যাটারি ক্রয়	রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি.	১১৫৮৩	প্রতি ব্যাটারি ১১৫৮৩
মোট					১৩,১৮,০২৩/-	

কথায়: তের লক্ষ আঠার হাজার তেইশ টাকা মাত্র।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট নম্বর-১৮
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪

গাড়ীতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র. নং	গাড়ীর নম্বর	মাস	ভাউচার নং ও তারিখ	গ্রহীত ডিজেল	প্রাপ্য ডিজেল	অতিরিক্ত গ্রহন	দর	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫-৬)	৮	৯=(৭*৮)
১	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	মে/২০২৪	৭৭, ১৮/০৮/২০২৪ খ্রি.	৪০০	২৫০	১৫০	১০৭	১৬০৫০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			৪৩০	২০০	২৩০	১০৭	২৪৬১০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯		৭৮, ১৮/০৮/২০২৪ খ্রি. .	৩৮০	২০০	১৮০	১০৭	১৯২৬০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৪৮০	২০০	২৮০	১০৭	২৯৯৬০
২	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	জুন/২০২৪	২০১, ০২/০৯/২০২৪ খ্রি.	৪৭০	২৫০	২২০	১০৮	২৩৭০৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			২৮০	২০০	৮০	১০৮	৮৬২০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৬৫০	২০০	৪৫০	১০৮	৪৮৪৮৮
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯		২০২, ০২/০৯/২০২৪ খ্রি.	৩২০	২০০	১২০	১০৮	১২৯৩০
৩	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	জুলাই/২০২৪	৪৮৯, ২৪/১০/২০২৪ খ্রি. .	৩৮০	২৫০	১৩০	১০৭	১৩৮৭৮
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৩৫০	২০০	১৫০	১০৭	১৬০১৩
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯		৪৮৮, ২৪/১০/২০২৪ খ্রি.	৩৭০	২০০	১৭০	১০৭	১৮১৪৮
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			৩৬০	২০০	১৬০	১০৭	১৭০৮০

৪	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	আগস্ট/২০২৪	৫১৭, ৩১/১০/২০২৪ খ্রি.	৩৫০	২৫০	১০০	১০৭	১০৬৭৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			২৯০	২০০	৯০	১০৭	৯৬০৮
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৪২০	২০০	২২০	১০৭	২৩৪৮৫
৫	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	সেপ্টেম্বর/২০২৪	৬১৯, ১৯/১১/২০২৪ খ্রি.	২৮০	২৫০	৩০	১০৬	৩১৬৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			৪৩০	২০০	২৩০	১০৬	২৪২৬৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			২৫০	২০০	৫০	১০৬	৫২৭৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৬৩০	২০০	৪৩০	১০৬	৪৫৩৬৫
৬	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	অক্টোবর/২০২৪	৭৯৬, ২৯/১২/২০২৪ খ্রি.	৪২০	২৫০	১৭০	১০৬	১৭৯৩৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			৪৪০	২০০	২৪০	১০৬	২৫৩২০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮		৭৯৭, ২৯/১২/২০২৪ খ্রি.	৪৯০	২০০	২৯০	১০৬	৩০৫৯৫
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৭৪০	২০০	৫৪০	১০৬	৫৬৯৭০
৭	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	নভেম্বর/২০২৪	৮৪৫, ১৫/০১/২০২৫ খ্রি.	৩৯০	২৫০	১৪০	১০৫	১৪৭০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			২৯০	২০০	৯০	১০৫	৯৪৫০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			৩২০	২০০	১২০	১০৫	১২৬০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৪৭০	২০০	২৭০	১০৫	২৮৩৫০
৮	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	ডিসেম্বর/২০২৪	৯১৮, ১১/০২/২০২৫ খ্রি.	৫৫০	২৫০	৩০০	১০৫	৩১৫০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			৩২০	২০০	১২০	১০৫	১২৬০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৭৬২			৩৪০	২০০	১৪০	১০৫	১৪৭০০

	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮		৯১৭, ১১/০২/২০২৫ খ্রি.	৪৬০	২০০	২৬০	১০৫	২৭৩০০
৯	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	জানুয়ারি/২০২৫	১০৩১, ১১/০৩/২০২৫ খ্রি.	৬০০	২৫০	৩৫০	১০৪	৩৬৪০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			৩৭০	২০০	১৭০	১০৪	১৭৬৮০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			২৯০	২০০	৯০	১০৪	৯৩৬০
১০	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	১০৯৬, ০৬/০৪/২০২৫ খ্রি.	৪১০	২৫০	১৬০	১০৫	১৬৮০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৯৮৯			৩৬০	২০০	১৬০	১০৫	১৬৮০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮		১০৯৭, ০৬/০৪/২০২৫ খ্রি.	৪২০	২০০	২২০	১০৫	২৩১০০
১১	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-১৫৫৬	মার্চ/২০২৫	১৪৬১, ০৩/০৬/২০২৫ খ্রি.	৫৩০	২৫০	২৮০	১০৫	২৯৪০০
	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫২৮			৪০০	২০০	২০০	১০৫	২১০০০
			নোট	১৬১৩০	৮৩৫০	৭৭৮০		৮,২৩,১৩৮/-

কথায়: আট লক্ষ তেইশ হাজার একশত আটত্রিশ টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নম্বর-১৯
অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের অর্থে খননকৃত জলাশয়ে অবৈধভাবে মাছ চাষ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণ:

ক্রমিক নং	কাজরে ধরণ	বিল/ভাউচার নং	ব্যয়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	খাল পুনঃখনন	২৫; ০৩/০৩/২৫	৫,০০,০০০/-	
২	খাল পুনঃখনন	৩১; ২৩/০৩/২৫	৫,০০,০০০/-	
৩	খাল পুনঃখনন	৪৫; ২৩/০৩/২৫	৫,০০,০০০/-	
৪	খাল পুনঃখনন	১৭; ০৩/০৩/২৫	৫,০০,০০০/-	
মোট=			২০,০০,০০০/-	

কথায়: বিশ লক্ষ টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: রিপন কুমার ঘোষ
পদবী: জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরিশাল

মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

অর্থবছর: ২০২৪-২৫

ডিপিপির শর্ত লঙ্ঘন করে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের উপর জনসচেতনতা সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ না করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিবরণী:

ক্রমিক নং	জনসচেতনতা সভার বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা
1.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরের ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নে ০৩-১০-২০২৪খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৯, ৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	প্রতি সভায় কমপক্ষে ১০০ জন অংশীজনের উপস্থিতি থাকতে হবে, সচেতনতা সভার শুরুর কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে প্রকল্প দপ্তরে সিডিউল প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জনসচেতনতামূলক সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও উপস্থিতির হাজিরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
2.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ০৬-১০-২০২৪খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১০, ৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
3.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ০৭-১০-২০২৪খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১১, ৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
4.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ০৮-১০-২০২৪খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১২, ৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
5.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ১২-১০-২০২৪খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৩, ৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
6.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ২৪-০২-২০২৫খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩২, ১৭-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
7.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ২৫-০২-২০২৫খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৩, ১৭-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
8.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ২৬-০২-২০২৫খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৪, ১৭-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
9.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ২৭-০২-২০২৫খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৫, ১৭-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
10.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুরে ১৪-০৪-২০২৫খ্রি. তারিখে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৮, ২৯-০৫-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
11.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৯, ১৫-০৪-২৫ খ্রি.	২৫০০০	

12.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৯, ২৪-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
13.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৮, ২৪-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
14.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৭, ২৪-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
15.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৬, ২৪-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
16.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ১৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
17.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ১৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
18.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ১৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
19.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৫, ১৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
20.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কমল নগর, লক্ষীপুরে জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৪, ১৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
21.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রামগতি, লক্ষীপুরে ৮টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ১২-১১-২৪ খ্রি.	২০০০০০	
22.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রামগতি, লক্ষীপুরে ৭টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৫, ১০-০৩-২৫ খ্রি.	১৭৫০০০	
23.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রামগতি, লক্ষীপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৮, ২৩-০৪-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
24.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৭৪, ২০-০৪-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
25.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪২, ২৩-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
26.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৩, ২৩-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
27.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৪, ২৩-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	

28.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৫, ২৩-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
29.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৫, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
30.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
31.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
32.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
33.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৯, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
34.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১০, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
35.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুরে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১১, ১৮-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
36.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ১৯-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
37.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ১৯-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
38.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ১৯-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
39.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১২, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
40.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৩, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
41.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৪, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
42.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৫, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
43.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৬, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	

44.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৭, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
45.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৮, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
46.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৯, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
47.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২০, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
48.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২১, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
49.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২২, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
50.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৩, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
51.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৪, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
52.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৫, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
53.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৬, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
54.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৭, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
55.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৮, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
56.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫৯, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
57.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চরফ্যাশন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৬০, ১৮-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
58.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ২৪-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
59.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৮, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	

60.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১৯, ০৪-১১-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
61.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২২, ০৩-১২-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
62.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৩, ০৩-১২-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
63.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৪, ০৩-১২-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
64.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪১, ২৯-০১-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
65.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪২, ২৯-০১-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
66.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৩, ২৯-০১-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
67.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৪, ২৯-০১-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
68.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালীয় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৫, ২৯-০১-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
69.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমোহন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ৩০-০৯-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
70.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমোহন, ভোলায় ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ০৮-১০-২৪ খ্রি.	১২৫০০০	
71.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমোহন, ভোলায় ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	২৯, ০২-০৩-২৫ খ্রি.	১২৫০০০	
72.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমোহন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৫, ২০-০৪-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
73.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৫, ০৯-১০-২৪ খ্রি.	১২৫০০০	
74.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ১৭-১০-২৪ খ্রি.	১২৫০০০	
75.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ১৭-১০-২৪ খ্রি.	১২৫০০০	

76.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ১৭-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
77.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৮, ০৫-০৩-২৫ খ্রি.	১২৫০০০	
78.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ১০টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৩৯, ০৯-০৩-২৫ খ্রি.	২৫০০০০	
79.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালে ৫টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৫২, ০৭-০৪-২৫ খ্রি.	১২৫০০০	
80.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৬, ০৬-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
81.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৭, ০৬-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
82.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৮, ০৮-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
83.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	০৯, ১০-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
84.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	১০, ১০-১০-২৪ খ্রি.	২৫০০০	
85.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৫, ২০-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
86.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৪, ১৯-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
87.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৫, ২০-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
88.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলায় ১টি জনসচেতনতা সভার ব্যয়।	৪৬, ২৩-০২-২৫ খ্রি.	২৫০০০	
	মোট		**৩৪,৫০,০০০/-**	

জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি

মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

অর্থবছর: ২০২৪-২৫

পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতীত এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয় করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিবরণী:

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	এআইএজি উপকরণ (বকনা বাছুর) ক্রয়ের বিবরণ	টেন্ডার আইডি নং, কার্যাদেশ নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	পিসিসির শর্ত	মন্তব্য
১	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চাঁদপুর।	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় এআইজি উপকরণ (বকনা বাছুর) বিতরণ বাবদ ব্যয়	আইডি নং-১০২৬৭৯৩ কার্যাদেশ নং-৪৭৪; ৩১-১২-২০২৪খ্রি.	অপ্সরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, আহম্মদ নগর, কুমিল্লা।	৪৬, ০২-০৬-২০২৫খ্রি.	৬৭,০২,৭৫০/-	ক্লজ নং-২৩ ও ৩২ মোতাবেক উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা/ ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রত্যায়নসহ বকনা বাছুর গ্রহন ও বিতরণ করতে হবে।	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা/ ভেটেরিনারী সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে বকনা বাছুর গ্রহনপূর্বক সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ।
	মোট					**৬৭,০২,৭৫০/-**		
	জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি							

পরিশিষ্ট নম্বর-২২
অনুচ্ছেদ নম্বর-২২

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

সরবরাহকারী নির্ধারিত ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্র: নং	কস্ট সেন্টারের নাম	বিল নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	ট্রেড লাইসেন্সের ধরন	বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	পিডি দপ্তর	২৮৫ ১২/৫/২৫	এ.সি.পি ট্রেড	থাই এ্যালুমিনিয়াম সরবরাহকারী	লিফলেট ছাপানো	৫০০০০০	
২	পিডি দপ্তর	২০৬ ১১/২/২৫	এ.সি.পি ট্রেড	থাই এ্যালুমিনিয়াম সরবরাহকারী	লিফলেট ছাপানো	৫০০০০০	
৩	পিডি দপ্তর	১০৩ ১১/১১/২৪	এ.সি.পি ট্রেড	থাই এ্যালুমিনিয়াম সরবরাহকারী	পোস্টার ছাপানো	৫০০০০০	
					মোট	১৫,০০,০০০/-	
জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি							

পরিশিষ্ট নম্বর-২৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৩

মৎস্য অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

পিসিসির শর্ত লঙ্ঘন করে আউটসোসিং জনবলের বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	বিল নং ও তারিখ	বিবরণ	মাস	সরবরাহকারী	বিলে টাকা পরিমাণ	টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	৯০৭, তাং ০৯/০২/২০২৫	আউটসোসিং সেবা বিল	ডিসেম্বর/২০২৪	মেসার্স রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেড	২৫০৭০৯৮	২৩৪৫৩৫০	২৯ দিন হিসেবে
২	৯৭৪, তাং ০২/০৩/২০২৫		জানুয়ারি/২০২৫		২৪৯৫৭৩০	২৪৯৫৭৩০	
৩	১০৪২, তাং ১৩/০৩/২০২৫		ফেব্রুয়ারি/২০২৫		২৫১৩৬১৭	২১৮৫৭৫৪	
৪	১১৮২, তাং ২০/০৪/২০২৫		মার্চ/২০২৫		২৫১৪২৮০	২১৮৬৩৩০	
৫	১৩৬১, তাং ২৪/০৫/২০২৫		এপ্রিল/২০২৫		২৫১৬৮৭৯	২৫১৬৮৭৯	
৬	১৫৭৫, তাং ১৯/০৬/২০২৫		মে/২০২৫		২৪৯৮৩২৯	২৪৯৮৩২৯	
৭	৯০৮, তাং ০৯/০২/২০২৫	সার্ভিস চার্জ	ডিসেম্বর/২০২৪		১২৫৩৫৪	১১৭২৬৭	
৮	৯৭৫, তাং ০২/০৩/২০২৫		জানুয়ারি/২০২৫		১২৪৭৮৬	১২৪৭৮৬	
৯	১০৪৩, তাং ১৩/০৩/২০২৫		ফেব্রুয়ারি/২০২৫		১২৫৬৮১	১২৫৬৮১	
১০	১১৮৩, তাং ২০/০৪/২০২৫		মার্চ/২০২৫		১২৫৭১৫	১২৫৭১৫	
১১	১৩৬২, তাং ২৪/০৫/২০২৫		এপ্রিল/২০২৫		১২৫৮৪৫	১২৫৮৪৫	
১২	১৫৭৬, তাং ১৯/০৬/২০২৫		মে/২০২৫		১২৪৯১৬	১২৪৯১৬	
						১,৪৯,৭২,৫৮২/-	

কথায়: এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত বিরাশি টাকা মাত্র।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট নম্বর-২৪
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৪

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

প্রাপ্যতা বর্হিভূত মোবাইল ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণ:

ক্রমিক নং	ব্যাক্তির নাম	পদবী	গ্রেড	তারিখ	টাকা	মন্তব্য
১	জয়দেব পাল	স্কীপার	৫ম	১৩ মাস(০১/১১/২৩খ্রি. হতে ০১/১১/২৪খ্রি.)	১০০০×১৩=১৩০০০/-	
২	নোবেল দত্ত	স্কীপার			১০০০×১৩=১৩০০০/-	
৩	মো: আবু সাদাত	প্রকৌশলী			১০০০×১৩=১৩০০০/-	
৪	মো: আসিফ রহমান	২য় প্রকৌশলী	৬ষ্ঠ		১০০০×১৩=১৩০০০/-	
৫	মো: শফিউল আজম	মেট			১০০০×১৩=১৩০০০/-	
					১০০০×১৩=১৩০০০/-	
মোট					**৬৫,০০০/-**	

দায়ী ব্যাক্তি: ড. মঈন উদ্দিন আহমদ
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-২৫
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৫

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

অচল ও লগবহি বিহীন যানবাহনের মেরামত বাবদ বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নম্বর	গাড়ী নম্বর	বিল নম্বর ও তারিখ	ভাউচার নম্বর	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	জীপ ঢাকা মেট্রো-ঘ-০২-১৭৮৩	১২৬, ০৬/১১/২৪	১-৪	৭৫,০০০/-	অচল গাড়ী, ১৯/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখের পরে চলাচলের সমর্থনে কোন লগ বহি সরবরাহ করতে পারেননি।
২	ক্যারিবয় ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৫৫২৩	১৪৭, ০৮/১২/২৪	১-২	৭৫,০০০/-	অচল গাড়ী, চলাচলের সমর্থনে কোন লগ বহি সরবরাহ করতে পারেননি।
মোট				১,৫০,০০০/-	

কথায়: এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: ড. মঈন উদ্দিন আহমদ
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শণীতে ঝিনুক ও ভাসমান বল কম প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আইটেমের নাম	ভাংতি বিবরণী অনুযায়ী পরিমান	কৃষককে সরবরাহকৃত পরিমান	ব্যবধান	একক দর (টাকা)	প্রদর্শনীর সংখ্যা	পরিশোদিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৬×৭×৮)
১	ফকিরহাট	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
২	গোসাইর হাট	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
৩	বাকেরগঞ্জ	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
৪	পিরোজপুর	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	১	৬০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪,৮০০/-
৫	গৌড়নদী	ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪,৮০০/-
৬	গোপালগঞ্জ	ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪৮০০/-
মোট								**৪৭,৪০০/-**

কথায়: সাত চল্লিশ হাজার চারশত টাকা মাত্র।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনী তৈরীর জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ অপেক্ষা কম মালামাল সরবরাহ করায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	বিল নং ও তারিখ	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		কম	একক দর	জড়িত টাকা
১	২	৩		৪		৫(৩-৪)	৬	৭(৫×)
০১	৪৮, ১৯/০৬/২৫ পরিশোধিত ৩,২১,০০০/-	খাঁচার নেট	১২টি	খাঁচার নেট	১২টি	--		
০২		প্লাস্টি ব্যারেল	২৬টি	প্লাস্টি ব্যারেল	২৬টি	--		
০৩		জিআই পাইপ	৭২০ ফুট	জিআই পাইপ	৭২০ ফুট	--		
০৪		ফ্রেম যুক্তকারী এ্যাংগেল	১৫০ ফুট	ফ্রেম যুক্তকারী এ্যাংগেল	১৪০-১৫০ ফুট	--		
০৫		এ্যাংকর (প্রতিটি ১২-১৫কেজি)	১২টি	এ্যাংকর (প্রতিটি ১২-১৫কেজি)	--	১২টি	১,৮৫০/-	২২,২০০/-
০৬		কাছি (নাইলন রশি)	২ কয়েল	কাছি (নাইলন রশি)	--	২ কয়েল	৬,৫০০/-	১৩,০০০/-
০৭		সোজা বাঁশ	৪০টি	সোজা বাঁশ	২০টি	২০টি	৬০০/-	১২,০০০/-
০৮		ইট	১২০টি	ইট	--	১২০টি	১৫/-	১,৮০০/-
০৯		সাইন বোর্ড	গুচ্ছ	সাইন বোর্ড	গুচ্ছ	--		
১০		ভাসমান পিলেট খাদ্য	২৪০ কেজি	ভাসমান পিলেট খাদ্য	২০০ কেজি	৪০কেজি	৫০/-	২,০০০/-
১১		আংগুলে পোনা	১৫০০০টি	আংগুলে পোনা	১৫০০০টি	--		
১২		বিবিধ	৬৮৪০ টাকা	বিবিধ	৬৮৪০ টাকা	--		
মোট								৫১,০০০/-

কথায়: একান্ন হাজার টাকা।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ঝিনুক প্রদর্শনী তৈরীর জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ অপেক্ষা কম মালামাল সরবরাহ করায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	বিল নং ও তারিখ	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		কম	একক দর	জড়িত টাকা
১	২	৩		৪		৫(৩-৪)	৬	৭(৫×৬)
০১	১৯, ১৯/০৬/২০২৫খ্রি.	পাটা/বানা	৭০ মিটার	পাটা/বানা	--	৭০ মিটার	৩৫০/-	২৪,৫০০/-
০২		নাইলনের নেট	৭০ মিটার	নাইলনের নেট	৭০ মিটার	--	৭০/-	-
০৩		বাঁশ	২৫টি	বাঁশ	--	২৫টি	৪০০/-	১০,০০০/-
০৪		চুন	৮৫ কেজি	চুন	--	৮৫ কেজি	৩০/-	২,৫৫০/-
০৫		সার(ইউরিয়া, টিএসপি)	৪৫ কেজি	সার(ইউরিয়া, টিএসপি)	--	৪৫ কেজি	৩০/-	১,৩৫০/-
০৬		ঝিনুকের পোনা	৮০ কেজি	ঝিনুকের পোনা	৫০ কেজি	৩০ কেজি	৫০/-	-
০৭		মাছের পোনা	৬০ কেজি	মাছের পোনা	৬০ কেজি	--	৩০০/-	-
০৮		খাদ্য (ঘাস, কচিপাতা)	১ গুচ্ছ	খাদ্য (ঘাস, কচিপাতা)	--	১ গুচ্ছ	৮,৩০০/-	৮,৩০০/-
০৯		দড়ি	৩ গুচ্ছ	দড়ি	৩ গুচ্ছ	--	৩০০/-	-
১০		তার/পেরেক	৪ কেজি	তার/পেরেক	৪ কেজি		২৫০/-	-
১১		মজুরি	১৫ জন	মজুরি	--	১৫ জন	৫০০/-	৭,৫০০/-
১২		স্যাম্পলিং নেট	২টি	স্যাম্পলিং নেট	২টি	--	৭৫০/-	-
১৩		সাইন বোর্ড	১টি	সাইন বোর্ড	১টি	--	২৫০০/-	-
১৪		মাছ ও শামুক আহরনের জন্য ঝাঁকি জাল	১টি	মাছ ও শামুক আহরনের জন্য ঝাঁকি জাল	১টি	--	৫,০০০/-	-
১৫		অন্যান্য (পরিবহন, সেচ)	১ গুচ্ছ	অন্যান্য (পরিবহন, সেচ)	১ গুচ্ছ	--	৮,০০০/-	-
মোট								**৫৪,২০০/-**

কথায়: চুয়ান্ন হাজার দুইশত টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান

পদবী: প্রকল্প পরিচালক,

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পরিশিষ্ট নম্বর-২৬.২
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৬

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), গোপাগঞ্জ।

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

ঝিনুক প্রদর্শনী তৈরীর জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ অপেক্ষা কম মালামাল সরবরাহ করায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	বিল নং ও তারিখ	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল পরিমাণ/সংখ্যা		কম	একক দর	জড়িত টাকা
১	২	৩		৪		৫(৩-৪)	৬	৭(৫×৬)
০১	১৯, ১৯/০৬/২০২৫খ্রি.	পাটা/বানা	৭০ মিটার	পাটা/বানা	--	৭০ মিটার	৩৫০/-	২৪,৫০০/-
০২		নাইলনের নেট	৭০ মিটার	নাইলনের নেট	৭০ মিটার	--	৭০/-	-
০৩		বাঁশ	২৫টি	বাঁশ	--	২৫টি	৪০০/-	১০,০০০/-
০৪		চুন	৮৫ কেজি	চুন	--	৮৫ কেজি	৩০/-	২,৫৫০/-
০৫		সার(ইউরিয়া, টিএসপি)	৪৫ কেজি	সার(ইউরিয়া, টিএসপি)	--	৪৫ কেজি	৩০/-	১,৩৫০/-
০৬		ঝিনুকের পোনা	৮০ কেজি	ঝিনুকের পোনা	৫০ কেজি	৩০ কেজি	৫০/-	-
০৭		মাছের পোনা	৬০ কেজি	মাছের পোনা	৬০ কেজি	--	৩০০/-	-
০৮		খাদ্য (ঘাস, কচিপাতা)	১ গুচ্ছ	খাদ্য (ঘাস, কচিপাতা)	--	১ গুচ্ছ	৮,৩০০/-	৮,৩০০/-
০৯		দড়ি	৩ গুচ্ছ	দড়ি	৩ গুচ্ছ	--	৩০০/-	-
১০		তার/পেরেক	৪ কেজি	তার/পেরেক	৪ কেজি		২৫০/-	-
১১		মজুরি	১৫ জন	মজুরি	--	১৫ জন	৫০০/-	৭,৫০০/-
১২		স্যাম্পলিং নেট	২টি	স্যাম্পলিং নেট	২টি	--	৭৫০/-	-
১৩		সাইন বোর্ড	১টি	সাইন বোর্ড	১টি	--	২৫০০/-	-
১৪		মাছ ও শামুক আহরনের জন্য ঝাঁকি জাল	১টি	মাছ ও শামুক আহরনের জন্য ঝাঁকি জাল	১টি	--	৫,০০০/-	-
১৫		অন্যান্য (পরিবহন, সেচ)	১ গুচ্ছ	অন্যান্য (পরিবহন, সেচ)	১ গুচ্ছ	--	৮,০০০/-	-
মোট								**৫৪,২০০/-**

কথায়: চুয়ান্ন হাজার দুইশত টাকা।

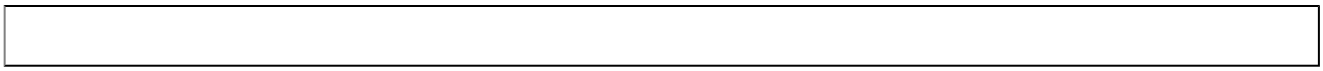

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ঝিনুকে মুক্তা চাষ প্রদর্শণীতে ঝিনুক ও ভাসমান বল কম প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আইটেমের নাম	ভাংতি বিবরণী অনুযায়ী পরিমান	কৃষককে সরবরাহকৃত পরিমান	ব্যবধান	একক দর (টাকা)	প্রদর্শনীর সংখ্যা	পরিশোদিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৬×৭×৮)
১	ফকিরহাট	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
২	গোসাইর হাট	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
৩	বাকেরগঞ্জ	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	২	১,২০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	২	৯,৬০০/-
৪	পিরোজপুর	ঝিনুক	১৫০০টি	১৪০০টি	১০০টি	৬	১	৬০০/-
		ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪,৮০০/-
৫	গৌড়নদী	ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪,৮০০/-
৬	গোপালগঞ্জ	ভাসমান প্লাস্টিক বল	২০০টি	৪০টি	১৬০টি	৩০	১	৪৮০০/-
মোট								**৪৭,৪০০/-**

পরিশিষ্ট নম্বর-২৭
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৭

মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

অর্থবছর: ২০২৪-২৫

ক্র: নং	শ্রমিকের কাজের বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	বিলে পরিশোধিত টাকা	শ্রমিক মজুরীর ভাউচার নং	শ্রমিক× দিন	মজুরির সংখ্যা	শ্রমিক মজুরী বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (৬০০/- হারে)	শ্রমিক মজুরী বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ (৫০০/-)	অতিরিক্ত পরিশোধ (৯-১০)
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১
১	পুখরিজানা, রাজাপুর ঝালকাঠিতে ইলিশ অভিযানে (মোবাইল কোর্ট) শ্রমিক মজুরী বাবদ ব্যয়	১৯, ২৪-১২-২০২৪খ্রি.	৭০,০০০/-	০২	৫×৩	১৫	৯০০০	৭৫০০	১৫০০
২		২৬ ২/৩/২৫	৭৭০০০	৪ ২৪/২/২৫	৫×৪	২০	১২০০০	১০০০০	২০০০
৩		;	,	- ২৭/২/২৫	৫×৪	২০	১২০০০	১০০০০	১৫০০
৪		৩১ ১৬/৬/২৫	৭০০০০	২৯/৪/২৫	৫×৫	২৫	১৫০০০	১২০০০	৩০০০
৫	নুরুল্লাপুর, পোনা বালিয়া, ঝালকাঠি সদর	৩১ ১৫/৬/২৫	৪৯০০০	১১-৫-২৫ হতে ১৯-৫-২৫	৫×৭	৩৫	২১০০০	১৭৫০০	৩৫০০
৬		৩২ ১৫/৬/২৫	৯৮০০০	-	৫×১০	৭০	৪২০০০	৩৫০০০	৭০০০
৭		১৪ ২০/১/২৫	৮৮০০০	১২-১-২৫ হতে ১৯-১-২৫	৪×৮	৩২	১৯২০০	১৬৫০০	২৭০০
৮		১১ ২৪/১২/২৫	৭৭০০০	১১/১২/২৪ হতে ২৩/১২/২৪	৫×১০	৫০	৩০০০০	২৫০০০	৫০০০

ক্র: নং	শ্রমিকের কাজের বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	বিলে পরিশোধিত টাকা	শ্রমিক মজুরীর ভাউচার নং	শ্রমিক× দিন	মজুরির সংখ্যা	শ্রমিক মজুরী বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (৬০০/- হারে)	শ্রমিক মজুরী বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ (৫০০/-)	অতিরিক্ত পরিশোধ (৯-১০)
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১
৯	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নলছিটি, ঝালকাঠি	১৭ ২/৩/২৫	৮৮০০০	-	৪×৯	৩৬	২১০০০	১৮০০০	৩০০০
১০		৯ ১/১/২৫	৭০০০০	-	৫×১০	৫০	৩০০০০	২৫০০০	৫০০০
১১		১৩ ১৬/২/২৫	৭৭০০০	-	৪×৭	২৮	১৬৮০০	১৪০০০	২৮০০
১২		১০ ২০/১/২৫	৮৮০০০	-	৪×৮	৩২	১৯২০০	১৬০০০	৩২০০
১৩	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাউফল, পটুয়াখালী	৫১ ২/৩/২৫	৫৫০০০	-	৫×৪	২০	১২০০০	১০০০০	২০০০
১৪		২৬ ৩১/১২/২৪	৫৫০০০	-	৫×৪	২০	১২০০০	১০০০০	২০০০
১৫		২৫ ৩১/১২/২৪	৪৯০০০	-	৫×৭	৩৫	২১০০০	১৭৫০০	৩৫০০
১৬		১৮ ১০/১১/২৪	৫৫০০০	-	৫×৪	২০	১২০০০	১০০০০	২০০০
১৭	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আমতলী, বরগুনা	১৪ ২১/৬/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
১৮		১৫ ২১/৬/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
১৯		৩৫ ১/৫/২৫	৩৫০০০	-	৫×৬	৩০	১৮০০০	১৫০০০	৩০০০
২০	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, তালতলী, বরগুনা	২৬-২৯ ২/৩/২৫	২১৪০০০	-	৪×২২	৮৮	৫২৮০০	৪৪০০০	৮৮০০
২১		১৮ ১৫/৩/২৫	৩৫০০০	-	৫×৫	২৫	১৫০০০	১২৫০০	২৫০০

ক্র: নং	শ্রমিকের কাজের বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	বিলে পরিশোধিত টাকা	শ্রমিক মজুরীর ভাউচার নং	শ্রমিক× দিন	মজুরির সংখ্যা	শ্রমিক মজুরী বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (৬০০/- হারে)	শ্রমিক মজুরী বাবদ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ (৫০০/-)	অতিরিক্ত পরিশোধ (৯-১০)
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১
২২		১৩ ২/৩/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
২৩		৫ ১৫/১/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
২৪	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বামনা, বরগুনা	১৩ ০২/০৩/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
২৫		১২ ২/৩/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
২৬		৯ ১৬/২/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
২৭		৫ ১৫/১/২৫	৪৪০০০	-	৪×৪	১৬	৯৬০০	৮০০০	১৬০০
							৪৬৬৮০০	৩৮৯৫০০	৭৭৩০০/-

জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ, প্রকল্প পরিচালকক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সময়কাল: ১৫/১১/২০২৩ খ্রি: হতে অদ্যাবধি

পরিশিষ্ট নম্বর-২৮
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৮

উপপরিচালকের কার্যালয়, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার

অর্থ বছর: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৪-২০২৫

আদালতের কজলিষ্টে মামলার শুনানির তারিখ থাকার প্রমাণক ব্যতীত মামলার খরচ ও উকিলের হাজিরা দেখিয়ে বিল প্রদানে সরকারের আর্থিক ক্ষতি বিবরণী:

২০২১-২০২২ অর্থবছর				
ক্রমিক নং	ভাউচার নং ও তারিখ	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	পরিশোধিত টাকা
০১	২৮০, ১২/০৫/২০২২	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	মামলা বাবদ ব্যয়	১,৭৪,৬০০/-
০২	২০৯, ২৭/১২/২০২১		মামলা বাবদ ব্যয়	১,৪৯,২০০/-
২০২২-২০২৩ অর্থবছর				
০৩	১১৪, ০৬/০৪/২০২৩	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	মামলা বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর				
০৪	৬৩, ১০/১২/২০২৩	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	মামলা বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
০৫	১৩০, ২৩/০১/২০২৪		মামলা বাবদ ব্যয়	৫০,০০০/-
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর				
০৬	২৭, ২২/০৯/২০২৪	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	মামলা বাবদ ব্যয়	১,২৪,৮০০/-
			মোট	৬,৯৮,৬০০/-

কথায়: ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত টাকা।

নিরীক্ষিত অর্থবছরে অফিস প্রধানের নাম, পদবি ও কর্মকাল:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মকাল
০১।	ড. আমিনুল এহসান	উপপরিচালক	২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০২৪খ্রি. পর্যন্ত।
০২।	অলক কুমার সাহা	উপপরিচালক	০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. হতে ২০-০৪-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।

০৩।	মো: তৌফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	২১-০৪-২০২৫খ্রি. হতে ১০-০৯-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৪।	মো: নাজমুল হুদা	উপপরিচালক	১৬-০৯-২০২৫খ্রি. হতে ১৮-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত।
০৫।	অধীর চন্দ্র দাস	উপপরিচালক	১৯-১০-২০২৫খ্রি. হতে অদ্যাবধি।

দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের মজুরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিওর নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২৪,৪৬,৯৫০/- (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) টাকা ।

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট নং	কস্টসেন্টারসমূহ	জড়িত অর্থ
১	২	৩	৪
০১।		নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র সিরাজগঞ্জ	২০,৩০,০০০/-
০২।		মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ সাভার	৪,১৬,৯৫০/-
			২৪,৪৬,৯৫০/-

পরিশিষ্ট নম্বর-২৯.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৯

কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজারের কার্যালয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি,মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা।

অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫

দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিকদের মজুরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিও র নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	কোড	বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	মাস	বিবরণ	পরিশোধিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৩২১১১৩৪	১২৩, ৩০/০৪/২৫	এপ্রিল/২৫	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি	২৫০০০
২		১৯৮, ১৮/০৬/২৫	মে/২৫		৯০০০
		৮১; ০৪/০৫/২৫	এপ্রিল/২৫		১২৩০৫০
		৮৮; ১/০৬/২৫	মে/২৫		১৪৫৪৭৫
		১১৪; ৩০/০৬/২৫	জুন/২৫		১১৪৪২৫
				মোট=	৪,১৬,৯৫০

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

১। ছৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক,(চঃদাঃ) (০১/০৭/২০২৪ থেকে ১৯/০৮/২০২৪ পর্যন্ত)

২।জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মহাপরিচালক (২০/০৮/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)

৩। জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ, মহাপরিচালক (০১/০১/২০২৫ থেকে ৩১/১২/২০২৫পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট নম্বর-২৯.২
অনুচ্ছেদ নম্বর-২৯

নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ না করে ডিডিও'র নামে অর্থ উত্তোলন করে নগদে পরিশোধ করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বিল নংও তারিখ	মাসের নাম	টাকার পরিমান	মন্তব্য
১	০৭, ২৫/০৭/২৪	জুলাই২৪	১,৮০,০০০/-	
২	২০,০১/০৯/২৪	আগস্ট /২৪	১,৮০,০০০/-	
৩	৩১,২৯/০৯/২৪	সেপ্টেম্বর	১,৮০,০০০/-	
৪	৪৮,২৪/১২/২৪	অক্টোবর,নভেম্বর, ডিসেম্বর/২৪	৫,৪০,০০০/-	
৫	৭৩,০২/০২/২৫	জানুয়ারী/২৫	১,৪৪,০০০/-	
৬	৭৪,৬/০২/২৫	জানুয়ারী/২৫	২৭,০০০/-	
৭	১০৪,০৩/০৩/২৫	ফেব্রুয়ারী/২৫	১,৭১,০০০/-	
৮	১২৪,২৫/০৩/২৫	মার্চ /২৫	১,৭১,০০০/-	
৯	১৪৪,৩০/০৪/২৫	এপ্রিল/২৫	১,৭১,০০০/-	
১০	১৯২,০১/০৬/২৫	মে/২৫	১,৭১,০০০/-	
১১	২১৮,১৮/০৬/২৫	জুন/২৫	৯৫,০০০/-	
মোট		২০,৩০,০০০/-		

দায়ী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময় কাল	মন্তব্য
০১	মো: মাসুদ রানা সরকার সিনিয়র সহকারী পরিচারক	কর্মকাল: ০৪/১০/২০২৪ থেকে চলমান	
০২	মো: হাফিজুর রহমান সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কর্মকাল: ০১/০৭/২০২৪ থেকে ০৩/১০/২০২৪	

পরিশিষ্ট নম্বর-৩০

অনুচ্ছেদ নম্বর-৩০

নিমগাছি মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার করে সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ক্রয় করায়

অনিয়ামিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র মিক নং	বিল নং তারিখ	কাজের বিবরন	সরবরাহকারীর নাম	পরিমান কেজি	টাকার পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২৬ ২৬/০৯/২৪	মৎস্য খাদ্য বাবদ	ট্রেডার্স মেসার্স সম্পা	২৮২৫৮	১২,৪০,২০০/-	
২	৮৮ ১৮/০২/২৫	মৎস্য খাদ্য বাবদ	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৫৮৯২	২,৪৬,৮০০/-	
৩	৯৫ ২৪/০২/২৫	মৎস্য খাদ্য বাবদ	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৩০০০	৩,০০,০০০/-	
৪	৯৬ ২৪/০২/২৫	মৎস্য খাদ্য বাবদ	ট্রেডার্স মেসার্স সম্পা	২৮০০	২,৮০,০০০/-	
৫	৭১ ২৮/০১/২৫	মৎস্য ও মৎস্য জাত দ্রব্য	ট্রেডার্স মেসার্স সম্পা		৩,৩০,০০০/-	
৬	৯৭ ২৪/০২/২৫	মৎস্য ও মৎস্য জাত দ্রব্য	ট্রেডার্স মেসার্স সম্পা	৪০০০	২,০০,০০০/-	
		মোট			২৫,৯৭,০০০/-	

দায়ী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময় কাল	মন্তব্য

০১	মো: মাসুদ রানা সরকার সিনিয়র সহকারী পরিচারক	কর্মকাল: ০৪/১০/২০২৪ থেকে চলমান	
০২	মো: হাফিজুর রহমান সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কর্মকাল: ০১/০৭/২০২৪ থেকে ০৩/১০/২০২৪	

পরিশিষ্ট নম্বর-৩১
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩১

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন নিমগাছি মৎস্য চাষ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে বাৎসরিক সিলিং এর অতিরিক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	কোড	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
১	৩২৫৪১০১	মৎস্য জাত দ্রব সরবরাহ	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৭১, ২৮/০১/২০২৫	৩,৩০,০০০/-	
২	৩২৫১১০৬	মৎস্য ও প্রানি খাদ্য	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৯৬, ২৪/০২/২০২৫	২,৮০,০০০/-	
৩	৪১১২২০২	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার	কোবাইট কম্পিউটার	২২৫, ১৮/০৬/২০২৫	১,৪০,০০০/-	
৪	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	মেসার্স ইমন ট্রেডার্স	২২২, ১৮/০৬/২০২৫	৮০,০০০/-	
৫	৪১১১২৩১৪	আসবাবপত্র	মেসার্স তালুকদার এন্টারপ্রাইজ	২২৬, ১৮/০৬/২০২৫	১,৩০,০০০/-	
৬	৩২৫১১০৬	মৎস ও প্রাণি খাদ্য	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৯৫, ২৪/০২/২০২৫	৩,০০,০০০/-	
৭	৩২৫১১০৬	মৎস ও প্রাণি খাদ্য	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	৮৮, ১৮/০২/২০২৫	২,৪৬,৮০০/-	
৮	৩২৫১১০৬	মৎস ও প্রাণি খাদ্য	মেসার্স সম্পা ট্রেডার্স	২৬, ২৬/০৯/২০২৪	১২,৪০,২০০/-	
৯	৩২৫৫১০৪	মৎস্য জাত দ্রব সরবরাহ	মের্সাস গোকুল পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড	৯৭, ২৪/০২/২০২৫	২,০০,০০০/-	
মোট					**৩২,৮৬,২০০/-**	
পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক আরএফকিউ পদ্ধতিতে সিলিং					**১৫,০০,০০০/-**	
পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক আরএফকিউ পদ্ধতিতে সিলিং অতিরক্ত					**১৭,৮৬,২০০/-**	

দায়ী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময় কাল	মন্তব্য
০১	মো: মাসুদ রানা সরকার সিনিয়র সহকারী পরিচারক	কর্মকাল: ০৪/১০/২০২৪ থেকে চলমান	
০২	মো: হাফিজুর রহমান সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কর্মকাল: ০১/০৭/২০২৪ থেকে ০৩/১০/২০২৪	

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ডিসিআর প্রদান ব্যতীত রাজস্ব আয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	অভিযানের বিবরণ	তারিখ ও সময়	জড়িমানা (টাকা)	মন্তব্য
১	কর্ণফুলি নদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় বহি:নোঙ্গার এর বিস্তৃত এলাকা	১৯/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ০৫.০০ ঘটিকা	৫৫,০০০/-	ডিসিআর প্রদান না করায় অভিযুক্ত ব্যাক্তির নিকট হতে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা জড়িমানা করা হয়েছে তার নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
২		২৭/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৮.০০ থেকে ০৬.০০ ঘটিকা	৯০,০০০/-	
৩		২৯/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ০৫.০০ ঘটিকা	৪০,০০০/-	
৪		৩১/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ০৫.০০ ঘটিকা	১,৪৪,০০০/-	
৫		২৮/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.৪৫ থেকে ০৭.৪০ ঘটিকা	৪০,০০০/-	
		১০/০৭/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ ঘটিকা	৪৫,০০০/-	
৬	বঙ্গোপসাগরের মৎস্য আহরণ এলাকায় পরিচালিত অভিযানের প্রতিবেদন	২৬/০২/২৫ হতে ২৭/০২/২৫খ্রি.	৪,০০,০০০/-	
৭	বঙ্গোপসাগরের সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড এর বাহিরের এলাকা	১৮/০৭/২০২৪খ্রি. সকাল ৯.০০ ঘটিকা	৩,৪০,০০০/-	
৮	ঝাঁশখালী এলাকায়	১৪/০৭/২০২৪খ্রি.	৩,৬০,০০০/- ২,০০,০০০/-	
মোট			**১৭,১৪,০০০/-**	

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুস ছাত্তার
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৩

অনুচ্ছেদ নং-

পরিশিষ্ট নং-

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

প্রশিক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষমতা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	বরাদ্দকৃত টাকা	ব্যয়িত টাকা	সিলিং অতিরিক্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ	১০৮৪০০০	১০৭৮৪৬০		
২	মাঠসহায়ককর্মীদের প্রশিক্ষণ	২১৯৯০০০	২১৯৯০০০		
৩	অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ	১০৬০০০	১০৬০০০		
৪	অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ	২২৫৯০০	২২৫৯০০		
মোট=		৩৬,১৪,৯০০/-	৩৬,০৯,৩৬০/-	(৩৬,০৯,৩৬০-৩০,০০,০০০)=৬,০৯,৩৬০/-	
সিলিং অতিরিক্ত ব্যয়=				৬,০৯,৩৬০/-	

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক,
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৪
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৪

অনুচ্ছেদ নং-

পরিশিষ্ট নং-

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), গোপাগঞ্জ।

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫

সরকারি খামার হতে মাছের পোনা ক্রয় না করে বাহির হতে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্রমিক নং	সরবরাহকারীর নাম	বিবরণ	কার্যাদশে নম্বর ও তারিখ	বিল নম্বর ও তারিখ	টাকা
১	মেসার্স কুসুম এন্টারপ্রাইজ	মাছের পোনা ক্রয়	১২১, ১১/১১/২৪ খ্রি.	০৩, ২৭/১১/২৪ খ্রি.	২,০০,০০০/-
২	মেসার্স রহমান ট্রেডার্সকে	মাছের পোনা ক্রয়	১০৮; ১০/১১/২৪	১০; ০৯/১২/২৪	৫,০০,০০০/-
মোট					৭,০০,০০০/-

কথায়: সাত লক্ষ টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক,
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৫
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৫

গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

অর্থবছর- ২০২৪-২৫

আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে প্রদান না করে ঠিকাদারের নামে প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী-

ক্রমিক নং	বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশোধিত টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	০১, ০৭/০৮/২৪	রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিমিটেড	৯৯,৫৪৬/-	
০২	০৭, ০৮/০৯/২৪		৯৯,৫৪৬/-	
০৩	১২, ০২/১০/২৪		৯৯,৫৪৬/-	
০৪	২২, ০৭/১১/২৪		৯৯,৫৪৬/-	
০৫	৩৩, ০১/১২/২৪		৯৯,৫৪৬/-	
০৬	৪১, ০৬/০১/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
০৭	৪৭, ০৫/০২/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
০৮	৫৫, ২৬/০২/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
০৯	৫৮, ২৩/০৩/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
১০	৮০, ২৮/০৫/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
১১	৮১, ২৮/০৫/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
১২	৯৪, ১৬/০৬/২৫		৯৯,৫৪৬/-	
মোট=			১১,৯৪,৫৫২/-	

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব ড. মোঃ জুবায়দুল আলম, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে মোটরযান ও জলযান মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয় ৫,১০,০০২/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার দুই) টাকা।

ক্রম. নং	পরিশিষ্ট নং	কন্টসেন্টারসমূহ	জড়িত অর্থ
০১।		নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	৮৮,০০০/-
০২।		পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	২,৪৯,০২২/-
০৩।		গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	২৪,৯৮০/-
০৪।		পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙ্গামাটি	১,৪৮,০০০/-
			৫,১০,০০২/-

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৬.১
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৬

গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিল নম্বর ও তারিখ	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমাণ	মোট প্রাপ্য টাকা	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ব্যয়কৃত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গাড়ি নম্বর: ঢাকা মেট্রো-ঘ ২১-৬৯২০							
১	৩২৫৮১০১	০৪ ১৪/০৮/২৪	১২৩৮ ১৫/০৭/২৪ ১২৮৩, ১১/০৮/২৪	ইয়ার ফিল্টার, মবিল ফিল্টার, এসি ফিল্টার, কার্বোরেটর মেরামত, চাকার ব্রেক সার্ভিসং বাবদ ব্যয়	২৪,৫৫০/-	৫০,০০০/-	(৭৪,৯৮০-৫০,০০০) = ২৪,৯৮০/-
২		১৬, ০২/১০/২৪	১৪৪৮, ১৩/০৮/২৪ ১১৮৯ ০৩/০৯/২০২৪	Outlonder Glass, Hasere Pha, Miror স্পার্ক প্লাগ, পেট্রোল ফিল্টার, মবিল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, কার্বোরেটর মেরামত, চাকার ব্রেক সার্ভিসং বাবদ ব্যয়	২৯,৮০০/-		
৩		৭০ ০৫/০৫/২৫	১৩৫১ ১৪/১১/২৪ ১৩৪৩ ০৩/১১/২৪	ব্রেক ওয়েল, ব্রেক পেষ,ডিশ ড্রাম টানিং, মবিল ফিলটার,ইয়ার ফিল্টার,এসি ফিল্টার, ব্রেকসাবিসিং বাবদ ব্যয়	২০,৬৩০/-		
আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্তি মোট ব্যয়					৭৪,৯৮০/-	৫০,০০০/-	২৪,৯৮০/-

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব ড. মোঃ জুবায়দুল আলম, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।

নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ লঙ্ঘনপূর্বক যানবাহন মেরামত খাতে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র. নং	মোটরযানের ধরণ	রেজিস্ট্রেশন নং	মোটরযান মেরামত খাতে বাৎসরিক ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	দপ্তর প্রধান এর আর্থিক ক্ষমতা (বাৎসরিক) টাকায়	আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬=(৪-৫)
১.	জীপ	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৬৫১৯	১,০৮,০০০/-	২০,০০০/-	৮৮,০০০/-
মোট					**৮৮,০০০/-**

দায়ী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময় কাল	মন্তব্য
০১	মো: মাসুদ রানা সরকার সিনিয়র সহকারী পরিচারক	কর্মকাল: ০৪/১০/২০২৪ থেকে চলমান	
০২	মো: হাফিজুর রহমান সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কর্মকাল: ০১/০৭/২০২৪ থেকে ০৩/১০/২০২৪	

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৬.৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৬

পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫

আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ-২০১৫ লঙ্ঘন করে জলযার মেরামত খাতে বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র. নং	বিবরণ	বিষয়	বিল নং ও তারিখ	বিলে পরিশোধিত টাকা	২ টি জলযান মেরামতে জন্য বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতা	বার্ষিক আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত
১	মেসার্স খোকন এন্টারপ্রাইজ, ২৭, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	জলযান মেরামত	৬২৩, ২৪/০৫/২৫ খ্রি.	২,৪৯,৯২২/-	৫০,০০০*২ =১,০০,০০০/-	২,৪৯,০২২/-
২	নগদ	জলযান মেরামত	৩৩৩, ০১/০১/২৫	৯৯,১০০/-		
				৩,৪৯,০২২/-	১,০০,০০০/-	২,৪৯,০২২/-

কথায়: দুই লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার বাইশ টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুস ছাত্তার
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৬.৪

অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৬

ক্রঃনং	বিল নং ও তারিখ	গাড়ীর বিবরণ	ব্যয়িত টাকা	প্রাপ্য টাকা	অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬(৪-৫)	৭
০১.	২৮০; ১৫/০৬/২৫	গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-৩৫৬০	২৭২২৫			
	১৫৫; ০৯/০৩/২৫	-ঐ-	২৪৫০			
	১২০; ১২/০১/২৫	-ঐ-	৪৫৮৫০			
	৭৭; ০৬/১১/২৪	-ঐ-	৩৭৪০০			
	৫১; ১৮/০৯/২৪		৪৮৬৫০			
	মোট		১,৬১,৫৭৫/-	৫০,০০০/-	১,১১,৫৭৫/-	
	২৮০; ১৫/০৬/২৫	গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-১০৮৩	১৯০০০			
	১৫৫; ০৯/০৩/২৫	-ঐ-	৩৭১৫০			
	৭৭; ০৬/১১/২৪	-ঐ-	১৯০০০			
	৫২; ১৮/০৯/২৪	-ঐ-	১১২৭৫			
		মোট	৮৬,৪২৫/-	৫০,০০০	৩৬,৪২৫/-	
সর্বমোট=			২,৪৮,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,৪৮,০০০/-	

কথায়: এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুল্লা আল হাসান

পদবী: প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাঙামাটি

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৮
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর ঢাকা এর অধীন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজারের কার্যালয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, সাভার কার্যালয়ের

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বরাদ্দ পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে একখাত হাতে অন্য খাতে ব্যয় করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণ:

ক্রমিক নং	বিল নং ও তারিখ	বরাদ্দের খাত	ব্যয়ের খাত	সরবরাহকারীর নাম	টাকার পরিমাণ
১	১১১; ৩০/০৬/২০২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	স্পেয়ার পার্টস অব এয়ার কন্ডিশন	গোল্ড কোস্ট কর্পোরেশন	২৯৯১৩০
২	১১২; ৩০/০৬/২০২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	Spare parts of Generator	প্যারিস সায়েন্টিফিক	২৯৯৩২৫
৩	৬৪; ০৬/০৪/২০২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	ক্যামিক্যাল(লেড)	Bangladesh Labware Corporation	১৮০০০
৪	৬২; ০৬/০৪/২০২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	ক্যামিক্যাল(আর্সেনিক)	Bangladesh Labware Corporation	১৮০০০
৫	৬৩; ০৬/০৪/২০২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	ক্যামিক্যাল(মার্করি)	Bangladesh Labware Corporation	১৮০০০
৬	৫৬; ০৯/০৩/২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	লোগো প্যাড প্রিন্ট	এসডি প্রিন্টার্স	২৪০০০
৭	৫৭; ০৯/০৩/২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	লোগো প্যাড প্রিন্ট	মডার্ন প্রেস	২৪০০০
৮	৫০; ২৭/০২/২৫	পরীক্ষাগারের মানউন্নয়ন	ডিপিই ল্যাব প্যাকেজিং	মডার্ন প্রেস	২০০০০
	মোট				৭২০৪৫৫/-

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব শিল্পী দে, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা।

পরিশিষ্ট নম্বর-৩৯
অনুচ্ছেদ নম্বর-৩৯

মৎস্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের আউটকাম ও আউটপুট অর্জন ব্যহত।

ক্রমিক	সংশোধনীসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উল্লেখযোগ্য আইটেম
১	মূল ডিপিপি	৬১০৬.০০ লক্ষ	৩টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য(২৭০০.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল।
২	১ম সংশোধনী	৫৫২১.০০ লক্ষ	২টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য (৩০০০.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল।
৩	২য় সংশোধনী	৪১৪৫.০০ লক্ষ	পরামর্শক সেবা (জাহাজ ভাড়াসহ): বাংলাদেশে টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প বিকাশের জন্য সমীক্ষা এবং মাস্টার প্লান প্রণয়ন এর জন্য ৩৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

উক্ত সময়ে কর্মরত ছিলেন জনাব ড. মোঃ জুবায়দুল আলম, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।

পরিশিষ্ট নম্বর-৪০

অনুচ্ছেদ নম্বর-৪০

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে আটককৃত জাল চেকপোস্ট এর পল্টুনে ফেলে রাখায় অনিয়মের বিবরণী:

ক্রমিক নং	অভিযানের বিবরণ	তারিখ ও সময়	জালের পরিমান (মিটার)	মন্তব্য
১	কর্ণফুলি নদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় বহি:নোঙ্গর এর বিস্তৃত এলাকা	৩১/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা	টং জাল:-১৫টি	সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর পল্টুনে সংরক্ষিত।
২		০২/১১/২০২৪খ্রি. সকাল ৫.০০ থেকে ১৮.০০ ঘটিকা	টং জাল:-৮টি	
৩		২৯/১১/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা	টং জাল:-১১টি	
৪		১৯/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা	টং জাল:-১৭টি	
৫		২৭/১০/২০২৪খ্রি. সকাল ৮.০০ থেকে ৬.০০ ঘটিকা	টং জাল:-৮টি	
৬		১০/৫/২০২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা	টং জাল:-৫টি এবং ৪০০০মিটার কারেন্ট জাল	
৭		০৭/৫/২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৭.৩০ ঘটিকা	টং জাল:-৬টি এবং ৩০০মিটার কারেন্ট জাল	
৮		১০/০৭/২০২৪খ্রি. সকাল ৭.০০ ঘটিকা	৫০০মিটার জাল	
৯		০৭/০৪/২৫খ্রি. সকাল ৭.০০ থেকে ৬.০০ ঘটিকা	২০০০মিটার চরঘেরা জাল	
১০	চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর বহি:নোঙ্গার, আকমল আলী ঘাট, আনন্দবাজার ঘাট	১০/৫/২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা	টং জাল:-৫টি এবং ৩০০০মিটার কারেন্ট জাল	
১১	চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর বহি:নোঙ্গার, আকমল আলী ঘাট, রাশমনিঘাট এলাকায়	০৬/৫/২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৭.০০ ঘটিকা	টং জাল:-৫টি এবং ৫০০০মিটার কারেন্ট জাল	
১২	চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর বহি:নোঙ্গার, রানি রাসমনি ঘাট, দক্ষিন কাট্টলী ঘাট	০৭/৫/২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৭.৩০ ঘটিকা	টং জাল:-৬টি এবং ৪০০০মিটার কারেন্ট জাল	
১৩	চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর বহি:নোঙ্গার, আকমল আলী ঘাট, আনন্দবাজার ঘাট	১৫/৫/২৫খ্রি. সকাল ৬.০০ থেকে ৫.৩০ ঘটিকা	টং জাল:-৭টি এবং ৫০০০মিটার কারেন্ট জাল	
		মোট	**৯৩টি টং জাল এবং ২৩৮০০ মিটার কারেন্ট জাল**	

দায়ী ব্যাক্তি: মো: আবদুস ছাত্তার
পদবী: পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

পরিশিষ্ট নম্বর-৪২
অনুচ্ছেদ নম্বর-৪২

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একক কাজকে ৫(পাঁচ) এর অধিক প্যাকেজ/লটে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র: নং	কাজের নাম	ঠিকাদার/ সরবরাহকারীর নাম	লট নং	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	বিল নং ও তারিখ	সংখ্যা	একক মূল্য	পরিশোধিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
1.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৩৪৩	স্মার্ট ডিজিটাল টেকনোলজিজ	জিডি/০৯	১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	১৬৯, ২১-০৪-২৫ খ্রি.	১৭৫টি	৩৯,১০০/-	৬৮,৪২,৫০০/-
2.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	১৯০, ১৪-০৫-২৫ খ্রি.	১৮০টি		৭০,৩৮,০০০/-
3.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	২২৮, ২০-০৫-২৫ খ্রি.	১৩০টি		৫০,৮৩,০০০/-
4.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	২৪৭, ০১-০৬-২৫ খ্রি.	১৪৫টি		৫৬,৬৯,৫০০/-
5.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৩৪৪	শ্যাওলা হাঁস মুরগী এন্ড সাপ্লাই সেন্টার	জিডি/১০	১১৫৮, ২৪-১২-২৪ খ্রি.	৯৯, ২০-০১-২৫ খ্রি.	৭০টি	৩৪,৯০০/-	২৪,৪৩,০০০/-
6.					১০১, ২৮-০১-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-
7.					১২৭, ০৫-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-
8.					১৩৪, ১২-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-
9.					১৪৫, ১৯-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-
10.					১৫০, ২৬-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-
11.					১৫৮, ১২-০৩-২৫ খ্রি.	১৭৫টি		৬১,০৭,৫০০/-

12.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৫০১	ফাতেমা কনস্ট্রাকশন	জিডি/১১	২৩৯, ০২-০৩-২৫ খ্রি.	১৭৬, ০৫-০৫-২৫ খ্রি.	৬৫টি	৩৪,৪৫৯/-	২২,৩৯,৮৩৫/-
13.					২৩৩, ২২-০৫-২৫ খ্রি.	৮৫টি	,,	২৯,২৯,০১৫/-
14.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৩৯	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৫	২৭২, ১১-০৩-২৫ খ্রি.	১৯৩, ১৭-০৫-২৫ খ্রি.	৩০০টি	৩৪,৮০০/-	১,০৪,৪০,০০০/-
15.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৫২	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৬	২৭৩, ১১-০৩-২৫ খ্রি.	২৬৭, ১৬-০৬-২৫ খ্রি.	৩০০টি	৩৫,৩৪৫/-	১,০৬,০৩,৫০০/-
16.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৫৮	সিমেক্স এলিয়েন্স বিডি লি.	জিডি/১৭	৪০৪, ১৩-০৪-২৫ খ্রি.	২৮৯, ২২-০৬-২৫ খ্রি.	৪২০টি	৩৪,৭৬৮/-	১,৪৬,০২,৫৬০/-
17.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৬৭	সিমেক্স এলিয়েন্স বিডি লি.	জিডি/১৮	৪০৫, ১৩-০৪-২৫ খ্রি.	২৯৮, ২২-০৬-২৫ খ্রি.	১২৫টি	৩৪,৬৯০/-	৪৩,৩৬,২৫০/-
18.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৮৫০৬২	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৯	৪২০, ১৬-০৪-২৫ খ্রি.	২৪৮, ০১-০৬-২৫ খ্রি.	১৫০টি	৩৩,৯৯০/-	৫০,৯৮,৫০০/-
19.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৮৭০২৭	শ্যাওলা হাঁস মুরগী এন্ড সাপ্লাই সেন্টার	জিডি/২৩	৪১৯, ১৬-০৪-২৫ খ্রি.	১৮৮, ০৭-০৫-২৫ খ্রি.	১৫০টি	৩৪,৪৪৮/-	৫১,৬৭,২০০/-
20.					১৯১, ১৪-০৫-২৫ খ্রি.	২২০টি	৩৪,৪৪৮/-	৭৫,৭৮,৫৬০/-
21.					২৪৪, ২৫-০৫-২৫ খ্রি.	২০৫টি	৩৪,৪৪৮/-	৭০,৬১,৮৪০/-
মোট						৩৫৯৫টি	-	১২,৭৬,৭০,৭৬০/-

কথায় : বার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত ষাট টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক,
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পরিশিষ্ট নম্বর-৪৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-৪৩

দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ।

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

আরডিপিপি'র নির্দেশনা লঙ্ঘন করে প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন স্পেসিফিকেশনে বেশি ধরে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	কাজের নাম	ঠিকাদার/ সরবরাহকারীর নাম	লট নং	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	বিল নং ও তারিখ	সংখ্যা	একক মূল্য	প্রতিটি বাছুরের ওজন ৭০ কেজি হিসেবে ঠিকাদারকে পরিশোধিত টাকা	ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি বাছুরের ওজন (৫০+৫)=৫৫ কেজি হিসেবে টাকা	অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
1.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৩৪৩	স্মার্ট ডিজিটাল টেকনোলজিজ	জিডি/০৯	১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	১৬৯, ২১-০৪-২৫ খ্রি.	১৭৫টি	৩৯,১০০/-	৬৮,৪২,৫০০/-		
2.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	১৯০, ১৪-০৫-২৫ খ্রি.	১৮০টি		৭০,৩৮,০০০/-		
3.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	২২৮, ২০-০৫-২৫ খ্রি.	১৩০টি		৫০,৮৩,০০০/-		
4.				১২২, ০২-০২-২৫ খ্রি.	২৪৭, ০১-০৬-২৫ খ্রি.	১৪৫টি		৫৬,৬৯,৫০০/-		
5.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৩৪৪	শ্যাওলা হাঁস মুরগী এন্ড সাপ্লাই সেন্টার	জিডি/১০	১১৫৮, ২৪-১২-২৪ খ্রি.	৯৯, ২০-০১-২৫ খ্রি.	৭০টি	৩৪,৯০০/-	২৪,৪৩,০০০/-		
6.					১০১, ২৮-০১-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-		
7.					১২৭, ০৫-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-		
8.					১৩৪, ১২-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-		
9.					১৪৫, ১৯-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-		
10.					১৫০, ২৬-০২-২৫ খ্রি.	১৪০টি		৪৮,৮৬,০০০/-		

11.					১৫৮, ১২-০৩-২৫ খ্রি.	১৭৫টি		৬১,০৭,৫০০/-		
12.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০২৯৫০১	ফাতেমা কনস্ট্রাকশন	জিডি/১১	২৩৯, ০২-০৩-২৫ খ্রি.	১৭৬, ০৫-০৫-২৫ খ্রি.	৬৫টি	৩৪,৪৫৯/-	২২,৩৯,৮৩৫/-		
13.					২৩৩, ২২-০৫-২৫ খ্রি.	৮৫টি	,,	২৯,২৯,০১৫/-		
14.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৩৯	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৫	২৭২, ১১-০৩-২৫ খ্রি.	১৯৩, ১৭-০৫-২৫ খ্রি.	৩০০টি	৩৪,৮০০/-	১,০৪,৪০,০০০/-		
15.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৫২	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৬	২৭৩, ১১-০৩-২৫ খ্রি.	২৬৭, ১৬-০৬-২৫ খ্রি.	৩০০টি	৩৫,৩৪৫/-	১,০৬,০৩,৫০০/-		
16.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৫৮	সিমেক্স এলিয়েন্স বিডি লি.	জিডি/১৭	৪০৪, ১৩-০৪-২৫ খ্রি.	২৮৯, ২২-০৬-২৫ খ্রি.	৪২০টি	৩৪,৭৬৮/-	১,৪৬,০২,৫৬০/-		
17.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৬৯৭৬৭	সিমেক্স এলিয়েন্স বিডি লি.	জিডি/১৮	৪০৫, ১৩-০৪-২৫ খ্রি.	২৯৮, ২২-০৬-২৫ খ্রি.	১২৫টি	৩৪,৬৯০/-	৪৩,৩৬,২৫০/-		
18.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৮৫০৬২	এ এম এন্টারপ্রাইজ	জিডি/১৯	৪২০, ১৬-০৪-২৫ খ্রি.	২৪৮, ০১-০৬-২৫ খ্রি.	১৫০টি	৩৩,৯৯০/-	৫০,৯৮,৫০০/-		
19.	দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বকনা বাছুর সরবরাহ। আইডি: ১০৮৭০২৭	শ্যাওলা হাঁস মুরগী এন্ড সাপ্লাই সেন্টার	জিডি/২৩	৪১৯, ১৬-০৪-২৫ খ্রি.	১৮৮, ০৭-০৫-২৫ খ্রি.	১৫০টি	৩৪,৪৪৮/-	৫১,৬৭,২০০/-		
20.					১৯১, ১৪-০৫-২৫ খ্রি.	২২০টি	৩৪,৪৪৮/-	৭৫,৭৮,৫৬০/-		
21.					২৪৪, ২৫-০৫-২৫ খ্রি.	২০৫টি	৩৪,৪৪৮/-	৭০,৬১,৮৪০/-		
মোট						৩৫৯৫টি	-	১২,৭৬,৭০,৭৬০/-	১০,০৩,১১,৮২৪/-	২,৭৩,৫৮,৯৩৬/-

বকনা বাছুরের সংখ্যা = ৩৫৯৫টি
প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন = ৭০ কেজি
প্রতি কেজি বকনা বাছুরের মূল্য = (১২,৭৬,৭০,৭৬০ ÷ ৩৫৯৫) টাকা = ৫০৭.৩৩ টাকা।
প্রতিটি বকনা বাছুরের ওজন ৫৫ কেজি হিসেবে মোট মূল্য = (৫০৭.৩৩ × ৩৫৯৫ × ৫৫) টাকা = ১০,০৩,১১,৮২৪/- টাকা।
কথায় : দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত ছত্রিশ টাকা।

দায়ী ব্যাক্তি: মো: খালিদুজ্জামান
পদবী: প্রকল্প পরিচালক,
দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প